আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

বিংশ খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

(বিংশ খণ্ড)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রকাশক :
শ্রীঅজিতকুমার ধর
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস্
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর
বিহার

প্রথম প্রকাশ :
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৫

মুদ্রাকর :
কৌশিক পাল
প্রিণ্টিং সেণ্টার
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলিকাতা ৭০০ ০১২

Aryya-Pratimoksha, Vol. XX
by Sri Sri Thakur Anukulchandra
1st Edition : May, 1998

ভূমিকা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দিব্য বাণীসম্ভার তারিখ ও সময়ের ক্রম-অনুযায়ী পর পর প্রকাশিত হ'য়ে চলেছে আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ নামক মহাগ্রন্থে। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেওঘরে পদার্পণের পর প্রদত্ত সমস্ত বাংল্য গদ্য বাণী এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে প্রকাশিত হ'ল গ্রন্থের বিংশতিতম খণ্ড।

এই গ্রন্থের মোট বাণীসংখ্যা ৪৩৯। প্রথম বাণীটির অবতরণকাল ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭, সকাল ৯টা এবং সর্ব্বশেষ বাণীটি অবতীর্ণ হয় ২৭শে জুন, ১৯৫৮, সকাল ৬টা ২২ মিনিটে।

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষের অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডেও আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি, সদাচার, লোকব্যবহার, প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রণের উপায়, শিক্ষা, শ্রদ্ধা, নারীজীবন, প্রজননবিজ্ঞান, গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে। বিভিন্ন উপলক্ষে প্রদত্ত কয়েকটি আশীর্ব্বাণীও এই খণ্ডে আছে। এর মধ্যে দোলোৎসব-উপলক্ষে প্রদত্ত একটি আশীর্ব্বাণী (নং ৮৬৭৯, প্রদান-কাল ২১।১।১৯৫৮) এবং ৮৮২৭ নং বাণীটি (প্রদানকাল ১১।৫।১৯৫৮) ইতিপূর্ব্বে কোন গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নি। তাই, প্রথম পংক্তির সূচীপত্রের মধ্যে ঐ বাণী দুটির উৎস অনুল্লিখিত আছে।

অন্যান্য খণ্ডগুলির মতো বর্ত্তমান খণ্ডটিরও সঞ্জা ও সূচীপ্রণয়ন করেছেন শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ইতিপূর্ব্বে গ্রন্থভুক্ত না-হওয়া বাণী দু'টিও তিনিই আবিষ্কার করেছেন। শারীরিক অসুস্থতাকে অগ্রাহ্য ক'রে তিনি নির্দ্ধারিত সময়ে এই দুরূহ কার্য সম্পাদন ক'রে আমাদের চিরকৃতজ্ঞ করেছেন।

পরমপিতার শ্রীচরণে প্রার্থনা—এ মহাসম্পদ রক্ষিত হোক প্রতি ঘরে। বাণীগুলি নিত্য পঠন, পাঠন ও অনুশীলনের ভিতর দিয়ে প্রতিটি প্রাণ হ'য়ে উঠুক বোধবুদ্ধ ও ক্ষেমসুন্দর, সমাজ ও রাষ্ট্র হ'য়ে উঠুক শিষ্ট, সংহত, আনন্দময়। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
গুড ফ্রাইডে
ইং ১০ই এপ্রিল, ১৯৯৮
বঙ্গাব্দ—২৭ চৈত্র, ১৩০৪

শ্রীঅশোক চক্রবর্ত্তী

আমার কথাগুলি যদি তোমার-
শুধু কথা-চিত্রের খোরাক মাত্র হয়-
করার বা আবরণের ভেতর দিয়ে
সেগুলিকে যদি-
বাস্তবেই খুঁটিয়ে খুঁজেও না পায়-
তবে-
পাওয়া যে তোমার
উষ্ণতাটুকুই রয়ে যাবে -
তা কিন্তু অতি নিশ্চয়—

তোমারই "আমি"
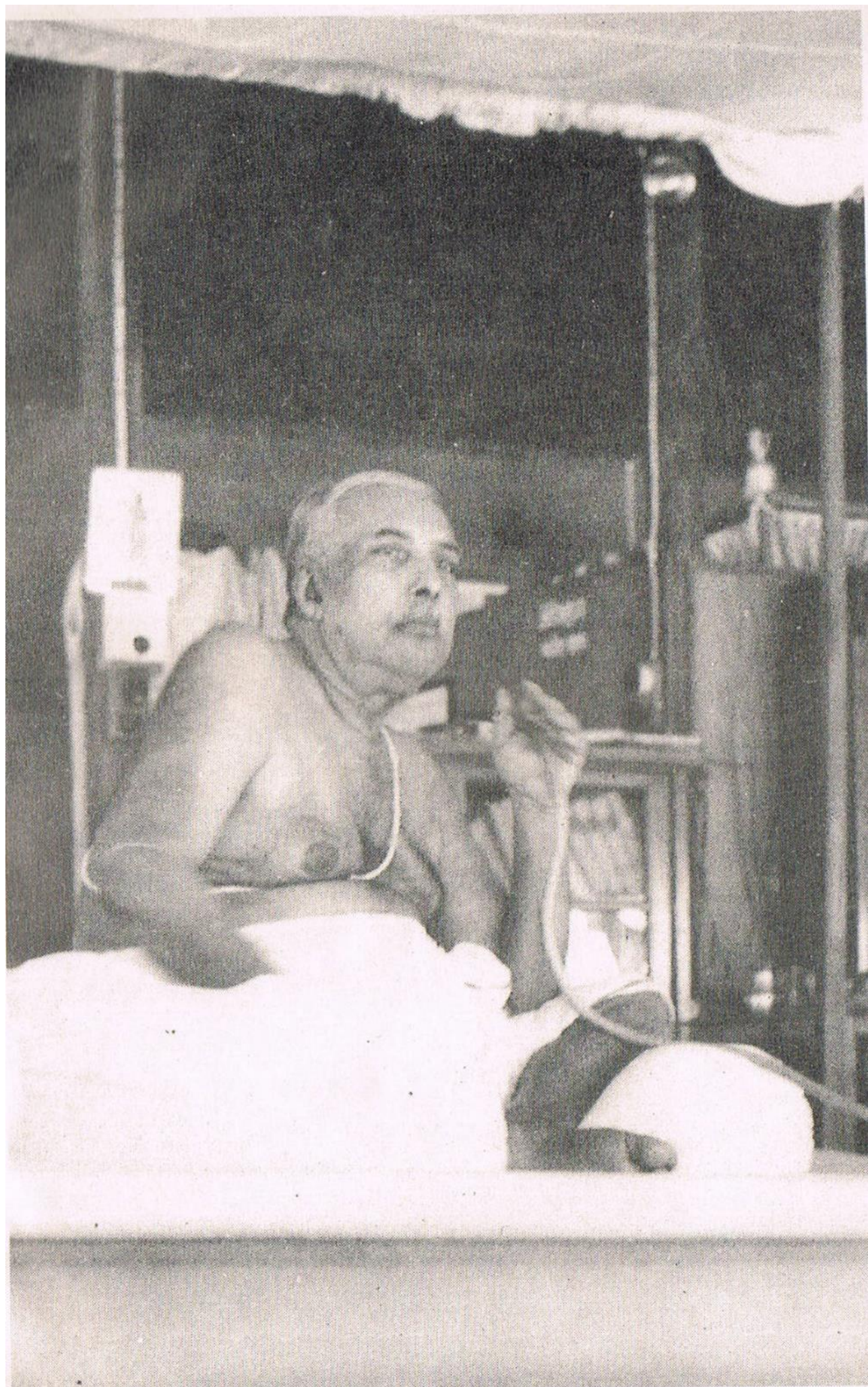
আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

যে তোমার জীবনে পরমেষ্ট
বা প্রেষ্ঠ,
স্মরণ যেন থাকে—
তাঁর প্রিয় যে,
সে যাই হো'ক না কেন,
সেও তোমার প্রিয়,
পরিচর্য্যার পাত্র ;
আর, ঐ প্রেষ্ঠের বৈরী যে
বা যা'ই হো'ক না কেন,
বা যেই তার অপ্রতিষ্ঠা করতে চা'ক না কেন,
সহজ ও সরল উৎসারণায়
সে তোমার বৈরী হওয়াই স্বাভাবিক—
অপ্রিয় তো বটেই ;
সমীচীন হৃদয়োৎসারণশীলতায়
তা'কে যদি নিরুদ্ধ ও ব্যাহত করতে পার,
তাই তো তোমার সাত্বত ধর্ম্ম ;
অবশ্য তা'র সত্তাকে
যত শুভ-বিনায়নে
বিনায়িত করতে পার,
তা'ই কিন্তু ভাল ;
প্রেষ্ঠ নির্য্যাতিত হ'লে
তোমার প্রতিরোধ-পরাক্রম
আদিত্যতেজা হ'য়ে ওঠে
যতখানি যেমনতর—
সার্থক নিরাকরণে,—
শৌর্য্যবীর্য্যও তেমনতর তোমার । ৮৪৪৩ ।

১২।৯।১৯৫৭, সকাল ৯টা

যেখানে অস্তিত্বের
বাস্তব কোন দাঁড়া নেইকো,
যা' সাত্বত পরিপোষণী নয়কো,
যা' অসৎ,
যা' সত্তাকে অস্তায়নের দিকেই টেনে নেয়,
বেদনাদায়ক যা',
তা' কিন্তু মানুষ ভালবাসে না,
পছন্দ করে না,
মানুষ কেন, কেউই পছন্দ করে না ;

তাই, তোমার আচার, ব্যবহার,
কথা, চালচলন
যা'-কিছুই হো'ক না,
সবই যেন সবার পক্ষে
সত্তাপোষণী হ'য়ে ওঠে,
সাত্বত-পরিচর্য্যা
সবারই অন্তরকে স্পর্শ করে,

—অসৎ যা',
বেদনাদায়ক যা'
যদিও তাকে হৃদ্য বিনায়নী পরাক্রমে
নিরোধ ও নিরাকরণ ক'রেই চলতে হয়—
অস্তিত্বকে বজায় রাখার জন্যই ;

তোমার চালচলন
আদব-কায়দা,
ভাবভঙ্গী,
কৃতিদীপনা,
অনুশীলন-তৎপরতা
ইত্যাদি যা'-কিছু
সবই যেন
সত্তা-পোষণী হ'য়ে ওঠে,
তুমি সবারই সাত্বত দীপনা হ'য়ে ওঠ,

তোমার সত্তা অমৃত আয়ু লাভ করুক
সবাইকে নিয়ে। ৮৪৪৪।
১২।৯।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৩৫

তোমার চাহিদা
যেমন করায় পরিচালিত করেছে তোমাকে,
এক-কথায়, প্রার্থনা করেছে যেমন,
অন্তঃস্থ ঐশী সম্বেগ তোমার
তা'ই মঞ্জুর করেছে ;
আর, চাহিদামাফিক প্রকৃষ্টভাবে ক'রে চলা—
শ্রেষ্ঠকে কেন্দ্র ক'রে,
বিনায়িত হ'তে হ'তে,—
তাইই প্রার্থনা। ৮৪৪৫।
১২।৯।১৯৫৭, রাত ১০-৩০

ব্যক্তিত্ব যা'র ব্যতিক্রমদুষ্ট,
অন্বিত একায়নায়
সার্থক হ'য়ে ওঠে নি—
সঙ্গতিশীল ক্রমানুবর্ত্তিতায়,—
লাখ স্বাধীন কর তা'কে,
স্বাধীনতা কিছুতেই সে
ভোগ করতে পারবে না,
বিক্ষেপ-বিক্ষুব্ধ অকৃতজ্ঞতা
তা'কে বিচ্ছিন্ন ক'রেই রাখবে,
তাই, তা'র সাত্ত্বিক ধৃতিও ঐ রকম। ৮৪৪৬।
১৩।৯।১৯৫৭, বিকাল ৪-২৭

সাত্বত সব যা'-কিছুরই অর্থ—
ধারণ-পালনী সম্বেগ,
ঐশী প্রভাব,
যা'র বাস্তব প্রতীক পুরুষোত্তম ;

তাই, পুরুষোত্তমের শরণ লও,
অন্তরে তাঁকে পরিপালন কর,
সংরক্ষণ কর,
আর, সেই সংবিধানে পরিচালিত হও—
তা' কথায়, কাজে,
প্রীতি-পরিচর্য্যায়,
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী বীর্য্যবত্তা নিয়ে,
যা'র ফলে, তোমার বিদ্যমানতা
ব্যতিক্রমদুষ্ট না হ'য়ে ওঠে ;
জীবনে সার্থক হওয়ার ঐ তো পথ। ৮৪৪৭।
১৩।৯।১৯৫৭, বিকাল ৫-৫৫

ইষ্টনিষ্ঠ হও,
স্বাস্থ্যকে সর্ব্বতোভাবে
সহনক্ষম, সঞ্জীবিত করে রাখ,
তোমার তাপস চলন যেন
কিছুতেই ব্যাহত না হয় ;
কৃতি-নিষ্পন্নতায়
সঙ্গতিশীল অর্থনা নিয়ে
সমস্ত কর্ম্ম
বিহিতভাবে নিষ্পাদন কর,
আর, প্রতিটি নিষ্পাদন যেন
তোমার ব্যক্তিত্বকে,
বোধদীপনাকে
বিহিতভাবে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে ;
তোমার ব্যক্তিত্ব অব্যাহত গতিতে
সাত্বত সম্বর্দ্ধনায় যেন
সলীল হ'য়ে চলে—
প্রতিটি পদক্ষেপে, আচারে,
ব্যবহারে,
বাক্ ও ঐশ্বর্য্যে

সঞ্জীবনী, হৃদ্য উৎসারণশীল হ'য়ে ;
এমনি ক'রেই তোমার সাত্বত জীবন
সৌম্য-বিভূতিতে
বিভবান্বিত হ'য়ে উঠুক ;
তুমি অযুত-আয়ু হও,
শ্রদ্ধাপূত সুসম্বর্দ্ধনায়
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে
নীরোগ দীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক—
পরিবার, পারিপার্শ্বিককে
অমনতরই সুক্রিয় সুদীর্ঘ জীবনের
অবদান-পরিচর্য্যায়
পরিপুষ্ট ক'রে,—
কল্যাণ
কলবিভবে
উথলে উঠুক তোমাতে । ৮৪৪৮ ।
১৪।৯।১৯৫৭, সকাল ৭-৫০

ইষ্ট বা প্রেষ্ঠানত অনুচলন
যা'র নাই—
সঙ্গতিশীল অন্বিত অর্থনা নিয়ে,—
বাক্য, ব্যবহার ও কৃতিচলনও বিচ্ছিন্ন তা'র,
বোধবিভূতিও ছন্নছাড়া, বিকৃত,
এক-কথায় চরিত্রও তা'র অমনতরই,
সে যত বড় কথাই বলুক,
সে মানুষ ছন্নছাড়া,
জীবন-প্রভাবও তার ব্যতিক্রমদুষ্ট,
—এইটেই হ'চ্ছে মানুষের
ব্যক্তিগত জীবনের
মোক্‌থা নির্দ্দেশক । ৮৪৪৯ ।
১৪।৯।১৯৫৭, সকাল ৮-৩০

তোমার মানস অন্তরে
যেমনতর ধারণা, চাহিদা বা প্রবৃত্তি
যেমনতর সম্বেগ সৃষ্টি করে,
আর, ঐ আবেগকে
প্রতিরোধ,
প্রতিনিবৃত্ত
বা অতিক্রম করতে পারে,
এমনতর কোন প্রেরণা
যতক্ষণ পর্য্যন্ত
তা'কে অভিভূত করতে না পারে,
ততক্ষণ তা' সব যা'-কিছুকে
উড়িয়ে দিয়ে
নিজের স্থায়িত্ব সৃষ্টি ক'রে থাকে,
আর, তেমনতরই ছাঁচে
তোমার বাক্য, ব্যবহার
কৃতি-অনুচলন বা যা'-কিছু
হ'য়ে থাকে—
তদর্থ-সঙ্গতিতে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে ;
আর, যখন অন্য কিছু তাকে
অতিক্রম করতে পারে,
প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে,
তোমার অন্তঃস্থ ঐ আবেগও তখন
স'রে যায়,
শুকিয়ে যায়,
বা নিথর হ'য়ে স্তম্ভিত হ'য়ে থাকে,
তোমার ব্যক্তিত্বের অনুচলনে
তার প্রভাব তেমনতর থাকে না—
শুধুমাত্র বোধরশ্মিতে
যেমনতর মজুত থাকে
তা' বাদে ;
তাই, তুমি ঐ ইষ্ট বা প্রেষ্ঠ-অনুধায়নী

অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে
যতক্ষণ
অটুট উচ্ছল আবেগে
তোমার ব্যক্তিত্বে
প্লাবন সৃষ্টি ক'রে চলতে থাকবে,
ততক্ষণ যে-কোন প্রবৃত্তি আসুক না কেন,
ধারণা আসুক না কেন,
চাহিদা আসুক না কেন,
ওতে যা' অর্থান্বিত না হয়—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
তা তোমাকে একটুও টলাতে পারবে না ;
কারণ, যে ভাব
অটুট নিষ্ঠায় আবেগসিদ্ধ হ'য়ে
ব্যক্তিত্বে
অজচ্ছল স্রোতসম্বেগ নিয়ে চলেছে—
সমস্ত চরিত্রকে অভিষিক্ত ক'রে,—
তা' আর বদলায় না,
জীবন-চলনাও তখন হ'য়ে থাকে
স্বতঃ-নিয়ন্ত্রিত ;
তাই, তোমার চরিত্র তখন
বোধ-বিনায়িত সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
সংগ্রথিত হ'তে থাকবে,
তোমার জীবন হ'য়ে উঠবে
উচ্ছল-নন্দনার ব্যক্তিত্ব-বিভবে
বিভোর,
আর, তা' কল্যাণস্রোতা হ'য়ে
সাত্বত পোষণায়
সব সত্তাকে সত্ত্ববান ক'রে তুলতে থাকবে :
শ্রেয়-মর্য্যাদায়
তোমাতে
পুরুষার্থ

স্বতঃ-পরিবেশনশীল হ'য়ে উঠবে,
তুমি হ'য়ে উঠবে সবারই
সাত্বত বিভব । ৮৪৫০ ।
১৪।৯।১৯৫৭, রাত ১০-২৫

অন্যের দুর্ব্যবহার পেয়েও
যাদের নিষ্ঠা, বৈধী বা নৈতিক চলন
অর্থাৎ সাত্বত নৈতিক চলন
ও নিদেশবাহিতা
অব্যাহত থাকে—
বিহিত অসৎ-নিরোধী হ'য়ে,—
তারাই কিন্তু অব্যর্থ । ৮৪৫১ ।
১৫।৯।১৯৫৭, সকাল ৭-১৫

যা'রা কা'রো আশ্রয় হ'তে পারে না—
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যা নিয়ে,
অসৎ-নিরাকরণায়,—
তা'রাই প্রশ্রয়ের অন্যায্যতা সম্বন্ধে
মুখর হ'য়ে ওঠে বেশী । ৮৪৫২ ।
১৫।৯।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৪০

বিজ্ঞ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অনুজ্ঞায়
তোমার পক্ষে
যাকে যেমনতর অনুচর্য্যা করা সম্ভব,
তাই ক'রো—
তা' আচার-ব্যবহারেই হো'ক,
আদর-আপ্যায়নেই হো'ক,
খাওয়া-দাওয়া বা অন্নপান-গ্রহণেই হো'ক,
শয়ন-উপবেশন,
সেবা-শুশ্রূষা ইত্যাদি যে-ব্যাপারেই হো'ক,
শুভ-প্রথানুযায়ী যেখানে

যে-বিষয়ে যেমন করণীয়,
তা'ই করাই কিন্তু সমীচীন ;
এর ভিতর-দিয়েই তোমার ব্যক্তিত্ব
বৈশিষ্ট্যে বিশাসিত হ'য়ে
সংস্কার ও সংস্কৃতিতে
উন্নীত হ'য়ে উঠবে ;
বৈশিষ্ট্যকে বিধ্বস্ত করা কি ভাল ? ৮৪৫৩ ।
১৫।৯।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৫৫

উপযুক্তভাবে বুঝে যা' কর—
আগ্রহ-সন্দীপনা নিয়ে,—
তোমার পরিচয় আছে সেখানে,
তা'তে তুমি প্রীতিপ্রসন্ন হ'য়ে আছ,
অর্থাৎ তুমি তাতে অন্তরাসী,
তাই, পারও তা',
পারগতার প্রেরণাই ঐ ;
আর, কইলে করছ,
ক'রেও তা' চাহিদামাফিক হ'চ্ছে না,
তা'র মানেই হ'চ্ছে —
সেখানে প্রীতিপ্রসন্ন পরিচয় নেই,
তাই, কেমন ক'রে
কী করলে কী হয়,
কখনই বা কী করতে হবে,
সে-বুঝও তোমার নেই ;
সেখানে
প্রীতি-প্রবুদ্ধ পরিচয় হ'তে
যে-বুঝ আসে,
যা'তে চাহিদামাফিক করতে পার—
স্বতঃস্বেচ্ছ আগ্রহ-উচ্ছলতা নিয়ে,—
তা' তোমার নেইকো,

তাই, তা' করতেও পার না । ৮৪৫৪ ।
১৬।৯।১৯৫৭, সকাল ৯-৭

প্রাচীনের শুভপ্রসূ ঐতিহ্য,
সংস্কৃতি, কুলপ্রথা
ও তদনুগ আচরণ ও নিয়মনের
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
তোমার বিদ্যাবত্তা
সমীচীন সার্থকতায়
ইষ্টানুগ অনুনয়নে
যদি বিন্যাসলাভ না করল,
বা বাদের সৃষ্টি ক'রে
নানা বাদের
বাদী হ'য়ে পড়লে তুমি,
তোমার হাজার বিদ্যাবত্তা থাক্,
তোমার বিদ্যাবত্তা
যতই প্রবীণ হো'ক,
তুমি পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে
বা দুনিয়ার পরিস্থিতিতে
এমনতর সাত্বত বিপ্লব
সৃষ্টি করতে পারবে না,
যা'র ফলে
প্রতিপ্রত্যেকেই
ঐ সাত্বত ঐশ্বর্য্যে
কৃতী হ'য়ে ওঠে—
সুসন্দীপ্ত সহজ সঙ্গতি নিয়ে ;
তুমি বিপ্লব আনতে পারবে না,
বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে পারবে,
মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না,
বৈরী ক'রে তুলতে পারবে,
পারস্পরিকতায় বান্ধব ক'রে

তুলতে পারবে না,
বরং ভেদ বিচ্ছিন্নতা আহ্বান করতে পারবে,
সামগ্রিক উৎকর্ষ এনে দিতে পারবে না,
বরং তাকে বিধ্বস্ত ক'রে তুলতে পারবে—
সঙ্কীর্ণ বিরুদ্ধ গণ্ডী সৃষ্টি ক'রে ;
ধর্ম্মের একায়নী দীপনা
প্রাচীন পরম্পরায়
ক্রম-প্রবাহিত যা'
আর্য্যনীতিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে,
অর্থাৎ ঐ পারম্পর্য্য-কৃষ্টির নীতিবিধিতে
বিন্যাস লাভ করেছে যা'—
ক্রম-বিকাশে—
প্রাচীনকে আপূরিত ক'রে,—
তা'তে সুসম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারবে না তুমি,
বরং ব্যতিক্রম সৃষ্টি ক'রে
বিভ্রান্তির জ্ঞান-মরীচিকায়
তৃষ্ণাকঠোর হৃদয়ে
খরপ্রাণ হ'য়ে
ঘুরে বেড়াতে হবে তোমাকে ;
তুমি সার্থক প্রণিধানে
অন্বিত সার্থক সঙ্গতিতে
চৌকস চর্য্যায়
চতুর হ'য়ে উঠতে পারবে না,
বৈশিষ্ট্যের বিরহ-দ্বন্দ্বেই
তোমার কালাতিপাত করতে হবে ;
তাই মনে রেখো—
ঈশ্বর এক,
ধর্ম্ম এক,
আর, তা' অদ্বিতীয়,
শুধু দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে
তা'র বিনিয়োগ-ক্রম বা পদ্ধতি

যেমনতর বিভিন্ন হওয়া উচিত,
তা' হওয়া ছাড়া
এমনতর কিছুই নেই—
যা'তে ধর্ম্ম
শতধা-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে চলতে পারে ;
ধারণ-পালনী উৎসর্জ্জনায়
নিজেকে সম্বৃদ্ধ ক'রে
সাত্বত চেতন উৎসারণা নিয়ে চলাই
সাত্বত সার্থকতা ;
সেই সার্থকতার অপলাপ
যেখানে যেমনতর করবে,
তুমি তো খিন্ন হবেই—
যেখানে যেমনতর হওয়া উচিত,
আর খিন্ন করবে
পরিবার, পরিস্থিতির
প্রতিপ্রত্যেকটিকে ;
তুমি তো নষ্ট পাবেই,
এদেরও নিকেশ করতে
কসুর করবে না,
তুমি তো পরের ভক্ষ্য হ'য়ে উঠবেই,
তা ছাড়া, তোমার পরিবার, পরিবেশ,
সমাজ ও রাষ্ট্রকেও
পরভক্ষ্য ক'রে তুলবে ;
বুঝে দেখো,
ভেবে দেখো,
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ো না,
প্রাচীনকে অগ্রাহ্য ক'রো না,
বরং আপূরণ ক'রে চলতে থাক—
আপূরণী ব 'মানে একান্ত হ'য়ে ;—
ভবিষ্যের ভূতি-উৎসারণায়
সার্থক হবে তুমি,

সার্থক হবে তোমার পরিবার,
সার্থক হবে তোমার সমাজ,
সার্থক হবে পরিবেশ,
আর, পরম সার্থকতায়
সবকে নিয়ে
পরিস্থিতি তোমার
শুভ-সম্বর্দ্ধনায়
সুপ্রসন্ন হ'য়ে উঠবে—
ভেদ, দ্বিধা, ব্যতিক্রমকে
বিসর্জ্জন ক'রে । ৮৪৫৫ ।
১৬।৯।১৯৫৭, বেলা ১০-৫৪

জন্মগত ও কৃষ্টিগত
প্রতিলোম-সংস্রব যদি থাকে,
তাহ'লে সে আত্মকৃষ্টি
অর্থাৎ প্রাচীন কৃষ্টিস্রোতকে
অগ্রাহ্য করবেই কি করবে,
তা'তে সে বিশ্বাসঘাতক হবে,
কৃতঘ্ন হবে । ৮৪৫৬ ।
১৬।৯।১৯৫৭, বেলা ১১-১০

প্রাচীনের সার্থক সঙ্গতিকে
বজায় রেখে
দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে
অন্যায্য ব্যতিক্রমদুষ্ট না হ'য়ে
যা'র বিবেকপ্রবুদ্ধ চৌকসদৃষ্টি যেমনতর—
সৎ ও অসতের বিহিত বোধ নিয়ে,—
সে চতুরও তেমনতর ;
আর, সৎ-অসৎ-এর
শুভসুন্দর ব্যবস্থিতির ভিতর-দিয়ে
চৌকস চলন যার যেমনতর—

বাস্তব অনুচলনে,
বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে,—
ধীমানও সে তেমনতর,
আর, বিদ্যাবত্তাও তেমনি সেখানে,
আবার, বিদ্যমানতাও তার তেমনি
চৌকস ও দীপ্ত ;
কিন্তু ব্যত্যয়ী বিভ্রান্ত যে
তা'র অন্ধতমে গতি
নিরোধ করবে কে ? ৮৪৫৭ ।
১৬।৯।১৯৫৭, বেলা ১১-৩৫

তুমি সৎকে যদি না জান,
অসৎকেও কিন্তু বুঝতে পারবে না,
আবার, অসৎকে যদি
বাস্তবভাবে না বুঝতে পার,
সৎ যা'-কিছু
তাও তোমার কাছে
প্রহেলিকার মতই হ'য়ে থাকবে ;
তাই, অসৎকেও জান—
সৎকে মুখর ক'রে তুলতে,
কৃতিদীপনায় কৃতকৃতার্থ ক'রে তুলতে,
তৃপ্তির অঢেল উচ্ছলতায়
নিজেকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে,
অসতের প্রতিটি সংঘাতকে
ব্যাহত ক'রে
নিজেকে সৎ-স্থায়িত্বে
নিটোলভাবে প্রতিষ্ঠা করতে,
অযুত আয়ু হ'তে,
সত্তায় সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে
নিজেকে উচ্ছলস্রোতা ক'রে তুলতে,

পরমার্থে
সব যা'-কিছু নিয়ে
তোমাকে বাস্তবভাবে অর্থান্বিত ক'রে তুলতে। ৪৪৫৮।
১৬।৯।১৯৫৭, রাত ৮-৪৫

অঢেল রাগদীপ্ত আগ্রহ
ও নিষ্ঠানিরতি নিয়ে
তোমার মিত্র যিনি,
তাঁর সত্তা, স্বস্তি ও অস্তিত্বের
প্রয়োজনীয় যা'-কিছু
সবগুলিকে বোঝ, জান,
সঙ্গে-সঙ্গে আরো জান
তাঁর মিত্র কী বা কে—
তা'র বিশেষ চালচলনের ভিতর-দিয়ে,
রকমারি আবর্ত্তনের ভিতর-দিয়ে
তোমার মিত্রকে অপদস্থ করতে পারে ;
তীক্ষ্ন সন্ধিৎসু ক্বতিদীপনার
সতর্ক চক্ষুতে
তা' দেখ,
বোঝ,
প্রতিরোধ কর,
নিরাকরণ কর,
তা' যতটুকু না পারবে,
তোমার মিত্রের প্রভাবও ততখানি
অমিত ব্যবচ্ছেদের
অন্ধ আচ্ছন্নতায়
নিমজ্জিত হ'য়ে উঠবে—
অন্ততঃ তোমার কাছে ;
তোমার মুখর ক্বতিচলন,
সতর্ক সন্ধিৎসা,

আগ্রহ-সন্দীপনা,
কর্ম্মনিরতি,
সব যা'-কিছুর ভিতর-দিয়ে
মিত্রের সংরক্ষণে
সুসংস্থ হ'য়ে উঠুক—
সমীচীন সার্থকতায় ;
তবে তো তোমার মিত্রতা
সমীচীনতায়
স্থায়ী হ'য়ে উঠবে,
নয়তো, পর্য্যুদস্তি তোমাকেও কিন্তু
পরিপ্লাবিত ক'রে তুলবে—
ঠিক জেনো ;
আর, যিনি ইষ্ট—
তিনিই মিত্র,
আর, তঁদনুগ যে যতটুকু,
সে ততটুকু মৈত্রীবাহী তোমার পক্ষে,
এমন-কি, তুমিও তা'ই। ৮৪৫৯।
১৬।৯।১৯৫৭, রাত ৯-৫

যাদের অন্তরে
বহু আকর্ষণ, অনুরাগ
নিরুদ্ধ আছে—
বিশেষতঃ যৌন-সম্বন্ধীয়,
তাদের বোধধৃতি বা বোধধারণা
এমনতর বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট হ'য়ে থাকে,
যে,
কারো প্রতি অনুরাগ আসতে গেলেই
সেগুলি তাকে এমনতর
বিক্ষিপ্ত ক'রে তোলে—
নানাপ্রকার ভাঁওতার অবতারণা ক'রে,—
যে, তা'রা কিছুতেই

নিরত হ'য়ে উঠতে পারে না তাতে—
অভিপ্রায়-অনুসারী অনুচলনে,
রাগচর্য্যী ভজন-দীপনা নিয়ে ;
বারচারিণীবৎ ঐ অনুরাগ
ব্যতিক্রমী ও ব্যত্যয়ী হ'য়ে ওঠে,
কখনও তা' নিকৃষ্ট,
কখনও তা' উৎকৃষ্ট,
আবার, কখনও তা'
কুহেলিকার মত
নানা ভাবভঙ্গী বিস্তার করতে করতে চলে ;
এই সমস্ত লক্ষণ কিন্তু সন্দেহের—
তা'রা সমীচীন ও সুনিষ্ঠ কিনা,
আর, হ'তে পারাও
তাদের পক্ষে সহজ ও সম্ভব কিনা ! ৮৪৬০ ।
১৬।৯।১৯৫৭, রাত ১০টা

আয়ের সুযোগ ও সুবিধার জন্য
তোমার আশ্রয় বা অনুপোষককে
যখনই লোকসানে ফেলে দিচ্ছ—
তোমাতে তাঁর যে নির্ভরতা আছে,
তা'তে আঘাত হেনে
বিশ্বস্ততায় ব্যতিক্রম এনে,—
নিজেকে তখন থেকেই বুঝে রেখো—
তুমি আয়েসী, স্বার্থপর,
কৃতঘ্ন ;
—ঐ অনুপোষকের উপচয়
তোমার কাম্য নয়কো,
কাম্য তোমার স্বার্থ
ও তা'র সুযোগ ও সুবিধা,
আয়েসী উপভোগ ;
আর, তাই নিয়েই

তুমি যা' করবার
তা' করছ—
অনুপোষকের তোমার প্রতি যে নির্ভরতা,
তাতে আঘাত হেনে,
নিজে ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে ;
তোমার ভাগ্যদেবতা যে ম্লান হ'য়ে
শীর্ণতায় বিলীনমুখী—
তা' বুঝতে পারছ না ? ৮৪৬১ ।
১৭।৯।১৯৫৭, সকাল ৮-৫

তুমি প্রেষ্ঠপরায়ণ হও—
অন্তরের কানায়-কানায়
ভজন-অনুচর্য্যা নিয়ে,
আর, নিজের অন্তঃস্থ ভাবগুলিকে
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
বিনায়িত করতে চেষ্টা কর—
ঐ ভজনদীপনী রাগ-উৎসর্জ্জনায় ;
আর, সেই ভাবগুলিকে
ভাষায় ভাসিয়ে তোল,
ফুটিয়ে তোল—
বোধকে বুঝ্-এ এনে,
আর, সেই ভাব
সুরে উপস্থাপিত করতে যত্নশীল হও—
সুরলেখার সঙ্গীত নিয়ে,
স্বর-সাধনায় তৎপর থেকে,
সঙ্গতিশীল, রাগসুন্দর ভাবাবেগ নিয়ে ;
ঐ ভাব-রঞ্জনার
আরোহণ-অবরোহণ-ক্রমিক
ধ্বনন-সঙ্গতিই হ'চ্ছে মূর্চ্ছনা,
আর, ঐ মূর্চ্ছনাই মূর্ত্তনা ;
এমনি ক'রেই

রাগ, রাগিণী, তাল-মান-লয়ের
ক্রম-বিকাশে তৎপর হও—
উপযুক্ত মাত্রিক ব্যবস্থিতির সহিত,
সুষ্ঠু সুনিয়ন্ত্রণে,
প্রাকৃত সঙ্গতির প্রকৃত অনুবোধনায় ;
আর, এই সঙ্গতিই হ'চ্ছে সঙ্গীত,
এমনি ক'রেই
সেবা-সাধনার ভিতর-দিয়ে
সঙ্গীতজ্ঞ হ'য়ে ওঠ—
ঐ তাঁরই নন্দন প্রসাদে পরিতৃপ্ত হ'য়ে,
আর, এই প্রসাদই যেন হয়—
তাঁর প্রীতি ;
দেখবে—
সুর-সঙ্গীতজ্ঞ হ'য়ে উঠবে,
মনে রেখো—
সঙ্গীতের জীবনই ভক্তি । ৮৪৬২ ।
১৭।৯।১৯৫৭, সকাল ৮-১৫

বাস্তব স্বার্থপর তখনই তুমি,
যখনই পরার্থকে
নিঃস্বার্থভাবে
উপচয়ে উদ্বর্দ্ধিত ক'রে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে তাকে ;
এ স্বার্থ
তখনই তোমার ঐশ্বর্য্য হ'য়ে
ঐশী সম্পদে তোমাকে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলবে ;
অন্যের স্বার্থ হ'য়ে উঠবে যতই,—
তোমার স্বার্থপোষণার
উদ্‌গাতাও হ'য়ে উঠবে তারা তেমনি—
তর্‌তরে তৎপরতায়,

হৃদয়ের

অনুশাসন-উচ্ছল অনুচলন নিয়ে । ৮৪৬৩ ।

১৭।৯।১৯৫৭, বিকাল ৫-৫৫

বিহিত কেউ সেবাই করুক,

সাহায্যই করুক,

আর, যে কোন শুভ-কর্ম্ম-নিরতি নিয়েই

চলুক না কেন—

সুসঙ্গত সাত্বত চর্য্যায়,—

পার তো তা'কে সাহায্য ক'রো,

কিন্তু তাতে বিরতি এনো না,

অর্থাৎ যা'তে সে তা' না করতে পারে,

এমনতর কিছু ক'রো না ;

যদি কর,

পাতিত্যকে আলিঙ্গন করবে,

কাউকে শুভচলন-তৎপরতা হ'তে

বিরত করা মানেই হ'চ্ছে—

জীবনীয় চলনাকে নিরস্ত করা ;

অমনতর নিরস্ত করাই হ'চ্ছে—

পাপের,

পাতিত্যের,

তাতে তোমারও লোকসান,

অন্যেরও লোকসান । ৮৪৬৪ ।

১৭।৯।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৩০

সকলকেই আপ্যায়িত ক'রো—

সৌজন্যপূর্ণ অনুচর্য্যায়,

—বিশেষতঃ যাদের তোমার প্রতি দুষ্ট ধারণা

তা'দের—

বিহিত অনুচর্য্যা নিয়ে,

কোনপ্রকার নিন্দাবাদ না ক'রে,

স্মিত সতর্কতায়,
হৃদ্য বাক্ ও ব্যবহারে ;
বিষাক্ততা শীর্ণই হ'তে থাকবে এতে । ৮৪৬৫ ।
১৮।৯।১৯৫৭, সকাল ৭-৩৫

সব সময় সব কাজে বিবেক-চক্ষু নিয়ে
নজর ক'রে দেখো—
কী করলে কী হ'তে পারে,
তার ফলই বা কী
কুফলই বা কী,
কীই বা ভাল হ'তে পারে,
আবার কীই বা মন্দ হ'তে পারে—
ভবিষ্যতে বা বর্তমানে ;
যদি করণীয় হয়,
কুফলকে কি ক'রে নিরোধ করতে পারা যায়,
সুফলকেই বা কি ক'রে
সন্দীপিত ক'রে তুলতে পারা যায়—
এই সব বিবেচনা ক'রে
মন্দ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে
সু-এ সমাধান করতে যত্নবান থেকো ;
আর, কৃতি-তৎপরতা নিয়ে
যেমন ক'রে সেগুলিকে
সুবিনায়িত করা যায়,
তার একটুও ত্রুটি ক'রো না ;
প্রায়শঃই অনেক আপদ থেকেই
রেহাই পাবে । ৮৪৬৬ ।
১৮।৯।১৯৫৭, সকাল ৮-১৫

কা'রও পাপ-তাপ
কেউ গ্রহণ করতে পারে না ;
তোমার কৃতিচলন যেমনতর হবে,—

তা' ভালই হো'ক আর মন্দই হো'ক,—
তোমার অন্তরকে বিনায়িত ক'রে
তা' তেমনতরই সংস্কারের
সংস্করণ সৃষ্টি করবে ;
তোমার কৃতিদীপ্ত চাহিদা-অনুপাতিক
ঈশ্বর যা' মঞ্জুর করেন,
তিনি কি তা' গ্রহণ ক'রে থাকেন ?
ধীমানের আশ্রয়ে,
ভক্ত মহাজনের আশ্রয়ে
বা পুরুষোত্তমের আশ্রয়ে থেকে
সর্ব্বতোভাবে তদনুবর্ত্তী হয়ে যদি চল—
তাঁর বৈধী-নিদেশকে
আপালিত ক'রে,—
ঐশী প্রভাব তাঁর ভিতর-দিয়ে
তোমার বোধকে উদ্দীপ্ত ক'রে
তোমার কর্ম্মের নিরাকরণ করতে পারে—
ঐ প্রভবতায়
তাঁর সাত্বত সংবর্দ্ধন
যেমনতর ধী-বিকশিত হ'য়ে
ভজন-উৎসর্জ্জনায়
নিজেকে নিয়োজিত করেছে ;
তাই বলি—
ঐ নিদেশবাহিতা হ'তে
বিরত হ'য়ো না,
তাতেই বিনায়িত হও,
বিধৃত হও,
বিচলিত হ'য়ো না,
অবান্তর চাহিদাগুলিকে ছেড়ে দিয়ে
অকিঞ্চন হ'য়ে
তাঁতে একায়িত হও,
তাঁতে আয়ত হ'য়ে ওঠ,

তোমার আয়তি-নির্ঝর
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠুক—
অন্বিত সার্থক সঙ্গতি নিয়ে ;
সাত্বত বিভবে তুমি
উচ্ছল হ'য়ে ওঠ—
সবাইকে উচ্ছল ক'রে ;
তাই শ্রীভগবান বলেছেন—
'নাদত্তে কস্যাচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ'। ৮৪৬৭।
১৮।৯।১৯৫৭, রাত ৮-২৫

তুমি লাখ ধর্ম্মকথা শোন বা বল,
ব্যর্থ হবে—
যদি করায় সেগুলিকে ফুটিয়ে না তোল,
অভিজ্ঞানে অনুভব না কর,
সঙ্গতিতে সমাহার না কর,
অর্থে অন্বিত ক'রে না তোল ;
ধর্ম্ম মূর্ত্ত হয় কর্ম্মে—
সাত্বত অনুচর্য্যায়,
সার্থক অন্বিত সঙ্গতিতে,
নিষ্পাদনী অভিজ্ঞানে,
ব্যক্তিগত চারিত্রিক অনুনয়নী অনুচলনে ;
এমনি ক'রে হ'য়ে ওঠ,
আর, এই হওয়াই পাওয়া। ৮৪৬৮।
১৯।৯।১৯৫৭, বেলা ১১-২

যা'র আগ্রহ-সন্দীপ্ত
অন্তরের বাঁধন
যাতে যেমনতর একটানা বা বিক্ষিপ্ত,
তা'তে তার প্রীতিচর্য্যা,

ভাব ও কর্ম্মসন্দীপনাও
তেমনতর ;
আর, যা'র এই বাঁধন যাতে
অটুট ও অচ্ছেদ্য,
তা'র জীবন ও কৃতিসন্দীপনাও
তদনুপাতিক
একটানা সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন । ৮৪৬৯ ।
১৯।৯।১৯৫৭, দুপুর ১২-৪৫

জীবন গতিশীল,
ধর্ম্মও গতিশীল,
কৃষ্টিও গতিশীল,
এই গতিশীলতার
বিনায়িত ক্রম-অভিব্যক্তিই হ'চ্ছে আর্য্যত্ব,—
যা' জীবনকে বিচ্ছিন্ন না ক'রে
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
উৎকর্ষের দিকে নিয়ে যায় ;
তাই, তা' ঋত—
সত্য—
বাস্তব । ৮৪৭০ ।
১৯।৯।১৯৫৭, রাত ১০-১০

নিষ্ঠায় বিরক্তি,
প্রীতিচর্য্যায় শ্রমক্লিষ্টতা,
কৃতিশীলতায় কষ্ট,
দায়িত্বচর্য্যায় ব্যত্যয়ী চলন—
এর যে-কোন একটি থাকলেই
দুষ্কৃতি অবশ্যম্ভাবী,
তা'তে দুর্ভোগও অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে ;

একাধিক বা সবগুলি যদি থাকে,
সে-দুর্ভোগ হ'তে নিষ্কৃতিই বিরল। ৮৪৭১।
২০।৯।১৯৫৭, বেলা ১১-৩০

তুমি যদি নিষ্ঠাব্রতী,
প্রীতিনন্দিত,
প্রীতিচর্য্যী,
বোধবিৎ সহজ মানুষ না হও,
তুমি ভঙ্গীই কর,
ঢংই কর,
বা রঙ্গই কর,
সব কিন্তু বেতাল হ'য়ে উঠবে,
রসাল হবে না,
ভাল করতে গিয়েও
উপযুক্ত ঢং বা ভঙ্গীর অভাবে
মানুষের মনে মন্দই হ'য়ে উঠবে,
সার্থক হ'য়ে উঠতে পারবে না। ৮৪৭২।
২০।৯।১৯৫৭, দুপুর ১২টা

নিষ্ঠানন্দিত ভজন-আরতি নিয়ে
তোমার জ্ঞানদীপনী চৌকস দৃষ্টি
সার্থক সঙ্গতিশীল কৃতিচলনে
অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
তোমাকে যতই প্রাজ্ঞ ক'রে তুলবে,
তুমিও হ'য়ে উঠবে তেমনতর ;
এই হওয়াটাই হ'চ্ছে প্রভুত্ব,
এই চৌকস বাস্তব দর্শনের ভিতর-দিয়ে
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
কৃতিচলনে
এই 'হওয়া' উচ্ছল যেমনতর—
প্রভুত্বও কিন্তু তেমনতর,

প্রভু মানেই প্রকৃষ্টরূপে হওয়া,
এই হওয়াটাই পাওয়া,
না হ'লে হাজার পাওয়ায়ও
কিন্তু পাওয়া হ'য়ে উঠবে না,
তা' তোমার ব্যক্তিত্বকে
স্পর্শ করবে না,
তাই, হও,
পাও,
আর, প্রভুত্বই সেখানে। ৮৪৭৩।
২০।৯।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬টা

সন্নিষ্ঠ সার্থক সঙ্গতিশীল
সাত্বত আচরণই হ'চ্ছে—
ধর্ম্মের কৃতি-লক্ষণ—
যা' ঐ নিষ্ঠায়
বিনায়িত হ'য়ে চলেছে
সত্তাকে বিভবান্বিত ক'রে। ৮৪৭৪।
২০।৯।১৯৫৭, রাত ৭-২৩

সপ্ত-ব্যাহৃতি

১। ইষ্টনিষ্ঠ হও—
অনুচর্য্যা-উচ্ছল হ'য়ে,
ইষ্টার্থ-নিয়মনায় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে,
নিদেশবাহী আচরণশীল অনুনয়নে;
তাঁর যা'-কিছু অবদানকে
অমনতর নিষ্ঠাতেই
পরিরক্ষিত ক'রো—
বিরুদ্ধ যা'-কিছুকে অপনোদন ক'রে,

প্রয়াস-প্রদীপ্ত থেকে,
সতর্ক সন্ধিৎসা নিয়ে,
শুভ-সন্দীপী তাৎপর্য্যে,
অন্তরের স্থায়ী রাগ-বন্দনায়,
অটুট উচ্ছল সম্বর্দ্ধনী
স্মিত রাগ নিয়ে,
সৌম্য, শৌর্য্যদীপ্ত পালন-পোষণী
কল্যাণস্রোতা হ'য়ে,
সৎ ও শুভ সঙ্কল্পকে ব্যর্থ না ক'রে ;
প্রবৃত্তি-উপভোগ-আকাঙ্ক্ষার
প্রশ্রয় দিতে যেও না,
তা' এসে উদয় হ'লেও
তাকে অবজ্ঞা ক'রেই চ'লো,
লাখো প্রবৃত্তির প্রলোভন
সুনিষ্ঠ আচার্য্য-অনুসরণ হ'তে
কৃষ্টিতপা অনুচলন হ'তে
তোমাকে যেন
বিচ্যুত বা ব্যতিক্রান্ত করতে না পারে ;

২। কৃষ্টিতপা হও—
কৃতি-পরিচর্য্যায়,
সাত্বত নিয়মনায়,
বোধায়নী তৎপরতায়,
মিতি-চলনে,
অনুশীলন-আগ্রহে,
ত্বারিত্যে,
শুভ-সুন্দর নিষ্পন্নতায়,
সঙ্গতির সার্থক অন্বয়ে,
উচ্ছল অনুদীপনায় ;
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনী পরিচর্য্যায়
নিবিষ্ট অন্তঃকরণে
সাত্বত কৃষ্টিতে লক্ষ্য রেখে তো চলবেই—

সার্থক সঙ্গীত-বিনায়নায়,
তা' ছাড়া
গবেষণা ও বিজ্ঞানচর্য্যায়
অর্থাৎ সুসন্ধিৎসু তৎপরতায়
যা'-কিছু সব নিরূপণ করাই জেনো
তোমার জীবনের আরোহণী বর্দ্ধনা,
কখনই উল্লঙ্ঘন ক'রো না তা'কে ;

৩। অভ্যাগত—
সে যেই হো'ক না কেন,—
বিশেষ সাধু অনুচর্য্যার সহিত
আপ্যায়িত ক'রো তা'কে,
সৌজন্য-সন্দীপনায়
কথাবার্ত্তা ব'লো,
তাকে যাতে তৃপ্ত ক'রে দিতে পার—
বিশেষভাবে তৎপর থেকো তা'তে ;
যা'তে সিদ্ধযাজী হ'তে পার,
তা'ই কর—
সমগ্র জীবনের বোধ-পরিচর্য্যা নিয়ে,
সবাইকেই শ্রেয় পরিবেষণ ক'রে
কৃতী ক'রে তুলতে চেষ্টা ক'রো,
যা'র ফলে, মানুষ
দুঃখ, দৈন্য, অশিষ্ট চলন
ও অপপ্রবৃত্তির প্রতারণা হ'তে
রেহাই পায়,
সাত্বত সৌম্য প্রচেষ্টায়
প্রত্যেকের জীবনকে ধন্য ক'রে
সবাই যেন
ঐশ্বর্য্যে অঢেল হ'য়ে ওঠে,
আর, অকিঞ্চন উদ্দীপনায়
মানুষকে ইষ্টসর্ব্বস্ব ক'রে তোলাই
পরম সার্থকতা ব'লে বুঝতে পারে ;

৪। ইষ্টার্থ-ব্যত্যয়ী বাদ ও কর্ম্মের
নিরসন-তৎপর প্রস্তুতি নিয়ে
সব সময় নিজেকে
পরিচালিত ক'রো—
সাধু সন্দীপনায়,
অসূয়া-স্পৃষ্ট না হ'য়ে
কিন্তু অসৎ-নিরোধী বীর্য্যবত্তায় ;
আর, বিশেষ দক্ষ সতর্কতার সহিত
অসৎ যা'-কিছুকে
অনুধাবন ক'রে
বিহিতভাবে তা'র নিরসন
যা'তে করতে পার,
সেদিকেও চক্ষু রেখে চলতে
ত্রুটি ক'রো না,
অসৎ-নিরোধ কিন্তু
তোমার ও তোমার পরিবেশের
সাত্বত ধর্ম্ম ;

৫। যে-কাজের দায়িত্ব নেবে,
আগ্রহদীপ্ত অনুবেদনা নিয়ে
বিহিত ত্বারিত্যে
তা' নিষ্পন্ন করবেই কি করবে—
যথাযথভাবে,
আর, অসম্ভব হ'লে
সমীচীন পূর্ব্বাহ্নেই
যা' হ'তে দায়িত্ব নিয়েছ,
তাকে জানিয়ে দিতে কসুর ক'রো না,
আর, কি ক'রে
কী পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে
কেমনতরভাবে
নিষ্পন্ন করতে হয়—
দক্ষ বোধন-তৎপর হ'য়ে,

তদনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করতে
ত্রুটি ক'রো না,
যা'তে কৃতকার্য্য হ'তে পার ;

৬। ভিক্ষা কর—
কিন্তু ইষ্টার্থী ভজন-পরিচর্য্যা নিয়ে,
নতুবা সে ভিক্ষা
প্রত্যবায়-ধুক্ষিত,
আর, ভজনেই আছে
অনুশীলন, অনুরাগ, সেবা, উপভোগ,
ভক্তি, আশ্রয়, প্রাপ্তি, দান ;

৭। এ-সব করতে গেলেই
স্বাস্থ্যকে সুস্থ রাখতেই হবে—
আর, তা' যথানিয়মে চ'লে ;
কখনও ইষ্টার্থকে ক্ষুণ্ণ ক'রো না,
তোমার নিজের সাংসারিক স্বার্থকে
প্রধান ক'রে নিও না,
তা'তে কিন্তু ঐ কৃতি-চলন
ব্যাহতই হ'য়ে উঠবে।

* * *

স্বতঃস্বেচ্ছ প্রণোদনায়
সানন্দ চিত্তে
আমার অব্যবস্থ চলনের জন্য
শাসন, দণ্ড বা প্রায়শ্চিত্ত
যাইই আপনি বিধান করবেন,
তা'ই আমি মেনে নিতে
বদ্ধপরিকর থাকলাম,
এবং এর জন্য
কারও কোন দায়িত্ব নেই,
সবরকম দুঃখ,
সবরকম দৈন্য,
সবরকম কষ্ট,

সবরকম পরিশ্রমের জন্য
আমি সবসময় সানন্দে প্রস্তুত থাকব। ৮৪৭৫।
২১।৯।১৯৫৭, সকাল ৮টা

তোমার ইষ্টই হউন,
আচার্য্যই হউন
বা প্রেষ্ঠ বা শ্রেয়-প্রেয়ই হউন,
এঁদের মধ্যে যাঁকে
শ্রেয়-আচরণশীল ব'লে দেখ, জান,
আর, জেনে বিবেচনা কর,
বোঝ,
যাঁর অনুচর্য্যাই তোমার আত্মচর্য্যা,
তাঁর যে-কোন স্বতঃ-প্রণোদিত
অবদানই হো'ক—
তা'র প্রতি যদি যত্ন
ও পূরণপালনী অভিনিবেশহারা হও,
এবং এই ত্রুটিতে
তোমার অন্তঃকরণ যদি
টনটন ক'রে না ওঠে,
তবে জেনো—
তোমার নিষ্ঠা বা প্রীতি
তাঁর ব্যক্তিত্বে নয়কো,
যা' দিয়ে তোমার প্রবৃত্তিস্বার্থ আপূরিত হয়
তা'তে,
কিন্তু তাঁর নিজস্ব যা'-কিছু তাতে নয়কো,
তোমার শ্রদ্ধাপূত প্রীতিবন্ধন
তাঁতে নাই তখনও,
তাই, প্রিয়র প্রীতি-অবদান
যে কতখানি জীবনীয়,
কতখানি উচ্ছ্বাস-উচ্ছল,

কতখানি উৎসৃজনী—
তা' তুমি বুঝতে পার না ;
ঠকবার নিশানাই ঐ অযত্ন—
আপন-বোধের পরিচর্য্যা না করা ;
প্রিয় যা'তে তৃপ্ত হন,
আনন্দিত থাকেন—
তদ্বিষয়ে যত্ন,
চেষ্টা,
সংরক্ষণী অনুচর্য্যা,
প্রীতি-নিষ্ঠ পরিরক্ষণী আপোষণা
তোমার জীবনকে আপোষিত ক'রে তুলবে,
তাঁর নিদেশবাহী আচরণ
তোমাকে আচারমণ্ডিত ক'রে তুলবে
সাত্বত সৌকর্য্যে,
জীবনীয় উচ্ছলতায় ;
আগন্তুক অনেক আলাই-বালাই
তোমার ঐ চর্য্যাকে
ব্যাহত ক'রে তুলতে পারে,
বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলতে পারে,
কিন্তু তোমার হৃদয়ের প্রীতি-আকূতি
যদি বাস্তব হয়,
অটুট উচ্ছলস্রোতা হয়,
সেগুলি তাকে একটুও টলাতে পারবে না,
ব্যাহত ক'রে তুলতে পারবে না ;
তাই বলি—
তাঁর যত্ন নাও—
সুসন্ধিৎসু অনুচর্য্যা-প্রাণনায় ;
ঐ প্রীতি-অবদানকে
তাঁরই পুণ্য-পরশ ব'লে
হৃদয়ে অনুভব কর,
সুব্যবস্থিতির সহিত

তাকে সংরক্ষিত কর,
যেন তা' না হারায়,
না নষ্ট হয়,
ঐ পুণ্যস্রোতা আকূতি যেন
বংশানুক্রমিক-ভাবে
অমনতরই
শ্রদ্ধাসন্দীপনা নিয়ে চলতে থাকে ;
সব দিক দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে
তাঁকে বরণ কর,
ঐ বরণ তোমাকে
আবরিত ক'রে তুলবে ;
আবার বলি—
ঐশ্বর্য্য তোমার আরতি করুক,
তুমি অকিঞ্চন থাক—
তোমার প্রেষ্ঠে,
আপ্রাণ পরিচর্য্যী
কৃতিদীপনা নিয়ে । ৮৪৭৬ ।
২১।৯।১৯৫৭, বেলা ১১-৩০

ধারণ-পালনী সম্বেগ
যখনই ইষ্টীপূত নিষ্ঠানন্দিত
সাধু উদ্যমে
তোমার ভিতরে প্রভাব বিস্তার করে—
অন্তরের আকূতি-আগ্রহ নিয়ে,
কৃতি-কল্যাণ-উৎসারণায়,
সঙ্গতিশীল অনুক্রমণায়,—
তখনই ঐশী ইচ্ছাই
তোমার ভিতরে প্রভাবান্বিত হ'য়ে থাকে ;
অন্তঃস্থ ঐ ধারণ-পালনী সম্বেগই
ঐশী প্রবাহ,

ঐশী ইচ্ছা ;
আবার, ঐ ধারণ-পালনী সম্বেগ
যখনই প্রবৃত্তিচাহিদা-বিকৃত হ'য়ে
অসৎ-অভিসন্ধিতে আত্মপ্রকাশ করে,
তা' তখনই শাতনরাগদীপ্ত হ'য়ে
অসৎ-কর্ম্মেই তোমাকে
নিয়োজিত ক'রে থাকে—
অসৎ ধৃতি নিয়ে ;
—তাই তুমি ভালই কর
আর মন্দই কর,
ঐ সম্বেগের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে
বা বিকৃত নিয়োজনায়ই
তা' ক'রে থাক ;
তোমার চাহিদার অকৃত্রিম
আগ্রহ-উন্মাদনায়
নিষ্পন্ন করার আকূতি নিয়ে
আত্মনিবেদনী কৃতিদীপনায়
সুসন্ধিৎসু অনুচলনে
ঐ নিষ্পাদনী অর্ঘ্যে
যখনই যেমন ক'রে
তুমি অন্বিত হ'য়ে চলবে,
তোমার গতিও হবে তেমনতর ;—
আর, এটা সব বেলায়—
প্রকৃতিতে, বিশেষে,
ব্যষ্টিতে,
সমষ্টিতে ;
তাই, তুমি তাঁতেই অর্থাৎ ইষ্টেই
আত্মনিয়োগ কর—
যিনি তোমার মূর্ত্ত ঈশ্বর,
তুঁদনুচর্য্যাই তোমার জীবনে
প্রথম ও প্রধান হ'য়ে উঠুক—

সেবাসন্দীপী কৃতিচলনে ;

আর, ঈশ্বরেচ্ছা

তোমার সমস্ত ব্যক্তিত্বে

ঘোষণা করতে থাকুক—

ঈশ্বরের জয় হো'ক ;

তাই বলি শ্রীভগবানের কথা—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।

ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ।।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত !

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্" । ৮৪৭৭ ।

২২।৯।১৯৫৭, সকাল ৭-৪৫

নিষ্ঠাপ্রসন্ন অন্তঃকরণ

ও স্বস্তি-প্রসূ স্বাস্থ্য,

আপ্যায়নী অনুচর্য্যা,

বিবেক-বিনায়িত কৃতিচলন,

মর্য্যাদাশীল সাধু প্রণোদনা—

এ কয়টি যা'র স্বভাবসিদ্ধ,

উন্নতিও তা'র ক্রমবর্দ্ধনশীল । ৮৪৭৮ ।

২৪।৯।১৯৫৭, সকাল ৭-১০

ঐশী প্রভাব

তুমি যে বৃত্তির দ্বারাই

বিশেষিত ক'রে চলবে,

তোমার সংস্কৃতিও হবে

তেমনতর,

প্রকৃতিও হ'য়ে উঠবে তেমনি,

তুমি হবেও তা'ই,

পরিণতিও হবে অমনতর । ৮৪৭৯ ।

২৪।৯।১৯৫৭, সকাল ৭-৫৮

অবাস্তব যা',
অসৎ অন্যায্য যা',
ধৃতি-বিরুদ্ধ যা',
যা' বাস্তবতার পথে
পরিচালিত করে না,
এমনতর কিছু যদি তোমার
সম্মুখে উপস্থাপিত হয়—
তখন তাকে শৌর্য্য-দীপনায়
সঙ্গত সাধু বীর্য্যবত্তার সহিত
হৃদ্য ও সৌম্য ব্যবহারে
প্রতিবাদ ক'রো,
নিরোধ ক'রো তা'কে
যাতে নিরসন হয় তা'র ;
—নয়তো, সে
ভবিষ্যের কোলে লুকিয়ে থেকে
এমনতর বিষাক্ত ব্যতিক্রম সৃষ্টি করতে পারে,
যা' তোমার নিজের
ও অন্য জীবনের পক্ষে
দুষ্ট, অকল্যাণপ্রসূ হ'য়ে
সত্তাতে আঘাত হানবে। ৮৪৮০।
২৫।৯।১৯৫৭, রাত ১০-৩

প্রীতির লক্ষণ—
যা' সহজেই বুঝতে পারা যায়,
তা' হ'চ্ছে—
নিষ্ঠাপ্রবুদ্ধ শুভ-প্রণোদনা,
সঙ্গ-লালসা, তদভাবে ব্যাকুলীভাব,
সন্ধিৎসু অনুচর্য্যা,
প্রেষ্ঠ বা প্রিয় অভিপ্রায়-অনুসারী চলন
ও তৎসুখসুখিত্ব,

যেখানে এইগুলি নাই,
প্রীতি ব'লে যদি তাকে ধরে নাও,
ঠকতে পার কিন্তু প্রায়ই । ৮৪৮১ ।
২৫।৯।১৯৫৭, রাত ১০-৪০

তুমি বিশ্বকর্ম্মা হ'য়ে ওঠ—
ধর্ম্মানুচর্য্যায়,
অর্থাৎ ধারণ-পালনী অনুচর্য্যায়,
তোমার পরিবেশে যা' আছে,
তা'র সব কিছু নিয়ে—
তা ব্যষ্টিগতভাবে
ও সমষ্টিগতভাবে ;
আর, সেগুলি সঙ্গতিশীল কৃতি-তৎপরতায়,
অন্বিত সার্থকতায়
সুসঙ্গত হ'য়ে উঠুক
বাস্তব জীবনে । ৮৪৮২ ।
২৬।৯।১৯৫৭, সকাল ৮-৫

কর্ম্মহীন সাধু—
যাদের কোন কিছু নিষ্পন্ন করার
বালাই নেইকো,
দুনিয়ার ভজনদীপনা,
পরিবার-পরিস্থিতির উৎকর্ষী সেবা,
এক কথায়, ইষ্টানুগ বৈশিষ্ট্যপালী
ধৃতি-পরিচর্য্যা
যাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে,
ইচ্ছাকৃতভাবে অশক্ত যা'রা তা'তে,
এমনতর সাধু, সন্ন্যাসবিলাসী
বা ছন্নকর্ম্মা যা'রা,
ধর্ম্ম করতে গিয়ে
তাদের খপ্পরে যা'রা পড়বে,

—আমি শৌর্য্যদীপনা নিয়ে বলছি—
তা'রা নষ্ট পাবে,
মানুষ হ'তে গিয়ে অমানুষ হবে ;
তুমি প্রথমতঃ আচার্য্যে উপনীত হ'য়ে
দীক্ষার অনুশীলনায়
আচার্য্য-অনুসরণ-তৎপর হ'য়ে ওঠ—
সব যা'-কিছুর সম্যক্
বিনায়ন-ব্যবস্থিতির সহিত
ভজন-সৌকর্য্যে,
এক কথায়, সেবা-সৌকর্য্যে—
প্রীতি-উৎসর্জ্জনী শুভ-নিষ্পাদনায় ;
তোমার সন্ন্যাসের আরম্ভ হবে
তখন থেকে—
যখন তুমি আচার্য্যার্থে
আত্মনিয়োগ ক'রে
সমীচীন সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
অন্বিত তৎপরতায়
যা' সব-কিছুকে
তদনুগ বিনায়নে
পরিচালিত ক'রে লবে,
এই কৃতিব্যবস্থাই সন্ন্যাসের প্রথম ধাপ,
আর, এই কৃতি-ব্যবস্থিতির ভি র-দিয়ে
প্রাজ্ঞ বোধনা
তোমার ব্যক্তিত্বে উৎসর্জ্জিত হ'য়ে উঠবে,
আর, সেই প্রাজ্ঞ বোধনায়—
ইষ্টার্থী ধারণ-পালন-পোষণায়
নিজেকে সমাহিত করাই হ'চ্ছে
সন্ন্যাসের চরম পরিণতি ;
এমনতর সমাহিত যাঁ'রা
তাঁরাই প্রকৃত ধর্ম্মাচার্য্য,
এই ধর্ম্মাচার্য্য যাঁরা,

তাঁরা কী জানেন না
কী বোঝেন না,—
তা' ধারণা করাই দুষ্কর—
এমনতরই কৃতিমুখর
প্রাজ্ঞচেতনা নিয়ে
তাঁরা চলে থাকেন ;

আর তুমিও তা'ই হও,
তোমার সব যা'-কিছু
সম্যক ধারণায় সমাধি লাভ করুক—
সাত্বত সম্বর্দ্ধনী তৎপরতা নিয়ে,
ঐ ইষ্টে—
ঐ পুরুষোত্তমে—
যিনি আচার্য্যদের আচরণীয় পরম কেন্দ্র,
আর, এমনি ক'রেই
অমৃতত্ব আহরণ কর,
অমৃতজীবী হ'য়ে ওঠ ;

আর, তোমার সাধনপ্রসাদে
দুনিয়ার যা'-কিছু
প্রতিপ্রত্যেকে
সৎ ও অসতের
বিহিত বিন্যাসের ভিতর-দিয়ে
সার্থক সঙ্গীত নিয়ে
অমৃত-আয়ু হ'য়ে উঠুক ;

তোমার সিদ্ধি ওখানে,
তখনই তুমি সিদ্ধার্থ,
বাস্তব সন্ন্যাসী তখনই তুমি,
আর, বাস্তবতায় নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি তখনই তোমার
তোমার করণীয় কিছু না থাকলেও
তুমি স্বতঃ-কর্ম্মস্রোতা,
কৃতি-উৎস তুমি,
অজচ্ছল সাত্বত কর্ম্ম,

স্তবন-আরাধনায়
সামগীতির সন্দর আহ্বানে
ঐশ্বর্য্যের পরম প্রদীপ্তি-আহ্নতির সহিত
স্থিরদৃষ্টিতে তোমাকে
অবলোকন ক তে থাকবে ;
তোমার ধন্যবোধ
দুনিয়াকে ধন্য ক'রে তুলবে বাস্তবে—
কৃতি-ঐশ্বর্য্যে । ৮৪৮৩ ।
২৬।৯।১৯৫৭, সকাল ৮-৩০

উদ্দেশ্য-বিহীন শিক্ষা,
জীবনীয়-অনুশীলনহারা দীক্ষা,
আর, ধর্ম্মচর্য্যাবিহীন ব্যক্তি ও সমাজ—
এ তিনই ক্লীবত্বদুষ্ট । ৮৪৮৪ ।
২৬।৯। ১৯৫৭, সকাল ৯-৩০

নিজের স্বার্থসেবা-প্রত্যাশায়
যা'ই কর,—
তা'কেই আরম্ভ বলে,
আর, যখন তোমার সমস্ত কর্ম্ম—
যা' কিছু—
ইষ্টার্থ-অনুনয়নে পরিচালিত হয়,
খন ঐ স্বার্থসেবন-কর্ম্ম
স্বতঃই পরিত্যক্ত হয়,
তখনই হও তুমি সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী । ৮৪৮৫ ।
২৬।৯। ১৯৫৭, বেলা ১০-৪৫

তুমি যেই হও,
আর যাই হও,
জান না বলেই যে

কারণ ছাড়া করণ হয়—
তা' কিন্তু নয় ;
এখনও যার কারণকে
ধরতে পারা যায় নি,
হয়তো ঐ ধরতে পারাটা
ভবিষ্যের কোলে লুকিয়ে আছে,
গবেষণী অনুচলন নিয়ে যদি চল,
একদিন হয়তো বুঝতে পারবে,
ধরতে পারবে,
জানতে পারবে ;
ধাতা সর্ব্বকারণকারণম্ । ৮৪৮৬ ।
২৬।৯।১৯৫৭, বেলা ১১-১০

তুমি পেয়ে গেছ,
কিন্তু করার অনুশীলনে হও নি-কো,
তার মানে—পাও নি তুমি,
তোমার পাওয়া হয় নি,
ভুয়ো পাওয়া নিয়ে বসে আছ ;
পেতে গেলেই হ'তে হবে—
করার অনুশীলনে তা'কে
আপন ক'রে নিয়ে,
ব্যক্তিগত ক'রে নিয়ে,
নিজস্ব ক'রে নিয়ে,
চরিত্রে প্রভাব বিস্তার ক'রে,—
তবে তো হওয়া হবে,
আর, হওয়া হ'লে তো পাওয়া !
হও-নি অথচ পেয়েছ—
সোণার পিতলে ঘুঘু বলা যা'
এও তা',
শোনার ঘুঘু তুমি ;

আবার, করা মানেই—
দেখেশুনে অনুশীলন করা,
যেমন ক'রে হয়, তা' করা,
খাঁকতি থাকলে তা' হবে না,
না করলে পাওয়াও হবে না। ৪৪৮৭।
২৬।৯।১৯৫৭, বেলা ১১-৩০

যা'রা তিরস্কৃত হ'য়েও
অর্থাৎ মন্দ বাক্য শুনেও
দুর্ব্যবহার পেয়েও
সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়না
বা ভাল ব্যবহার করতে পারে না,
তা'দের ব্যক্তিগত চরিত্র
নৈষ্ঠিক অনুচলনে
স্বতঃ হ'য়ে ওঠে নি—তা' ঠিকই ;
মানুষের ব্যবহার ও চরিত্র
নিষ্ঠানুগই হ'য়ে থাকে ;
এমন-কি, একান্ত অপরিহার্য্য ক্ষেত্র-ব্যতিরেকে
অসৎ-নিরোধের বেলায়ও
হৃদ্য আপ্যায়না নিয়ে
হৃদয়গ্রাহী অনুশাসনেই
তা' করা সমীচীন—
যা'তে মানুষের অসৎ-অহঙ্কার,
অসৎ-গর্ব্ব,
অবসন্ন ও নিরস্ত হয়—
সৎ-নিষ্ঠা নন্দনায়। ৪৪৮৮।
২৬।৯।১৯৫৭, দুপুর ১২টা

দুষ্ট ভজনা বা সেবা
দরিদ্রতাকে আমন্ত্রণ ক'রে থাকে। ৪৪৮৯।
২৭।৯।১৯৫৭, বেলা ১০-৩০

ক্ষুৎ-পিপাসার মত
নিষ্ঠা ও আগ্রহ-পরাকাষ্ঠা
তোমাকে যদি পেয়ে বসে—
ইষ্টার্থ-অনুসেবনায়,—
তোমার দীক্ষা
শিক্ষায় সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
দক্ষ উদ্বর্দ্ধনায়
বোধস্ফুরণায়
তোমাকে কৃতী ক'রে তুলবে ;
কৃতী না হ'য়েই যে
তুমি পেরে উঠবে না—
ব্যক্তিত্বকে সমীচীন বিনায়নে
বিনায়িত ক'রে,—
তাতে কিন্তু সন্দেহ খুবই কম—
স্বাস্থ্য যদি সুস্থ চলনে চলে। ৪৪৯০।
২৭।৯।১৯৫৭, রাত ৮-৩০

তোমার জীবন-চলনার যা'-কিছুকে—
মায় আচার-ব্যবহার, কৃতিচলন শুদ্ধ—
সবগুলিই আত্মবশে রেখো—
সুষ্ঠু, সমীচীন সম্ভাব্যতায়,
পারিবেশিক অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে ;
—তাতেই কিন্তু সুখ,
যতই পরবশ হবে,
দুঃখও সেখানে তেমনি। ৪৪৯১।
২৭।৯।১৯৫৭, রাত ৮-৫৫

নিষ্ঠাস্ফূর্ত্ত ইষ্টপরায়ণতা
অচ্ছেদ্য আগ্রহ নিয়ে
উৎসারিত যেখানে নয়কো,

ইষ্টার্থ-পরায়ণতাও সেখানে
স্বার্থ-পঙ্কিল ;
আবার, ইষ্টার্থপরায়ণতা
অমনতর পঙ্কিল হ'য়ে উঠলেই
কৃতিসম্বেগও ক্রমশঃই
মন্থর হ'য়ে চলতে থাকে,
স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রীতি-উৎসারণী
পরিচর্য্যা-নিরতি
জীবনে স্বতঃ হ'য়ে ওঠে না ;
কারণ, ইষ্ট বা শ্রেষ্ঠ
যাদের ভালবাসেন,
যে-প্রয়োজনে যাদিগকে
যেমনতর নিদেশে নিয়োজিত করেন,
সেগুলিতে তা'রা ব্যষ্টি ও সমষ্টি হিসাবে
অন্তরাসী হ'য়ে ওঠে না,
পথকুক্কুরের মত
আত্মস্বার্থ-অন্বেষণই
তাদের বৃত্তি হ'য়ে ওঠে,
আর, ভোগলালসা-পরিতৃপ্তির
ইন্ধন ক'রে নেয়
ঐ ইষ্টকথা বা ধর্ম্মকথা ;
আর, তাই হয় ব'লেই
পারস্পরিক সৌহার্দ্দ্য
তাদের স্বার্থ-পরিচর্য্যায়
উপেক্ষিত হ'য়ে থাকে,
চরিত্রও ব্যত্যয়ী হ'য়ে ওঠে সেখানে ;
প্রীতিবন্ধন সেখানে নাই বললেই হয়,—
স্বার্থপ্রবৃত্তির প্ররোচনা ছাড়া,
সেইজন্যই পারস্পরিক সহানুভূতিও থাকে না,
সংহতিও গজিয়ে ওঠে না ;
কিন্তু যাদের অন্তঃকরণ ইষ্টীপূত,

ইষ্টার্থ-অনুপ্রেরণা
স্বতঃস্ফূর্ত্ত কৃতিচর্য্যা-নিরতি নিয়ে
যাদের অন্তর উৎসাহ-দীপ্ত ক'রে রেখেছে--
অচ্ছেদ্য প্রণোদনায়,—

সেখানে ঐ প্রীতি-পরিভৃত
পারস্পরিকতা
পরস্পরের শুভ-সন্দীপনায়
নিয়োজিত হ'য়ে
বায়ুর মতন
স্বতঃ-চলৎশীল হ'য়ে থাকে ;

আর, সব অনুভব
আত্মস্বার্থকে ছাপিয়ে
ঐ পরিচর্য্যামুখী হ'য়ে চলতে থাকে—
একায়িত উচ্ছ্রয়ী উদ্দীপনায়,—

আসে তৃপ্তি,
আসে স্বস্তি,
আসে শান্তিপ্রসন্ন কৃতিদীপনা ;
পরিচর্য্যা-নিরতি নিয়ে
জীবনের নন্দিত উৎসব
শুষ্ক জীবনেও ফুটন্ত হ'য়ে উঠতে থাকে ক্রমশঃই—
ঐ নন্দিত নিষ্ঠার
অনুপ্রেরণায়,
প্রদীপ্ত প্রভবতা নিয়ে ;

পারস্পরিকতাও স্বতঃ-দায়িত্ব নিয়ে
স্বতঃ-প্রীতিবন্ধনপ্রদীপ্ত হ'য়ে
উদ্‌ভাসিত পরিচর্য্যা নিয়ে
স্বতঃস্রোতা হ'য়ে চলতে থাকে,

সংহতিও সেখানে
শক্তিশালী শুভচর্য্যার
স্বতঃ-বর্দ্ধনায়
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে থাকে—

তা' কি অন্তরে,
কি বাহিরে
বা কর্ম্মক্ষেত্রে,
ঐশ্বর্য্যে—
উন্নতির আবেগপ্রসন্ন কৃতিচর্য্যার
নিষ্পাদনী সাধু অনুকম্পা নিয়ে ;
সৎ মূর্ত্ত হ'য়ে উঠতে থাকে
প্রতিটি অন্তরে—
অসৎনিরোধী পরাক্রমে
সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে
ঐ ইষ্টার্থে অন্বিত ক'রে,
তারই পরিচর্য্যায় প্রবুদ্ধ ক'রে ;
সেখানকার কুঁড়েঘরও
স্বর্গ-সন্দীপী হ'য়ে থাকে,
মরুভূমিও
মরূদ্যানে উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
অজচ্ছল সাত্বত উদ্বর্দ্ধনায় । ৮৪৯২ ।
২৮।৯।১৯৫৭, সকাল ৮-২০

শ্রেয়জনের তোষণ পেয়ে
যা'রা স্বার্থ ও সুবিধা-আদায়ী হয়,
প্রীতিলক্ষণ তাদের মোসাহেবী ;
তিরস্কার বা ভর্ৎসনায়
যাদের প্রীতি ও সঙ্গ-লিপ্সা
ছিন্ন হ'য়ে যায়,
প্রীতিপর কৃতিচলন মুসড়ে পড়ে যাদের—
মান-বড়াইয়ের তর্জ্জমা নিয়ে,—
তা'রা তো শ্রদ্ধাশীল নয়ই,
স্বার্থ ও সুবিধার সেবা নিয়েই
প্রীতি বা শ্রদ্ধার ভাঁওতাপ্রবণ তা'রা,

বিশ্বস্তি বা কৃতজ্ঞতার স্থান
সেখানে স্বল্প । ৮৪৯৩ ।
২৮।৯।১৯৫৭, বিকাল ৫-৪০

ধ্যান মানে হ'চ্ছে—
কোন বিষয়ে চিন্তন, মনন—
ঐ ধ্যেয়-সম্বন্ধীয় অর্থনার
সুলুকগুলির সহিত
সর্ব্বতঃসঙ্গতির সার্থক তাৎপর্য্য নিয়ে
করণীয় ও চলনের
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া । ৮৪৯৪ ।
২৯।৯।১৯৫৭, রাত ৮টা

নাম মানেই নতি, আনতি,
যে নামই করতে যাও না কেন,
তদ্বিষয়ে আনতি এনে
তচ্চিত্ত হ'য়ে
সেই বোধে ভাবিত হও ;
নামই কর
আর মন্ত্রপাঠই কর,
যদি তাতে আনতি না থাকে,
তচ্চিত্ত যদি না হ'য়ে ওঠ,
সব কিছু নিয়ে
সেই ভাব-সম্বেগী দ্যোতনায়
বোধানুগ সিদ্ধান্তে
উপনীত যদি না হও,
তা' যদি তোমাতে
স্ফূর্ত্ত না হ'য়ে ওঠে—
সঙ্গীত নিয়ে,
বিহিত অর্থনায়,

যা' দিয়ে
তোমার চলনীয় ও করণীয়গুলিকে
নির্ণয় করতে পার,
তাহ'লে
নাম করা,
মন্ত্র জপ করা
অর্থহীন হ'য়ে উঠবে । ৮৪৯৫ ।
২৯।৯।১৯৫৭, রাত ৮-১৫

কোন একের সাথে
অন্য যা'-কিছুর
সার্থক সঙ্গতিশীল অনুগতিই হ'চ্ছে
ঐক্যতান,
যেখানে ঐ যা'-কিছু
নিজের বিশেষত্বকে
অক্ষুণ্ণ রেখেও
বিনায়ন-ব্যবস্থিতির ভিতর-দিয়ে
একায়িত হ'য়ে ওঠে । ৮৪৯৬ ।
৩০।৯।১৯৫৭, সকাল ৭-৪০

ক'রে চল,
কতদূর, আর কত বাকী—
এমনতর চিন্তা নিয়ে
হাপসে উঠো না,
বরং কুশলকৌশলী ধী নিয়ে
ক'রে চলার বেগকে
বাড়াতে থাক এমনতরভাবে
যা'তে হয়রাণ না হ'য়ে ওঠ—
চলনকে হৃদ্য বাক্ ও ব্যবহারে
বিনায়িত ক'রে
প্রীতিদীপ্ত সাত্বত অনুচর্য্যা নিয়ে ;

দেখবে—
হিসেব-নিকেশ কৈফিয়তের আগেই
কখন তোমার করণীয়
নিষ্পন্ন হ'য়ে গেছে—
তা' ঠাওরই করতে পারবে না,
বরং সাধু নিষ্পন্নতার
শৌর্য্য-আলিঙ্গনের আত্মপ্রসাদ
তোমাকে অভিদীপ্ত ও প্রভবান্বিত
ক'রে তুলবে—
ভরসার ভৃতি-উচ্ছলতায় । ৮৪৯৭ ।
৩০।৯।১৯৫৭, বিকাল ৫-৪০

শ্রেয়নিষ্ঠ হও—
অচ্ছেদ্য অনুচলন নিয়ে,
সাধুকর্ম্মা হও—
সমীচীন নিষ্পাদন-প্রবণতায়,
এক কথায়
নিষ্পাদনী কর্ম্ম-অভিযানে
দড় হ'য়ে চল—
অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে ;
বাক্য-ব্যবহারে
সৌজন্যপূর্ণ বিনয়ী হও—
উপযুক্ত কুশলকৌশলী তৎপরতায়,
আপ্যায়ন-উচ্ছল হ'য়ে ;
সব নিয়ে চরিত্রের
এমনতর সাধু-সমবায়ী
তৎপরতায় চল—
সাত্বত পরিচর্য্যায়,
যা'তে তুমি সবারই হৃদ্য হ'য়ে ওঠ,
সত্তাস্বার্থী হ'য়ে ওঠ ;
বড় হবার দাবী ক'রো না,

বরং দীন হও,
ছোট হও—
মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ না ক'রে ;
আর, ঐ সম্পদ নিয়ে
অমানী যে,
তা'কেও বিহিত সম্ভ্রম দিতে ভুলো না,—
যা'তে কা'রও অহঙ্কারে
আঘাত না লাগে,
তাই ব'লে অসৎ-প্রশ্রয়ীও হ'তে যেও না ;
এই দীন বা ছোট হ'য়ে চলা
সম্বৃদ্ধির বা বর্দ্ধনার আরতিতে
তোমাকে উচ্ছল ক'রে তুলবে ;
অমনতর আত্ম-নিয়মনী অনুচলনই
বড় হওয়ার তুক । ৮৪৯৮ ।
৩০।৯।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৩০

পাপ মানেই হ'চ্ছে
পালন-পাতিত্য
অর্থাৎ পালন বা সংরক্ষণ হ'তে
পতিত হওয়া ;
তুমি সমীচীন সদাচারপরায়ণ হও—
ইষ্টনিষ্ঠ অনুপ্রাণনী অনুচলন নিয়ে,
অপকর্ম্মকে আমল দিও না ;
আপ্যায়নশীল সৌজন্য নিয়ে
সমীচীনভাবে
পরিপালনী আচরণ যা'-কিছুকে
হাতেকলমে করার ভিতর-দিয়ে
অনুসরণ কর,—
শ্রেয় লাভ করবে,
পাপ হ'তে নিষ্কৃতি পাবে ;
তাই বলি—

পাপ যা'-কিছুকে অবহেলা কর,
পাপ-পঙ্কিল হ'য়ো না,
হাতেকলমে ধারণ-পালন-পোষণী
সাত্ত্বিক অনুচর্য্যায়
চলৎশীল থাক—
বাক্য-ব্যবহারের সমীচীন
সৌজন্যপূর্ণ কৃতিচলনে ;
পাপস্খালনের ঐ তো তুক । ৮৪৯৯ ।
৩০।৯।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৪০

যা'র সংস্কার যেমনতর
সে তেমনতর কৃষ্টিতেই
অন্তরাসী হ'য়ে ওঠে,
এই অন্তরাসী হওয়াটার থেকেই আসে
সেই বিষয়ে মনোযোগ
বা একাগ্র হওয়া :
চিত্তের একাগ্রতা-অনুগ
মনোনিয়োজন হ'য়ে ওঠে,
আর, সেই মনোনিয়োজনাই
সব দিকের সঙ্গতি নিয়ে
সন্ধিৎসু অনুধাবনার ভিতর-দিয়ে
তদ্বিষয়ে সঙ্গতি সৃষ্টি ক'রে চলে,—
যা'তে তার চাহিদা-চলনটি
অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে
তা'র বোধ-বিন্যাসে ;
আবার, এই অন্তরাসী অনুনয়ন
বা একাগ্র অনুধাবন
যখনই বাধা পায় বা ব্যাহত হয়,
তখনই ঐ চিত্ত বা মন
ব্যবচ্ছিন্ন হ'য়ে
বিক্ষিপ্ত হ'য়ে

একটা মূঢ় ছন্নতায়
নিষ্ক্রিয় ছন্নছাড়া চিন্তায়
অভিভূত হ'য়ে ওঠে—
বিকৃত অভিনিবেশ নিয়ে,
সাধারণতঃ যা'কে অনেকেই
ঔদাসীন্য বা বৈরাগ্য বলে থাকে ;
অমনতর চলন কিন্তু
তপস্যার পথ নয়কো,
তপস্যার পথ হ'চ্ছে—
ইষ্টার্থ-অন্বিত
সঙ্গতিশীল, সুনিয়ন্ত্রিত,
সার্থক সমবায়ী,
যুক্তিবিনায়িত
নিষ্পাদনী অনুচলন,
যা'র ভিতর-দিয়ে
মানুষ ব্রাহ্মী বর্দ্ধনায় উপনীত হয়—
বাস্তব বিনায়নে । ৮৫০০ ।
৩০।৯।১৯৫৭, রাত ৮-৩০

৭০তম জন্ম-মহোৎসব ও ৭৮তম
ঋত্বিক-অধিবেশনোপলক্ষে
পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী

মা আমাদের দশভুজা,
প্রতি ঘরে-ঘরে
যদিও তাঁকে দ্বিভুজাই দেখতে পাই,
তিনি দশদিক আবরিত ক'রে রেখেছেন—
তাঁর স্নেহ-উৎসারিত
স্বস্তি-উৎসারিণী উদাত্ত অনুচর্য্যায়
কায়মনোবাক্যে
প্রতিটি কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ব্যষ্টির পথে
সমষ্টিকে আন্দোলিত ক'রে,
সাত্বত উৎসর্জ্জনায়
আপূরিত ক'রে সবাইকে
কৃতি-উদ্দীপনার অনুপ্রেরণায়,
তাই মা আমার দশভুজা ;

যখন দশভুজা মাকে
আমরা পূজা করি
তখনই আমরা ভেবে নিই—
এ মা আমারও মা,
সবারই মা,
সবারই ঘরে-ঘরে তাঁরই আরতি,
তাঁরই জাগৃহি-মন্ত্র,
তাঁরই কৃতি-প্রেরণা,
সাত্বত পূজার
উদ্বোধনী উদাত্ত আহ্বান ;

মায়ের আশীর্ব্বাদই হ'চ্ছে বিজয়া,
তোমরা সাত্বত পথে চল,

বিজয়-উৎসবে মেতে ওঠ—
বিজয়-পরাক্রমে
অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে ;
ঐ সাত্বত উৎসর্জ্জনায়
প্রতিটি নিজেকে
পারস্পরিক পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সত্তার সব দিকে
উচ্ছল ক'রে তোল ;
স্নেহসিক্ত করুণ চাহনিতে
অনাবিল অনুপ্রাণনায়
মা ব'লে যান—
'তুমি বিজয় লাভ কর' ;
ঐ অনুশাসনবাদ,
ঐ আশীর্ব্বাদ
তোমার সত্তার কানায়-কানায় ভরে নাও,
সত্তায় সংহত ক'রে তোল—
অবাধ অনুপ্রাণনা নিয়ে ;
সব্যষ্টি পরিবেশের
পরিচর্য্যা-নিরতিতে
সবাইকে উচ্ছল ক'রে তোল—
অবিরল আকৃতির
একাগ্র আগ্রহের
উদ্দীপনী উদাত্ত চলনে ;
আর যতই তোমরা
এমনতর হ'য়ে উঠবে,
ঘরে-ঘরে মা আমার
পরিতৃপ্ত হ'য়ে উঠবেন—
ঐ দশভুজার দশপ্রহরণ
ধারণ ক'রে
অসৎ-নিরোধী উন্মাদনায় ;
দ্বিভুজা যিনি

তিনিই দশভুজা হ'য়ে উঠবেন ;
তাই তো মায়ের আকাঙ্ক্ষা,
তাই তো মায়ের চাহিদা,
তাই তো মায়ের উল্লোল উদ্দীপনা,
হিন্দোলিত আনন্দের
দোলন উৎসব ;

এমনি ক'রে চল,
এই চলনায় দীক্ষিত ক'রে তোল
সবাইকে,
এই চলনায় উৎসর্জ্জিত ক'রে তোল সবাইকে—
এই আশীর্ব্বাদ পরিবেষণে
প্রবুদ্ধ ক'রে,
উদ্দীপিত ক'রে,
উদাত্ত ক'রে ;

সাত্বত সম্বর্দ্ধনার
শুভ-নিক্কণে
সবাইকে কৃতিনাচনে
নাচিয়ে তোল ;

ঐ মায়ের স্নেহে,
ঐ মায়ের পরিচর্য্যায়,
ঐ মায়ের জীবনীয় চলনে,
স্বস্তির সামগানে
শান্তির তরতরে অনুক্রিয়
অনাবিল উদ্দীপনায়
সবাই কৃতিচলনে চ'লে
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠুক,
অযুত-আয়ু হ'য়ে উঠুক,
জীবনবৃদ্ধির তাথৈ তালে
নেচে-নেচে
কৃতিনর্ত্তনে বিভোর ক'রে তুলুক সবাইকে,—
আর, এই তো মায়ের নিয়তপূজা ;

তোমার সমস্ত অন্তরটি নিঙ্‌ড়ে
যদি মাকে ভালবাস,
যদি এতটুকু ভক্তি থাকে—
ভজনদীপ্ত অনুসেবনা নিয়ে,—
মার এই আশীর্ব্বাদকে
কখনও ভুলে যেও না,
তোমার ঐ বিন্দু
মায়ের হৃদয়-উৎসারণী
স্নেহসিন্ধুতে মিশে
উদ্দাম হ'য়ে উঠুক ;
দুনিয়াটাকে ভরপুর ক'রে ফেল—
স্বস্তি,
স্বধা,
শান্তির
সামস্বরে,
তোমার কীর্ত্তিগাথা
সাম-ছন্দে
শৌর্য্য-সঙ্গীতে
সঙ্গীত হো'ক ;
অযুত-আয়ু হও,
শুভ-সম্বর্দ্ধনায়
সলীল হ'য়ে চল—
ঐ মাকে আলিঙ্গন-গ্রহণের
উদ্দাম আহ্লাদে ;
প্রতিটি পরিবার,
প্রতিটি জন
এই বিভূতিতে
সমস্ত সত্তাকে রাঙিয়ে
চরিত্রের দীপনচর্য্যায়
ব্যক্তিত্বের পরম ঐশ্বর্য্যে

সবাই—সবাকে
সঞ্জীবিত ক'রে তুলুক ;

মা !
মা আমার !

এমনি ক'রেই আমার অন্তরে
আবির্ভূত হও,
আর, সে-আবির্ভাব
সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক ;

এই প্রার্থনা-অনুগ চলন নিয়ে
চলতে থাক,
তৃপ্ত হও,
দীপ্ত হও,

অমিত আয়ুর
উদ্যম অনুশীলনে
সবাইকে সংস্কৃত ক'রে তোল—
ইষ্টার্থ-অনুসেবনী যাগ-আহুতি নিয়ে,
কৃষ্টি-উদ্বর্দ্ধনার
পরম আহুতির
হোমরাগ-রঞ্জনায় ;

আমিও মায়ের,
তোমরাও মায়ের,
তাই, আমারও আকুল আগ্রহ—
তোমরা সাত্বত অনুশীলনায়
শাশ্বত অনুচলনে চ'লে
অমৃতজীবী হ'য়ে
সন্দীপনার শুভ-সৌকর্য্যে
কৃত-কৃতার্থ হ'য়ে ওঠ—
কৃতকার্য্যতায়
উচ্ছল ক'রে সবাইকে । ৮৫০১ ।
১।১০।১৯৫৭, সকাল ৮টা

যে ব্রতই নাও না কেন,
তা'র তাৎপর্য্যকে উপলব্ধি ক'রে
আচরণ-তৎপরতায়
তা'র নীতিবিধিকেই যদি
কাজের ভিতর দিয়ে
অনুসরণ না কর,—
সে-ব্রত তোমার ভিতরে
আত্মবিকাশ করবে কমই ;
যেমন ক'রে, যা' হ'য়ে
যে-ফল পাওয়া যায়
তা' হ'তেও পারবে না,
আর, ফললাভও হবে না তেমনতর ;
আর, ফলপ্রলোভনে
যদি তা' করতে চাও,
ঐ ফলের লোভই
করায় শৈথিল্য এনে দেবে,
ঐ শৈথিল্যই
তদনুগ তাৎপর্য্যে
তোমাকে হ'তে দেবে না,
না হ'লে
পাওয়াও ঘ'টে ওঠা
মুশকিলই কিন্তু ;
তাই, ব্রতে ব্রতী হও,
তাৎপর্য্যকে উপলব্ধি কর,
উপলব্ধি ক'রে
সেই নীতিবিধির অনুগামী হও—
কাজের ভিতর দিয়ে,
তা'কে নিষ্পন্ন কর,
তোমার সত্তাটাকে বিনায়িত কর
তেমনি ক'রে,
এই বিনায়নের ভিতর দিয়ে হও,

আর, যেখানে হওয়া
প্রাপ্তি আপনিই আসে সেখানে। ৮৫০২।
১।১০।১৯৫৭, সকাল ১০-১৫

যাঁকে ইষ্ট নামে অভিহিত কর,
তিনি, আচার্য্য বা গুরু
বা শিক্ষক,
অর্থাৎ শিক্ষার্থী হ'য়ে
যাঁর কাছে গেছ,
তাঁর কাছে পারিবারিক খোরপোষের
দাবী-দাওয়া রেখে
বা খোরপোষ নিয়ে
যদি তুমি শিক্ষা-সাধনায় ব্রতী হও,
তুমি ঠিক জেনে রেখো—
ঐ শিক্ষার সমাধি ওখানেই,
তুমি এগুতে পারবে না একটুকুও,
যদিও এগোও—
তা' ভাসাভাসা পল্লবগ্রাহী বিদ্যা নিয়ে ;
ঐ নেবার প্রবৃত্তি কিন্তু সবার পক্ষেই
সর্ব্বনাশা নারকীয় প্রবৃত্তি,
নারকীয় বলছি এই জন্য—
ঐ প্রবৃত্তি তোমার সম্বর্দ্ধনাকে
স্তম্ভিত ক'রে রেখে দেয় ;
তাঁর সাথে সংস্রব থাকে না—
বড় জোর একটা কর্ত্তব্যের কারিগরি ছাড়া,
ব্যক্তিত্বের সংস্রব থাকে—
ঐ ভরণ-পোষণী ব্যবস্থিতি ঘটে যা' দিয়ে,
তা'র সঙ্গে ;
তুমি সর্ব্বতোভাবে
আপ্রাণ একমনা হ'য়ে
চলতে পারবে না কিছুতেই,

কারণ, তাঁর প্রভাব,
তাঁর ব্যক্তিত্ব
তোমাকে স্পর্শই করবে না,
করলেও তা' বিকৃতভাবে—
স্বার্থ-সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে ;
তাই, সঙ্গতিশীল জীবন—
যা' তদন্বয়ে সার্থক হ'য়ে ওঠে,
তা' তুমি পেতে পারবে কমই ;
যদি মানুষ হ'তে চাও,
বাস্তব বিশারদই হ'তে চাও,
সব যা'-কিছুর সঙ্গতি নিয়ে
শুভ-বিনায়নায়
নিজেকে সম্বৃদ্ধই ক'রে তুলতে চাও—
অসৎকে জেনে,
তা'র নিরাকরণ ক'রে সমীচীনভাবে,
তবে আমি বলছি—
এখনও সাবধান !
তাঁকে যা' পার,
যেমন তোমার শক্তিতে কুলোয়
দাও—
বিশেষতঃ ভজনচর্য্যী ভিক্ষায় যা' পাও,
তা'ই,
যা' মানুষের অন্তর থেকে
স্বতঃস্রোতা হ'য়ে
তোমাতে উপ্চে ওঠে ;
তাই দাও,
চেয়ো না,
পেলে আনন্দিত হ'য়ো,
প্রসাদ ব'লে গ্রহণ ক'রো তা' ;
প্রীতিপ্রসন্ন উৎসারণা নিয়ে
দিয়ে আনন্দিত হওয়ার প্রলোভনে

প্রলুব্ধ ক'রে তোল নিজেকে,
যা'র ফলে, আত্মপ্রসাদে
ভরপুর হ'য়ে উঠবে,
ঐ আত্মপ্রসাদী অনুরুচি
তোমাকে শ্রদ্ধায় ভরপুর ক'রে
এমনতর কৃতিসন্দীপনায়
সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে,

যে,
বসে থাকা,
অলস চিন্তাপরায়ণ হ'য়ে চলা,
সংসারের স্বার্থপুষ্টি করার প্রবোধনা
ইত্যাদি
ম্লান হ'য়ে
সব দিক দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে
কৃতি-উৎসর্জ্জনা
তোমাকে উল্লোল ক'রে তুলবে ;
তুমি যা'র জন্য যা' করছ,
তা' তো হবেই,
আরো কী যে হবে,
তার ইয়ত্তা নেইকো ;
ঐ শ্রদ্ধাপূত প্রীতি-অনুরঞ্জনা
আবেগমুখর কৃতিদীপনা
আত্মোৎসর্জ্জনী আগ্রহ
আপ্যায়নী অনুবৃত্তি
তোমার ব্যক্তিত্বকে
গুণগ্রামে ভূষিত ক'রে
সবাইকে নন্দিত ক'রে তুলবে—
তোমার অন্তঃস্থ প্রভবকে
প্রভবান্বিত ক'রে,—
দেখবে—

অঢেল হ'য়ে উঠবে ক্রমেই ;
তৃপ্তি তোমাকে
দেবতোষণায়
পুষ্টি-উৎসর্জ্জনায়
উদ্দীপ্ত ক'রে
পরিবেশকেও অমনতর ক'রে তুলবে,
আর, তোমার ব্যক্তিত্বই গেয়ে উঠবে—
"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে" । ৮৫০৩ ।
১।১০।১৯৫৭, বেলা ১০-৫০

কোন মহৎ মানব
বা শ্রেয়-মানবের কাছে
যদি কেউ দীক্ষা নিয়ে থাকে,
আর, তোমার কাছে
সে বা তা'রা যদি আসে,
তুমি তাদের কাছে
গুরুভক্তির কথাই বলবে,
তদনুচর্য্যী অনুচলনেরই ব্যাখ্যা করবে,
সাত্বত সাধু নীতি-বিধির
কথা ব'লেই
তা'দিগকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবে,
যেন তা'রা একটা তৃপ্তিভরা
আবাহন নিয়ে
পারস্পরিকতার অনুধায়নায়
নিজেকে সম্বন্ধান্বিত ক'রে
আত্মপ্রসাদে উদ্দীপ্ত হ'য়ে ফিরে যায় ;
তাদের ভাব ভেঙ্গো না,
বরং তাকে সঙ্কলিত ক'রে
কৃষ্টিমাধুর্য্যে

উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলো ;
তোমার কৃতি-পরিচর্য্যার
পরম প্রসাদে
তা'রা যেন সন্দীপী স্বস্তি নিয়ে
তাদের শ্রেয়দেবতাকে
আরাধনা করতে পারে,
আর, তোমার শুভ-কামনায়
তা'রা যেন সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে ;

এমন-কি, কারও শ্রেয়-নির্ব্বাচন
যদি অনুপযুক্ত মনে কর,
বরং সেখানে চুপ ক'রে থেকো,
সে-সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ মন্তব্য ক'রে
তা'কে রুষ্ট করতে যেও না,
তাই ব'লে,
কারো ব্যত্যয়ী আচারকে
সমর্থন করো না,
নিজেও ব্যত্যয়ী চলনে চ'লো না,
আর, তোমার ইষ্টনিষ্ঠা
ও সাত্বত রীতিনীতির অনুচর্য্যা নিয়ে
যাজনদীপনাকে মুখ্য ক'রে চল,
যাতে সে প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে ;

তাই বলি,
আবার বলি—
কা'রো অন্তরে নিষ্ঠা-ব্যতিক্রম
সৃষ্টি ক'রো না,
ভাব ভেঙ্গো না কা'রো,
বরং সাত্বত অনুচলনকে উস্‌কিয়ে দিও,
সুখী হবে তা'রা,
তুমিও কৃতার্থ হবে। ৮৫০৪।
১।১০।১৯৫৭, বিকাল ৫টা

তুমি যখন
তোমার আচার্য্যের নিজস্ব হ'য়ে উঠলে,
অচ্ছেদ্য স্বার্থ হ'য়ে উঠলে তাঁর—
সব ভাবে
সব দিক দিয়ে,—
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
আচার্য্যও অমনতর হ'য়ে উঠলেন
তোমার কাছে ;
কৃতি-উৎসর্জ্জনী উদ্দীপনা
সজাগ হ'য়ে উঠল
তোমার ভিতর তখন
তেমনতর রকমে ;
তোমার সমস্ত প্রবৃত্তি
তাঁর নিজস্ব রকমে
আরাধনা করতে লাগল—
একায়নী সংশ্রয়-তৎপরতায় ;
আর, তখন থেকে
তিনিও হ'য়ে উঠলেন
তোমার পরম আশ্রয়,
আর, ওর ভিতর-দিয়ে
সাত্বত সম্বর্দ্ধনা তোমার
ফুটে উঠতে লাগল—
কৃতি-উৎসর্জ্জনী অনুচর্য্যা নিয়ে,
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়,
সব যা'-কিছুর সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
উদ্দাম অঢেল চলনে,
সার্থকতার নিষ্পাদনী অর্ঘ্যে,
আর, তাঁর ঐ আরাধনাকে
অর্চ্চনা করতে লাগল
তখন থেকে—
অদম্য উৎসাহ-আনন্দের

অনুস্রোতা সলীল গতি নিয়ে,
কৃতার্থতার পরম প্লাবনে। ৪৫০৫।
১।১০।১৯৫৭, রাত ৪-২৫

অভিদীপ্ত তপস্যা হ'তে
সত্য ও ঋতের উদ্ভব,
আর, এই সাত্বত অনুচলন
যেখানে যত প্রবুদ্ধ,
ঋদ্ধিও সেখানে তত পরিপুষ্ট,
আর, ঋদ্ধি মানেই বৃদ্ধি। ৪৫০৬।
২।১০।১৯৫৭, সকাল ৪-৩০

যতক্ষণ তোমার ইষ্টনিষ্ঠা
পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
প্রবুদ্ধ হ'য়ে না উঠছে—
কৃতি-সন্দীপনায়,
সাত্বত প্রবর্দ্ধনাও তোমা হ'তে
ততক্ষণ দূরে। ৪৫০৭।
২।১০।১৯৫৭, সকাল ৪-৩৫

তোমার ধারণাপ্রসূত
বোধ ও বিবেচনা
যদি বাস্তবতাকে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
বিনায়িত করতে না পারল
উপযুক্ত সংযোজনায়,
প্রকৃতি-অনুগ সুসজ্জায়,
যা'র ফলে
তা' অবশ্যই
সুফলপ্রসূ হ'য়ে ওঠে—
সুসন্নিবেশী সমাবেশ নিয়ে,

অবধারিতভাবে,
তাহ'লে কিন্তু
তা' ধারণার ফাঁকা আড়ম্বর শুধু ;
বাস্তবতায় বিহিতভাবে
বিশেষ পর্য্যবসিত হ'য়ে ওঠে নি
তা' তখনও । ৮৫০৮ ।
৩।১০।১৯৫৭, সকাল ১০-৭

তোমার উদ্দেশ্যই যেন হয়—
ইষ্টার্থী ভজনচর্য্যা
অর্থাৎ সেবাচর্য্যা—
লোকসেবাচর্য্যা,
আর, তাইই ভিক্ষা,
যা' মানুষকে
সাত্বত প্রেরণায় উদ্দীপ্ত ক'রে
উপযুক্ত ব্যবস্থিতি ও বিভাগে
তা'দিগকে
সব দিক দিয়ে
সাত্বত সম্বর্দ্ধনায়
উন্নত ক'রে তোলে,
—দুঃখ, বেদনা, আঘাত যা'-কিছু
সবগুলির
নিরাকরণ-পদ্ধতির অনুনয়নে
সম্বর্দ্ধনার আগ্রহ-উন্মাদনায়
মানুষকে উচ্ছল ক'রে তোলে—
অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী,—
তা' দেখাশোনায়,
মেলামেশায়,
আলাপে-আলোচনায়,
প্রবোধনী পরিচর্য্যায়,
উদ্বোধনার উদ্দীপনী উৎসর্জ্জনায় ;

তা'তে যদি নিজের
অভাব-অভিযোগের কথা বলতে হয়—
তাদের অবস্থা জেনেশুনে
যেখানে যেমন প্রয়োজন বলবে,
সে-বলা যেন তাদিগকে
সাহসী আত্মনির্ভরশীল হ'তে সাহায্য করে ;
আবার, তোমার সামর্থ্য-সঙ্গতিতে
যেমন কুলায়—
তা'র যে কোনরকম সাহায্য দরকার
তা'ও করবে,
এতটুকুও ত্রুটি করবে না ;
তা'রা যদি প্রীতি-উপহারস্বরূপ
তোমাকে কিছু দিতে চায়,
বা অভাবের তাড়নাকে প্রশমিত করতে
তোমাকে সাহায্য করতে চায়,
তুমি ব'লো—
পরমপিতা তো আছেনই,
আর, তাঁরই তোমরাই তো আছ
আমার অক্ষয় ভাণ্ডার,
তোমরা থাকতে
অভাব-অভিযোগে
আমার কী করতে পারে ?
আর, আমরাও তোমার তেমনি আছি,
আমরা থাকতে তোমরাও বা
অভাব-অভিযোগে
নিষ্পেষিত হবে কেন ?
এমনতর উচ্ছল প্রদীপ্ত ভরসায়
তাদিগকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোল ;
এমনতরভাবে তা'রা
তোমার সাত্বত আলাপ, আলোচনা, ব্যবহার
দেখেশুনে

নিজেরাও যেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে
সেগুলির অনুশীলনায়
তখনই লেগে যায়,
যে অনুশীলন-অনুচর্য্যায়
অভাব-অভিযোগ অতিক্রম ক'রে
তা'রাও উৎকর্ষে উন্নত হ'য়ে উঠতে পারে—
সব দিক দিয়ে,
সব ভাবে,
একটা পারস্পরিক প্রীতিদীপ্ত
আনন্দ-উচ্ছল স্রোতের ভিতর-দিয়ে—
ভরসার ভৃতি-পরিচর্য্যায় ;
আর, তা'রাও যদি দিতে চায় কিছু
স্বতঃ-প্রবৃত্ত হ'য়ে,
ব'লো—
নেব না কেন,
তোমার যদি কষ্ট না হয়,
দিয়ে অসুবিধায় না পড়,
তবে নেব ;
আর, তোমার প্রয়োজনমাফিক নিও,
অগ্রাহ্য ক'রো না,
যেন তা'রা বেদনা না পায় ;
ভিক্ষা-পরিচর্য্যা
এমনতর রকমেই ক'রো,
আর, এ করতে গিয়ে
ভিখারী হ'তে যেও না,
প্রাপ্তি-প্রলোভন তোমাকে যেন
অভিভূত ক'রে না তোলে,
তোমার ইষ্টানুবৃত্তি যেন
এমনতরই হ'য়ে চলে—
আরো, আরো সুন্দর সজ্জায়। ৮৫০৯।
৩।১০।১৯৫৭, বেলা ১০-২৫

প্রত্যাশার আপূরণ না হ'লেই
বা খাঁকতি হ'লেই—
তা' ন্যায্যই হো'ক,
আর অন্যায্যই হো'ক—
যা'র ভক্তি বা শ্রদ্ধা
মুষড়ে যায়,
তা'র ভক্তি
কোনদিন ছিল কিনা সন্দেহ—
ঐ প্রত্যাশাপূরণী শ্রদ্ধার ভান ছাড়া ;
তাই, তা'র ভজন-অনুচর্য্যাও
অমনতর আত্মস্বার্থসন্ধিৎক্ষু,
অনুচলনও ব্যত্যয়ী তা'র তেমনি ;
সে ভক্ত নয়কো,
ভাক্ত হ'তে পারে,
এক-কথায়, সে আত্মস্বার্থেরই ভক্ত,
ইষ্টভক্তি যে তা'র ভণ্ড—
তা' অনেকখানি সত্য । ৮৫১০ ।
৩।১০।১৯৫৭, রাত ১০-৩৫

তোমার নিজের করণীয় যা'-কিছুই
থাকুক না কেন,
সব কর্ম্মের প্রাক্‌কালে
ঋষি বা ঋষিকল্প মহাজনদের প্রতি
করণীয় যদি কিছু থাকে,
তা' ক'রো ;
তাদের রঞ্জনাই
লোকের সাত্বত রঞ্জনা,
সাত্বত অনুসেবার মঙ্গল-আরতি,
অবহেলা ক'রো না,
ঠকতে যেও না,

তোমার কর্ম্মজীবনের
ঋষিযজ্ঞ কিন্তু এইই । ৮৫১১ ।
৪।১০।১৯৫৭, বিকাল ৪-৪০

ক্ষুৎপিপাসার মত
স্বতঃস্বেচ্ছ আগ্রহে
যে তোমার ধারণ-পালন-পোষণে
স্বতঃদায়িত্ব নিয়ে
নিজেকে নিয়োজিত ক'রে চলে,
সে তোমার অধীনতাতেই পরিতৃপ্ত,
তাইই তা'র কাছে স্বাধীনতা,
তুমিও তা'র কাছে তেমনি স্বাধীন,
তা'র আধিপত্যও
তোমার কাছে প্রীতিপ্রদ,
আর, সেখানে তোমার আধিপত্যও
স্বাভাবিক,
কারণ, তোমার পালন-পোষণ
যেমন তার স্বার্থ—
তা'র সংরক্ষণ ও সম্বর্দ্ধনও
তেমনি তোমার স্বার্থ । ৮৫১২ ।
৪।১০।১৯৫৭, রাত ৭-২৫

যে স্ত্রী স্বামিপ্রাণতা নিয়েও
ইষ্টনিষ্ঠায় স্বতঃ-সম্বৃদ্ধ,
সাত্বতপন্থী,
শুভ-পরিচর্য্যানিরত,
কুশলকৌশলী,
সে তো সহধর্ম্মিণী বটেই—
তা' ছাড়া মন্ত্রণার যোগ্যা,
তা'র বোধ, বৃত্তি ও পন্থাকে
বিবেচনা ক'রো,

আর, উপযুক্ততা-অনুযায়ী
তা' অনুসরণও ক'রো ;
কিন্তু ইষ্টসঙ্গতির ব্যত্যয়ী যে,
আত্মস্বার্থপরায়ণতাই
যা'র স্বাভাবিক অনুচলন,
তোমার নিষ্ঠা শিথিল হয়
যা'র সাহচর্য্যে,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় নিয়ে
অনুচর্য্যী নয়কো যে,
সে তোমার স্ত্রী হ'তে পারে,
সহধর্ম্মিণী নয় কিন্তু,
মন্ত্রণার উপযুক্ত পাত্রী নয়কো ;
এমনতর ক্ষেত্রে
তা'র মন্ত্রণা নিয়ে চলা
মানুষকে বিপদ্‌গ্রস্তই ক'রে তোলে,
বর্দ্ধনাকে সংকুচিত ক'রে তোলে,
আর, তা' কাপুরুষেরই লক্ষণ । ৮৫১৩ ।
৪।১০।১৯৫৭, রাত ৭-৪৫

প্রিয়পরম পুরুষোত্তম ইষ্টকে
যে বা যা'রা ভালবাসে—
যেমনতর কৃতি-আপ্রাণতা নিয়ে,
সুকেন্দ্রিক একায়নী তৎপরতায়,—
ঈশ্বরকেও তা'রা
তেমনি ভালবাসে ;
আর, ঈশ্বরকে যা'রা ভালবাসে,
অথচ প্রিয়পরম, পুরুষোত্তম বা ইষ্টকে
ভালবাসে না,
তাঁতে নিষ্ঠানন্দিত নয়কো,
ঈশ্বরকেও তা'রা ভালবাসে না ;
ব্যত্যয়ী ভাবপ্রবণতা নিয়ে

গর্ব্বেপ্সার আপূরণী মর্য্যাদাই
তাদের স্বার্থপ্রীতি ;
আবার, যারা
প্রিয়পরম পুরুষোত্তমকে ভালবাসে—
স্বতঃ-সন্দীপ্ত কৃতিচলন নিয়ে,
পরিচর্য্যা-নিরতিতে,
তা'রা ঈশ্বরকে বুঝুক বা না-বুঝুক,
জানুক বা না-জানুক,
তা'ও তা'রা সরল আপ্রাণতা নিয়ে
ঈশ্বরনিষ্ঠ ;
আর, তাদের কৃতি-ঐশ্বর্য্য
ঈশ্বর-ঐশ্বর্য্যের
মাধুর্য্য আহরণ ক'রে
ব্যাপ্তির পরম ঐশ্বর্য্যে
প্রতিটি ব্যষ্টির সহিত সমষ্টিকে
ঐ ইষ্টার্থী অনুনয়নে
পরমেষ্টী প্রভাবে
ঐ ঐশী ঐশ্বর্য্যে
সমর্থ ক'রে তোলে—
সমষ্টিগত ব্যষ্টির
বিভাজনী ভজন-দীপনায় ;
ক'রে, হ'য়ে
প্রাপ্তির পরম আনন্দে
উৎসর্জ্জিত হ'য়ে ওঠে তা'রা,
—কারণ, ঈশ্বর-প্রভাবের প্রভবতা ঐ ইষ্টে । ৮৫১৪ ।
৫।১০।১৯৫৭, সকাল ৮-৩৫

নিষ্ঠাসন্দীপ্ত স্মৃতিচেতন
অনুচর্য্যা নিয়ে
তাঁতে তুমি যেমনতর নিবিষ্ট—

পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থিতির সহিত,—
তোমার স্মৃতিও হ'য়ে উঠবে তেমনতর। ৮৫১৫।
৫। ১০। ১৯৫৭, সকাল ৯-৪০

সংঘের—
সংঘ কেন সমাজের
নীতি, নয়ন ও চলনকে
স্থিরদ্যুতিসম্পন্ন ক'রে রেখ—
অভ্যাসের অচ্ছেদ্য চলনে,
অনুশীলনার আগ্রহ-উদ্দীপনায় ;
আর, তা' যতই
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেধে রাখতে পার—
সত্তায় সংগ্রথিত ক'রে,
সার্থক সঙ্গতিশীল আরোর পথে,
সাত্বত জীবনকে উচ্ছল ক'রে,
অন্তঃকরণের
পারস্পরিক অনুবেদনা নিয়ে,
ব্যক্তিগত তপস্যায় উদ্দীপ্ত ক'রে,—
তোমাদের জীবন ও বৃদ্ধি
সাত্বত নিয়মনায়
সম্পদের শুভ বিনায়নে
সুস্থি ও স্বস্তিকে নিয়ে
ততই বেড়ে উঠতে থাকবে—
শুভ-সন্ধিৎসার স্ফূর্ত্ত গৌরবে,
অবিবেকী অসৎ যা'-কিছুকে
সংযত ক'রে,
নিরোধ ক'রে ;
তাই বলি—
এমনি ক'রেই ওঠ,
এমনি ক'রেই জাগ,

এমনি চলনেই চল,
তোমাদের অস্তিত্বে পুষ্পবৃষ্টি হো'ক । ৮৫১৬ ।
৫।১০।১৯৫৭, বিকাল ৫-৫০

কৃষ্টি মানে কর্ষণ,
চাষ করা,
চাষবাস করা,
আমি বলি—
ঐ চাষচর্য্যা নিয়েই বসবাস কর,
যেমনতর চাষবাসে
তোমার সত্তা উদ্‌গতি নিয়ে
সাত্বত সম্বর্দ্ধনায় সংগঠিত হ'য়ে ওঠে,
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠে—
বাক্য, ব্যবহার, আচরণ-অনুচর্য্যায়,
বোধন-তপস্যার অনুশীলনী তাৎপর্য্যে,
নিষ্ঠানন্দিত ইষ্টার্থপূরণী অনুবেদনায়
সব যা'-কিছুকে
সার্থক সঙ্গতিতে
সুবিনায়িত ক'রে ;
তুমি নিজের চাষবাস আরম্ভ কর,
সঙ্গে-সঙ্গে পরিবেশকে
উদাত্ত অনুচর্য্যায়
ঐ আত্মোৎকর্ষী চাষবাসে
নিয়োজিত কর
এমনতরভাবে,
যা'তে তোমার সমস্ত কর্ম্ম,
চিন্তাচলন ও আচার-আচরণগুলি
ঐ তা'তে সঙ্গতি লাভ ক'রে
অন্বিত অর্থনার বাস্তব বর্দ্ধনে
বিনায়িত হ'য়ে ওঠে—

চারিত্রিক দ্যোতনাবিভায়
পরিবেশের প্রত্যেককে আকর্ষিত ক'রে
সমস্ত পরিস্থিতি-শুদ্ধ,
যা'র ভিতর-দিয়ে
তোমার সাত্বত জীবন
বল, বর্ণ, আয়ু, মেধা
উন্নতির আরোর দিকে
উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে,
—সমস্ত পরিবেশকে
ঐ কৃষ্টি-বর্ষণার
সংগঠিত অনুশীলনে
উদ্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে ;
আর, তার মূলই হ'চ্ছে—
অচ্ছেদ্য ইষ্টানুরাগ,
আচার্য্য-অনুচলন,
পুরুষোত্তমে আত্মোৎসর্জ্জনা,
আর্য্যদের দৈনন্দিন ষট্‌কর্ম্ম—
যজন, যাজন,
অধ্যয়ন, অধ্যাপনা,
দান, প্রতিগ্রহ—
যা'র যা'র
সহজাত সংস্কার-অনুগ কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে,
স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যানুযায়ী,—
যা'র ফলে
সব যা'-কিছু
সার্থক সঙ্গতির সমতায়
সংগ্রথিত হ'য়ে ওঠে ;
এই অনুশীলনী প্রাজ্ঞবোধনার
বাস্তব-বিনায়নে প্রবুদ্ধ হ'য়ে
সত্তাকে জ্ঞান-স্বরূপ ক'রে তোল,
ক্ষেমস্বরূপ ক'রে তোল,

আর, ঐ করার অনুচলনই হ'চ্ছে
পরমার্থ-পন্থা । ৮৫১৭ ।
৬।১০।১৯৫৭, রাত ৭টা

অন্যের দিব্য উৎসরণকে
যদি পরিপুষ্ট না কর,
পোষণ-পরিচর্য্যায়
উচ্ছল ক'রে না তোল—
বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে,
চলনচর্য্যায়,
অচ্ছেদ্য ইষ্টানুসরণে,
সঙ্গতিশীল অর্থনার সংস্থিতি নিয়ে,
বৈশিষ্ট্যকে সমীচীন শাসনে
সুসংস্থ ও সম্বৃদ্ধ ক'রে,—
ঠিক জেনো—
তোমার ভাগ্যদেবতাকে
এক-কথায়, অদৃষ্টকে
এক বিরাট ব্যত্যয়ী রাহাজানির
নিষ্ঠুর আঘাতে
থেঁতলে দিয়ে
তোমার সম্বর্দ্ধনাকে
একটা বিকৃতি-সংঘাতে
ব্যাহত ক'রেই চলতে থাকবে,
তোমার উন্নতির দ্বার
ঐ সংঘাতে
অর্গলবন্ধ ক'রে দেবে,
তোমার তিমির
আরো অন্ধতর তিমিরের ঘনচ্ছায়ায়
মর্ম্মান্তিক নিষ্ঠুর ব্যভিচারে
নিমজ্জিত হ'য়ে রইবে,

তুমি বিদ্রূপের পাত্র হ'য়ে উঠবে
সবার কাছে ;
তাই বলি—
নিজে উৎকর্ষপন্থী হও,
আর, অন্যকে উৎকর্ষপন্থী মর্য্যাদায়
উদ্ভাসিত ক'রে
সবার ব্যক্তিত্বে ছড়িয়ে পড়,
তোমার উৎকর্ষকে
অনিবার্য্য ক'রে
অন্যের উন্নতিকেও
অবাধ ক'রে তোল,
লাভ তাতে তোমারও, অন্যেরও । ৮৫১৮ ।
১৪।১০।১৯৫৭, দুপুর ১২টা

সতর্ক থেকো,
কুৎসিতচরিত্র মন্দিরের আশেপাশেই
ঘোরাফেরা করে কিন্তু
ছদ্মবেশে—
লোক ঠকাতে ;
সাবধান ! ৮৫১৯ ।
১৫।১০।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-২০

যে-কোন চিন্তা বা চলন যখনই
শরীর-বিধানকে বিকৃত ক'রে তোলে—
অস্বাভাবিক সংঘাতে,—
ব্যাধি আসে ঐ পথে,
আর, ব্যতিক্রমই তা'র বাহন । ৮৫২০ ।
১৬।১০।১৯৫৭, সকাল ১০টা

অভিমান,
দাম্ভিক আত্মগৌরব

ব্যক্তিত্বকে আত্মস্বার্থী ক'রে তোলে,—
নিষ্ঠায় সংঘাত হেনে,
সাত্বত বর্দ্ধনাকে সংকীর্ণ ক'রে
অকৃতজ্ঞতার ক্রীতদাস ক'রে ;
সে আবার মানুষকে
বিনয়নন্দিত ক'রে তুলে
নিজেকে প্রসাদপুষ্ট ক'রে তুলতে পারে না,
আর, ঐ পথেই সে
অকৃতজ্ঞ হ'য়ে ওঠে—
অন্তঃস্থ নিষ্ঠাতে
ব্যত্যয়ী সংঘাত হেনে ;
আর, তাই সে
প্রীতিবিরোধী হ'য়ে—
যাকে সে একদিন
প্রিয় ব'লে মনে করত
বা ভাবতে চাইত,
তা'র বিরুদ্ধ আচরণ করতে
কসুর করে না,
আজ যাকে নিয়ে
ভাব-উচ্ছল হ'য়ে চলছে,
কাল তা'র সাথে
শীর্ণ কঙ্কালের মত
ব্যতিক্রমী বিভ্রান্ত বিরোধ নিয়ে
চলতে সুরু ক'রে দেয় ;
সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায়ী
উচ্ছল একায়িত চলন
তা'র কাছে ক্রমশঃ
বিদ্রুপেরই বস্তু হ'য়ে থাকে ;
আজ যার সাথে ভাব থাকার দরুন
অন্যকে সইতে বইতে পারছে না,
কাল তা'র সাথে ভাবের অভাবের দরুন

যা'কে সইতে বইতে পারত না,—
তা'কেই ভাল লাগল,
আর, যাকে ভালবাসত
তা'কে হয়তো
একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ার টুকরোর মত
ফেলে দিয়ে চলতে লাগল ;
এমনি ক'রেই সে
ভাগ্যদেবতাকে পরিহাস ক'রে
চলতে থাকে,
তাই, মহাজনের কথা—
'দয়া ধরম কা মূল,
নরক কা মূল অভিমান' ;
যেমনতর যাই কর,
প্রেষ্ঠ প্রিয়পরমের প্রতি নিষ্ঠা
অটুট রেখেই চ'লো—
অনুচর্য্যী অনুচলন নিয়ে,
ব্যতিক্রমের লক্ষ হানাকেও
অতিক্রম ক'রে ;
তোমার অন্তঃস্থ দেবতা
মঙ্গল-মন্দিরেই অধিষ্ঠিত থাকবেন । ৮৫২১ ।
১৬।১০।১৯৫৭, বিকাল ৫-২০

প্রেষ্ঠ বা প্রিয়পরমের নিকট থেকে
যা' পাও,
বা তিনি যা দেন,
প্রীতি-আগ্রহ নিয়েই
তা'কে রক্ষা ক'রো,
পরিচর্য্যা ক'রো—
চিরন্তন নিষ্ঠা নিয়ে,
কৃতি-উৎসারণায় ;

আর, তুমি প্রাণের
আগ্রহ-উন্মাদনা নিয়ে
চিত্তের আবেগ-উদ্দীপনী উদ্যোগে
যা' তাঁকে দেবে,
তা' তাঁরই আশীর্ব্বাদ-আহুতি ক'রে
তোমার জীবনের
শ্রেয়-অর্চ্চনী নৈবেদ্যের মত
তাঁকে দিও ;

দেখো—
কখনও আপসোস না আসে,
দুঃখ না আসে,
অনুতাপ না আসে,
ঐ নিবেদন যেন তোমাকেও
সঙ্গে-সঙ্গে
তাঁরই নৈবেদ্য ক'রে তোলে—
তা' চিরন্তনের জন্য ;
আবার, তাঁর সহজ অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে
সতর্ক সন্ধিৎসু অন্তরে
তুমি তো থাকবেই,

তা ছাড়া
তুমি যেমন করলে,
যেমন হ'লে
যেমন বললে
তিনি তৃপ্ত হ'য়ে ওঠেন,
বা তোমাকে তিনি
যেমনতর নিদেশ দেন,
ফল কথা, তোমার যেমনতর অনুচর্য্যা পেয়ে
তিনি সুখী হন,
—সব যা'-কিছুকে
অর্থাৎ তোমার প্রবৃত্তির চাহিদা-মত
সব যা'-কিছুকে,

এমন-কি, কর্ত্তব্য ব'লে
যেগুলি মনে হয় তোমার নিজের,
সেগুলিকেও উপেক্ষা ক'রে
তাঁরই জন্য নিজের সাত্বত চর্য্যাকে
বিহিতভাবে সংরক্ষিত ক'রে,
বৈধানিক সুস্থতা নিয়ে
সমীচীন ত্বারিত্যে
এমন-কি, তাঁর প্রয়োজনের পূর্ব্বেই
যাতে নিষ্পাদন করতে পার,
তা' করবেই কি করবে—
তোমার সত্তার সামগ্রিক ব্যবস্থিতির
অনুনয়ন ও বিনায়নকে
বিনিয়োগ ক'রে ;

এতটুকুও ত্রুটি ক'রো না,
আর, তা' চিরদিনই করবে,
এও চিরন্তনের জন্য,

এই তিনটি চিরন্তনী যা'-কিছু
জীবনে প্রতিষ্ঠা ক'রেই
চলতে থাকবে,

আর, এই চলনে চলতে গেলে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
যেমনতর বিনায়িত ক'রে চলতে হয়,
তা' করবেই করবে,—
এমনতর নৈষ্ঠিক সদাচরণী চলন
তোমার সত্তাকেও
শুভ সম্বৃদ্ধির সহিত
চিরন্তনের পথেই
এগিয়ে নিয়ে চলতে থাকবে—

ক্রম-পদক্ষেপে । ৮৫২২ ।
১৬।১০।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৩০

প্রথম কথাই হ'চ্ছে—
আগ্রহ-উদ্‌গ্রীব ইষ্টানুরাগ,
যে-রাগ তোমাকে
উৎসাহ-উদ্যমে উদ্দীপ্ত ক'রে রাখে—
একটা উচ্ছল অচ্ছেদ্য
অনুস্রোত-নিরতি নিয়ে,—
যা'কে বলে নিষ্ঠানন্দিত
সুসন্ধিৎসু সম্বোধি ;
আর, এইটিই
তোমার চিন্তা,
ভাবা, বলা ও করাগুলিকে
প্রেরণা-প্রভবান্বিত ক'রে রাখে,
যা'র ফলে
তোমার কৃতিচলন
স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ'য়ে চলে ;
প্রথমেই দেখ—
তোমার প্রেষ্ঠ,
ইষ্ট
বা প্রিয়পরম যিনি,
তাঁর প্রতি সন্ধিৎসা-প্রবুদ্ধ
আকূত-অনুচর্য্যী অনুবেদনা
তোমাকে কেমনতর পেয়ে বসেছে ;
হিসেব ক'রে দেখ—
তাঁর প্রতি কত কী করার ছিল,
কী কী করেছ,
কী কী কর নি ;
এটা তোমাকে বুঝিয়ে দেবে—
তোমার অন্তঃকরণ
তাঁতে কতখানি ধৃতিমুখর হ'য়ে চলেছে,
বা তা'তে খাঁকতিই বা রয়েছে কতখানি,
কারণ, যেখানেই খাঁকতি আছে,

সেখানেই গোলমাল পাকিয়ে
যা' করণীয় তা' করতে পার নি,
তাই, সেগুলি সঙ্গতি নিয়ে
বিনায়িত হ'য়ে উঠতে পারে নি—
সময় ও সুবিধা-মত
সব চলনগুলিকে অর্থান্বিত ক'রে ;
তারপর দেখ—
তাঁর চাহিদা বা নিদেশ
কেমনতর সন্দীপনা নিয়ে
আগ্রহ-আকৃষ্ট হ'য়ে
কেমন ত্বারিত্যে
সুনিষ্পন্ন করেছ,
আর, তা' কত,
করনিই বা কতগুলি,
সুযোগ-সুবিধা হয় নি
বা সময় পেয়ে ওঠ নি !
যেগুলি দেখবে পার নি,
বুঝে নিও—
তোমার অন্তঃস্থ সম্বেগ
এমনতর উচ্ছল প্রভাবে
স্বচ্ছল হ'য়ে ওঠে নি,
যার ফলে
ঐ নানা রকম্যারির ভিতর-দিয়ে
চলনার সাথে-সাথে
সেগুলিকে বিনায়িত ক'রে
ব্যবস্থভাবে বিন্যস্ত ক'রে
তাঁর নির্দ্দেশিত করণীয়গুলিকে
সমাধান করতে পার ;
তা'র মানে—
তোমার কৃতিসম্বেগ
ঐ নিষ্ঠাকে অবজ্ঞা ক'রে

তা' করতে পারে নি ;
তারপর ভেবে দেখ—
তোমার স্বাস্থ্য ও সম্পদগুলিকে
ঐ প্রেষ্ঠ-পরিচর্য্যায়
কেমনতর সুব্যবস্থ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত ক'রে
রাখতে পেরেছ—
স্বাস্থ্য ও স্বস্তিকে অক্ষুণ্ণ রেখে ;
যতটুকু তা' পার নি—
তার মানে
তোমার নিষ্ঠাপ্রভাব
সুষ্ঠু সমীচীন চাপে
ঐ বিকৃত, ব্যত্যয়ী প্রবৃত্তিগুলিকে
সমীচীন ব্যবস্থিতিতে এনে
তোমার স্বাস্থ্য ও স্বস্তিকে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলতে পারে নি ;
যদি পার
রোজই,
নয়তো অন্ততঃ মাঝে-মাঝে
এগুলি খতিয়ে দেখো ;
এতে জাগ্রত থাকবে,
আর, বিহিত ব্যবস্থা করতে পারবে,
চৌকষ চলনে
নিজেকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলতে
পারবে ক্রমশঃই ;
ঐ পারগতা
তোমার জীবনদাঁড়াকে
সলীল স্বতঃস্ফূর্ত্ততায়
সুন্দরে সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে থাকবে,
তুমিও সুখী হবে,
অন্যেও সুখী হবে। ৮৫২৩।
১৭।১০।১৯৫৭, রাত ৮-২০

তোমার সত্তায়
তুমি যতই
ফুটন্ত হ'য়ে উঠতে লাগলে—
বাস্তব চেতনা নিয়ে,—
দুনিয়াটাও তোমার কাছে,
তোমার বাস্তব বোধনার আওতায়
তেমনি চেতনদীপ্ত হ'য়ে উঠতে লাগল—
ক্রমপর্য্যায়ী বৈশিষ্ট্য-বিন্যাসী তৎপরতায় ;
তুমি যে সত্তায় আছ,
তা' সত্য হ'য়ে
স্বতঃ-প্রদীপ্তিতে
উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠতে লাগল
তখন থেকেই—
ঐ ক্রম-বর্দ্ধনায় । ৮৫২৪ ।
১৮।১০।১৯৫৭, সকাল ৭-২৫

বিষয়-সংক্রান্ত বাস্তব সঙ্গতির
যৌক্তিক অর্থনায়
উপনীত না হ'য়েই,
তার সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম না ক'রেই,
বোধদীপনায় উপনীত না হ'য়েই
যারা নিজের মত প্রকাশ করে,
বা কোন মতকে সমর্থন ক'রে
তাতেই গড়াগড়ি যায়,
এখন এক রকম
আবার অন্য সময় অন্য রকম হ'য়ে দাঁড়ায়—
নিষ্ঠাবিভূতির বিভবে
ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা না ক'রে,—
তাদের ব্যক্তিত্ব দাঁড়াপ্রবণ নয়কো,
আর, বৈশিষ্ট্যও তাদের

দুর্ব্বল স্নায়ুসম্বন্ধ,
তাদের মত ও মতলব শুভপ্রসূ কমই । ৮৫২৫ ।
১৯।১০।১৯৫৭, সকাল ৮টা

পেটের ক্ষুধার তাড়নায়
মানুষ যখন সক্রিয় হ'য়ে ওঠে,
সে-সক্রিয়তার ভিতরে
কর্ম্মতাড়না আছে,
কর্ম্মতাড়না থাকলেও
তা' বোধবিকারের দুর্লক্ষণকেই
আবাহন ক'রে থাকে ;
আর, সাত্বত সন্ধিৎসা হ'তে
সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে
সুসংহত ক'রে
সন্ধিৎসু সমীক্ষায়
ব্যক্তিত্বের যে কৃতিচর্য্যা আরম্ভ হয়,
আর, তা'র নিষ্পন্নতায়
সে যখন উৎসাহ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
সব দিক দিয়ে
ঐ সাত্বত সম্বর্দ্ধনার
সংযোজনী উপাদান সংগ্রহ ক'রে,
সর্ব্বতঃ-সম্বর্দ্ধনী সন্দীপনার
স্ফূর্ত্তি চলনে,—
তা' তা'র ব্যক্তিত্বকে—
জীবনকে
অনুশীলনী কৃতিচলনে অভ্যস্ত ক'রে,
বোধবিন্যাসে বর্দ্ধনমুখর ক'রে তুলে
সপরিবেশ তাকে
সমুন্নত ক'রেই চলতে থাকে ;
তাই, স্বাস্থ্যকে স্বস্তিসম্পন্ন ক'রে তোল—
অভ্যাসের শুভ-অনুশীলনায় ;

খাদ্যাভাব, অবস্থানের অভাব
তোমাকে যেন
বিভ্রান্ত ও পঙ্গু ক'রে না তোলে,
আর, ইষ্টার্থ-অনুনয়নী তৎপরতায়
নিজে তো করবেই—
সমাধানী সঙ্কল্পের সহিত
ত্বারিত্যকে আশ্রয় ক'রে,
আর, তা' পরিবেশকেও যেন
ঐ অমনতর উৎসর্জ্জনী কৃতিচলনে
উদ্বুদ্ধ ক'রে
নিষ্ঠা-চর্চ্চিত আগ্রহ-আকর্ষণে
প্রভাবিত ক'রে তোলে,—
যাতে সবাই
শুভ-সন্দীপনী সৎকর্ম্মে
অজচ্ছল উচ্ছলতা নিয়ে চলতে পারে—
সার্থক শুভপ্রসু সমাধানকে
আয়ত্ত করতে করতে,
পারস্পরিকতার
শুভ-নিবন্ধনী অনুচর্য্যী অনুনয়নে,
এগুতে থাক,
স্বর্গের আবির্ভাব হ'য়ে উঠুক
তোমাদের বাস্তব জীবনে । ৮৫২৬ ।
১৯।১০।১৯৫৭, রাত ৮-৩০

যেখানে যে-বিষয়ে
আলোচনা কর না কেন,
বা যা'র সাথেই কথাবার্ত্তা বল না কেন,
ও যেমন ক'রে যা'ই কর না কেন,
সব সময়ই যেন নজর থাকে—
তোমার মৌলিক লক্ষ্য
সার্থক হ'য়ে উঠছে কিনা,

অর্থাৎ মৌলিক উদ্দেশ্যকে
সুফল সার্থকতায়
সন্নিবেশ করছে কিনা ;
যদি তা' না ক'রে—
আর, ঐ বাক্‌চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
লক্ষ্যের অন্তরায়ী কিছু বল বা কর,
বুঝে নিও—
সে-সংঘাত তোমার ঐ মৌলিক লক্ষ্যকে
আঘাত হানবে,
আর, তোমার চলনচরিত্রও
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে উঠবে ;
অমনতর হওয়া মানে—
তোমার লক্ষ্য সেগুলিকে
সংশুদ্ধ করতে পারে নি তখনও,
তাতে আগ্রহ-আবিষ্ট হও নি তুমি,
যা'র ফলে, তুমি তাতে অন্তরাসী হ'য়ে
সমস্ত চলনাগুলিকে
কথাবার্ত্তা, আলাপ-আলোচনাগুলিকে
ঐ সঙ্গতিতে বিনায়িত ক'রে
তুলতে পার,
লক্ষ্য-অনুপাতিক সংশুদ্ধি-ব্যবস্থিতি
তোমার চরিত্রে সুনিবদ্ধ হ'য়ে ওঠে নি,
তাই, অজ্ঞাতসারে
কখন কোন্ মুহূর্ত্তে
কী ক'রে ফেলে
তোমার লক্ষ্যকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলবে
তা'র ঠিকই নেই ;
তাই বলি—
লক্ষ্যে আগ্রহ-আকর্ষণায়
তোমার যা'-কিছুকে
এমনতরভাবে

ব্যবস্থ, বিনায়িত ক'রে তোল,
যা'তে কিছুতেই কখনও তা'
বেতালে না পড়ে ;
আর, এতে ব্যক্তিত্বও
অমনতর বিনায়িত হ'য়ে উঠতে থাকবে
—নানা সংঘাত
ও সুযোগ-সুবিধার ভিতর-দিয়ে ;
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
মূল উদ্দেশ্য-অনুগতি যেমন,
তোমার চরিত্রও তেমনতর হ'য়ে উঠবে । ৮৫২৭ ।
১৯।১০।১৯৫৭, রাত ৯-১৫

তোমার জীবনকৃষ্টিকে
সম্বুদ্ধ ও সম্বৃদ্ধ করতে হ'লে
তদনুপোষক
সমীচীন আহার, আচার, ব্যবহার
কথাবার্ত্তা ইত্যাদি
সঙ্গতিশীল নিয়ন্ত্রণে
বিনায়িত ক'রে চলতেই হবে ;
যতখানি চলতে পারবে না,
খাঁকতিও র'য়ে যাবে তেমনতর ;
ঐ অনুসন্ধিৎসু উৎসারণায়
তোমার সহজ জীবনকে
সমীচীন নিবেশে
নিবিষ্ট ক'রে
উপযুক্ত অনুশীলন ক'রে চলতে হবে,
তবে তো হবে !
আর, তোমার বৈধানিক কোষগুলি
যে যে উপাদানে
সম্বৃদ্ধ, প্রপুষ্ট ও প্রবৃদ্ধ ক'রে তুলতে হয়—
যেগুলিকে ত্যাগ ক'রে,

যেগুলিকে গ্রহণ ক'রে,—
সুনির্ব্বাচিত খাদ্যের সাহায্যে
তা' করতে হবে—
আচার, ব্যবহার ও কথাবার্ত্তাকে
সঙ্গতিশীল ক'রে,
স্বাস্থ্য ও বলের সমীচীন উৎকর্ষণে,
সাত্বত সম্বর্দ্ধনায়;
আর, ঐ অমনতর করার ভিতর-দিয়ে
পারিবেশিক সঙ্গতিতে
নিজেকে কৃষ্টি-অনুগ উদ্বোধনায়
সুনিয়ন্ত্রণে পরিচালিত করতে হবে ;
তবে তো ঐ কৃষ্টি
চরিত্রে সন্দীপিত হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলতে পারবে—
আহারে, বিহারে, আচারে, ব্যবহারে,
বলে, বর্ণে, আয়ুতে,
কৃতিদীপ্ত বোধ ও স্মৃতিসন্দীপনী
শৌর্য্য-বীর্য্যবত্তার প্রারব্ধ অনুনয়নে ;
যদি নিজেকে উন্নতই ক'রে তুলতে চাও,
সম্বৃদ্ধই ক'রে তুলতে চাও—
সব দিক দিয়ে,—
তোমাকে নিয়ন্ত্রণও করতে থাক
তেমনি ক'রে—
একটা প্রাজ্ঞ আচরণ-অনুশাসনের
আওতায় থেকে
তদনুগ চলনে ;
নয়তো, তোমার কৃষ্টি
বিকারমণ্ডিত হ'য়ে
ঐ বৈকারিক অনুশাসনে
তোমাকে তো অনুশাসিত করবেই,

তা ছাড়া, সেই প্রভাব বিস্তার ক'রে
পরিবেশকেও
অধঃপাতের পথে টেনে নেবে ;
তাই, উন্নতি চাও তো
উন্নত সৌকর্য্যে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চল
সব দিক দিয়ে—
বিশেষতঃ আহার, বিহার, আচার, আচরণে ;
মনে রেখো—
বৈধানিক উপাদান-সংশ্রয়ের ব্যতিক্রমে
প্রবৃত্তির ব্যতিক্রম ঘ'টে থাকে—
তা' ভাল-মন্দ উভয়তঃ,
তাই বলে "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ
সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ,
স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" । ৮৫২৮ ।
২০।১০।১৯৫৭, সকাল ৭-৫১

যা'ই আয়ত্ত করতে চাও না কেন,
নিপুণ আগ্রহ-আকূতি নিয়ে
যেমন ক'রে যা' যা' করলে
তা' হয়,
অনুশীলন-তৎপরতায়
বিধিমাফিক অনুচলনে তা'ই ক'রো ;
করাগুলি যেন এলোমেলো না হয়,
পারম্পর্য্যে সঙ্গতি বহন ক'রে
সমীচীন নিষ্পন্নতায়
যাতে পেঁছাতে পারা যায়,
তেমনি ক'রেই তা' কর—
উদ্দেশ্যে আগ্রহ-উন্মাদনা নিয়ে ;
ঐ অমনতর চলনা যতই
নিখুঁত সঙ্গতি নিয়ে চলতে থাকবে,

আয়ত্তও করতে পারবে তেমনতর,
করার এমনতর আচরণই হ'চ্ছে
হওয়া বা পাওয়ার পরম ধর্ম্ম । ৮৫২৯।
২০।১০।১৯৫৭, রাত ৯-৪০

নাই, নাই ক'রে বেড়িও না,
'কেউ দিল না,
পেলাম না' বলে আর্ত্ত হ'য়ে
নিজেকে অবসন্ন ক'রে তুলো না,
অস্বাভাবিক 'হা হতোঽস্মি' রব তুলে
নিজেকে লোকের কাছে নিঃস্ব প্রতিপন্ন ক'রে
তাদের অনুগ্রহপ্রার্থী হ'তে যেও না,
বরং
দেখ,
শোন,
বোঝ,
আর এই দেখে,
শুনে,
বুঝে
তোমার আয়ত্তের মধ্যে যা' করতে পার,
তাই কর—
সুষ্ঠু শুভ-নিষ্পাদনায় ;
আর, এই করার অবদান যা' পাও,
প্রীতি-পরিচর্য্যার অবদান যা' পাও,
তা'ই বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলে গ্রহণ কর,
আর, তা'র উপযুক্ত ব্যবহারে
ক্রমান্বয়ে যাতে সম্বর্দ্ধিত হ'তে পার
তেমনি ক'রেই চল ;
পরের কোন ঐশ্বর্য্যে লোভ ক'রো না,
তোমার নিষ্পাদনী অনুচর্য্যা

তোমাকে যে ঐশ্বর্য্যের অধিকারী
ক'রে তুলে থাকে,
তাতেই খুশী হ'য়ে চল—
তোমার উপস্থিতি যা'তে
সবাইকে নন্দিত ক'রে তোলে—
এমনতর আচার, ব্যবহারে ;
পরের সুখে সুখী হ'তে শেখ,
অন্যের ঐশ্বর্য্যে আনন্দিত হও,
ঐ আনন্দ তোমার মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রকে
স্ফূর্ত্ত আন্দোলনে আন্দোলিত ক'রে
বোধশক্তি সঞ্চার করবে,
তুমিও নিস্পাদন-তৎপর হ'য়ে উঠবে
বোধ-বিকিরণী প্রতিভা নিয়ে ;
'নাই, নাই
হা হতোঽস্মি,
দিল না, পেলাম না'—
ইত্যাদি ভাব, বোধ ও বলা
তোমার মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রকে
সঙ্গতিহারা বিহ্বল ক'রে
অবসন্ন ক'রে তুলবে,
তাতে বরং শক্তি লোপ পাবে,
কৃতি-নিষ্পন্নতার নন্দন-উপভোগ হ'তে
তোমাকে বঞ্চিত ক'রে তুলবে ;
তাই বলি—ওঠ,
জাগ,
কর,
আর, ঐ করার স্নেহ-অবদানে
বর্দ্ধিত হও,
অন্যকেও ক'রে তোল,
সুখী হবে,
আনন্দ পাবে,

ঐশ্বর্য্যের স্বতঃ-আবির্ভাব
তোমাকে কৃতী আসনে আসীন ক'রে
বর ও অভয়ে নন্দিত ক'রে তুলবে । ৮৫৩০ ।
২১।১০।১৯৫৭, রাত ৭-৪৫

শিষ্টবিধি-বিশাসিত
ও সাত্বত ন্যায়-নিয়ন্ত্রিত
পরিণয়-সিদ্ধ যৌন-সংস্রব
দুষ্ট নয়কো,
তাই, তা' পাপের নয়কো ;
যৌন-সংস্রব কেন,
বৈধী সাত্বত ন্যায়-নিয়ন্ত্রিত
যে-কোন কাজই হো'ক না কেন,
তা' পুণ্যেরই । ৮৫৩১ ।
২১।১০।১৯৫৭, রাত ১০টা

যুক্তি বা আলোচনা
যেখানে বাস্তব বোধের
ব্যত্যয়ী হ'য়ে ওঠে
বা ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে,
যা' সমীচীন সাত্বত শ্রেয়কে
অগ্রাহ্য ক'রে,
অবাস্তব ধারণার প্রশ্রয় দিয়ে,
তা'রই কবলে নিক্ষেপ ক'রে
নিষ্ঠা ও সাত্বত অনুচলনকে ব্যাহত করতে থাকে,
সে-যুক্তি যতই তীক্ষ্ন হো'ক না কেন,
আর, সমীচীন বলে মনে হোক না কেন,
তা' কিন্তু বাস্তব উৎকর্ষের পরিপন্থী,
আর, অপকর্ষের ধূমায়িত আহুতি,
তাই তা' পাপের । ৮৫৩২ ।
২২।১০।১৯৫৭, সকাল ১০টা

প্রবৃত্তির চাহিদাকে আঁকড়ে ধ'রে
আপূরিত করতে গিয়ে
বিভিন্ন রকমের সংঘাতের ভিতরে
নিজেকে গা-ঢাকা দিয়ে
রকমারি ভাবভঙ্গী ও অনুচলন-অবলম্বনে
যে-জটিলতার উদ্ভব হয়,
সেগুলি হ'চ্ছে ঐ চাহিদার
জটিল গ্রন্থি। ৮৫৩৩।
২২।১০।১৯৫৭, বিকাল ৪-৩০

তোমার অন্তর-বাহিরের যা'-কিছু
শ্রেয়ার্থ-অন্বয়ে
কৃতিদীপনায়
সার্থক সঙ্গতিশীল তৎপরতা নিয়ে
শুভসন্দীপী বিহিত অর্থনায়
চৌকষ সঙ্গতিশীল সংযোজনায়
নিটোল হ'য়ে যদি না ওঠে,—
তোমাতে তোমার ব্যক্তিত্বই
সুস্থ সন্দীপনায়
গজিয়ে উঠবে না,
তার মানে, নিটোল ব্যক্তিত্বের
উদ্ভবই হ'য়ে উঠবে না ;
শ্রেয়-সঙ্গীতি নিয়ে
কৃতি-সার্থকতায়
অমনতর যতখানি হ'য়ে উঠবে,
তোমার ব্যক্তিত্বও
তেমনিই হবে কিন্তু ;
নয়তো, এলোমেলো ব্যতিক্রমশীল
বিভ্রান্ত উন্মাদনাতেই চলতে হবে—
এখন একরকম
তখন অন্যরকম—

এমনতর বিচ্ছিন্ন চলন নিয়ে ;
ব্যক্তিত্বেই সত্তার শুভ সার্থকতা । ৮৫৩৪ ।
২৩।১০।১৯৫৭, সকাল ৮-১৫

যাদের যৌনজীবন অনিয়ন্ত্রিত,
দায়িত্বহারা,
আত্মমর্য্যাদাবিহীন,
প্রতিলোম-প্রশ্রয়ী,
বৈশিষ্ট্য ও বংশানুক্রম-ব্যত্যয়ী,
মোকথা কথায়, তাদের ব্যক্তিত্ব
বিশ্লিষ্ট,
ওজোদীপনা ও ক্রমাগতি তাদের
বিচ্ছিন্নই হ'তে দেখা যায়
প্রায়শঃ,
উৎসাহও সেখানে তেমনতর
বিমর্ষ ও বিক্ষিপ্ত ;
আবার, এই যৌনজীবন
যেখানে যত শ্লথ,
জীবনস্ফূর্ত্তিও সেখানে তেমনতর মন্থর । ৮৫৩৫ ।
২৪।১০।১৯৫৭, সকাল ৯-২০

বিষয় বা ব্যাপারের
সান্নিধ্য ও সংস্রব-সংস্পর্শে
তোমার অনুচলন ও অনুভবে
উপস্থিত হ'য়ে
শুভসম্পাদনী বা অহিত সৃষ্টি করে—
এমনতর যা'-কিছু বহুদর্শিতা
তোমার সাত্বত জীবনকে
যেমন ক'রে যেভাবে
শুভ বিন্যাস বা বিপর্য্যয়ে
বিশেষিত ক'রে

কর্ম্মপ্রতিভার সহিত
যে অনুভাবাত্মক জ্ঞানে
তোমাকে উচ্ছ্রিত ক'রে তুলেছে,—
তারই সার্থক, সমীচীন, সুসঙ্গত
রসাত্মক, হিতপ্রসু যে অভিব্যক্তি
তোমার গন্তব্য স্থির ক'রে দেয়,
তাকে সাহিত্য বলা যায় । ৮৫৩৬ ।
২৫।১০।১৯৫৭, সকাল ৮-৩০

তোমার বলা, পড়া বা শোনা
যতটুকু করায় উদ্‌ভিন্ন হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্বের
যেমনতর বিকাশ এনে দেয়,
তোমার ব্যক্তিত্বও
তেমনতরই অনুভূতিসম্পন্ন ;
আর, যা' করার আনাচে-কানাচেও
উপস্থিত হয় নি,
তা' শুধু ভাবালুতার বিকাশ-মাত্র,
তুমি তা'র অধিকারী নও,
অর্থাৎ তোমার ব্যক্তিত্বে
ঐ অনুভূতিকে ধারণ কর নি । ৮৫৩৭ ।
২৫।১০।১৯৫৭, সকাল ৯-৪৫

চাওয়ার অত্যুগ্র আগ্রহ—
যা'তে মানুষ চাহিদা-আতুর হ'য়ে ওঠে,
তা' কিন্তু ক'রে পাওয়ার অনুশীলনকে
শিথিলই ক'রে তোলে ;
চাও তো কর,
আর, এমনভাবে কর—
সমীচীন শুভ-নিষ্পন্নতায়,—

যাতে, তোমার পাওয়া স্বতঃ হ'য়ে ওঠে। ৮৫৩৮।
৩০।১০।১৯৫৭, বেলা ১০-৩৫

মানুষের অন্তর-বাহিরের অবস্থা ও বল
বিবেচনা ক'রে
তা'র সঙ্গে আচার, ব্যবহার,
কথাবার্ত্তা, আপ্যায়ন-অনুচর্য্যা ক'রো,
আর, তা' যেন
সত্তাপোষণী সুন্দর হ'য়ে ওঠে ;
তোমার আবির্ভাবই যেন
তা'র কাছে জীবনীয় হয় ;
আর, এ কিন্তু সবার বেলায়ই। ৮৫৩৯।
৩১।১০।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-১৫

বহুনৈষ্ঠিক যা'রা,
তা'রা সাধারণতঃ যুগপুরুষের প্রতি
অসূয়াপরবশই হ'য়ে থাকে। ৮৫৪০।
১।১১।১৯৫৭, সকাল ৯-৫০

অস্তিত্ব-সংরক্ষণায়
অনুরাগ সবারই,
এই অস্তিনিহিত সত্তায়
প্রীতি সবারই ;
তাই, সত্তাসম্বর্দ্ধনী যা'-কিছু
তা' সবারই সরাসরি স্বার্থ,
সাত্বত চলন সেইজন্য
সকলেরই আকাঙ্ক্ষিত ;
আর, মানুষের সাত্বত সম্পোষণার
কেন্দ্রপুরুষই হ'চ্ছেন আচার্য্য,
যিনি নিজের আচরণের ভিতর-দিয়ে

সাত্বত সম্বর্দ্ধনা ও সংরক্ষণার
উপায়গুলি অবহিত আছেন ;
আর, যেমন চলনের ভিতর-দিয়ে
যেমন করণের ভিতর-দিয়ে
এই অস্তিত্ব বা সত্তা
আপালিত হয়,
আপূরিত হয়,
আপোষিত হয়,
এক কথায়, বিধৃত হয়,
ধারণ-পালন-পোষণে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে,—
তা'ই হ'চ্ছে ধর্ম্ম ;
এই ধারণ-পালন-সম্বেগের উৎস যিনি—
তিনিই ঈশ্বর,
ঈশ্বর মানেই হ'চ্ছে
আধিপত্য যাঁর আছে,
আর, আধিপত্য মানে কিন্তু
ঐ ধারণ-পালনী আবেগ, সম্বেগ বা প্রবৃত্তি ;
এই ধারণ-পালনী সম্বেগ
সত্তার অন্তরে আবির্ভূত হ'য়ে
তাকে ধৃতিপোষণায়
সংরক্ষিত ক'রে থাকে বলেই
তিনি সবারই অন্তরে
অধিষ্ঠিত থাকেন ;
আবার, এই অধিস্থিতির মরকোচ
অর্থাৎ যেমন ক'রে যা' করতে হয়,
চলতে হয়,
আচরণের ভিতর-দিয়ে
নিজেকে আপূরিত করতে হয়—
তা'র বেত্তাপুরুষই হ'চ্ছেন বাস্তব আচার্য্য,
তিনিই পুরুষোত্তম,

মূর্ত্ত ঈশ্বর তিনিই ;
আবার, ঐ আচার্য্যে সম্যক স্থিতি
অর্থাৎ নিষ্ঠা ও তাঁর নিদেশ-পালন
মানুষকে সার্থক সঙ্গতিশীল ক'রে,
সক্রিয় বিন্যাস-বিনায়নে
তার সংস্থিতিকে সংস্থ ক'রে
এই অস্তি বা অস্তিত্বকে
বর্দ্ধনপুষ্ট ক'রে তোলে—
শ্রদ্ধাপূত, নিষ্ঠা-সংক্ষুব্ধ
তৃষ্ণার তরতরে সম্বেগে
জীবনকে কৃতিমুখর ক'রে,
অনুশীলন-তৎপর ক'রে ;
ঐ আচার্য্যই মানুষের পরমেষ্টি,
যুগপুরুষ তিনি,
তিনিই পরমপুরুষ ;
তাই, নিষ্ঠানন্দিত অনুচলনে চল—
আবেগ-উদ্দীপ্ত কৃতিমুখর অনুরাগ নিয়ে ;
তাঁকে অনুসরণ কর,
অনুভব কর,
সঙ্গতিশীল সার্থক বিনায়নে
নিজেকে বিনায়িত করতে থাক,
আর, এমনতর ক'রেই
অমৃতের অধিকারী হও ;
এই হ'চ্ছে মোক্‌থা কথা । ৮৫৪১ ।
১।১১।১৯৫৭, বেলা ১০-৪৫

যে প্রতিষ্ঠা
সাত্বত ঐতিহ্যকে ব্যাহত করে,
কৃষ্টি-ব্যত্যয়ী হয়,
তার প্রভাব থাকতে পারে,

কিন্তু তা' যে জাতীয় বিভব-বিধ্বংসী,
তা' ঠিকই । ৮৫৪২ ।
১।১১।১৯৫৭, রাত ৮-১৫

কৃতি-চলনে চল—
সাত্বততপা হ'য়ে,
সপারিপার্শ্বিক নিজের অনুচর্য্যাতৎপর
উদ্বর্দ্ধনী অনুনয়নে—
ধৃতি-পরিপালনায় ;
আর, তোমার আগ্রহকে
ঐ সমাধান-ক্ষুধার্ত্ত ক'রে রাখ—
স্বাস্থ্যে সংস্থ থেকে ;
তোমার প্রত্যাশাই হো'ক—
ঐ নিষ্পাদনী আত্মপ্রসাদ,
আর, তা' তোমাকে শুভ-বিন্যাসে
কল্যাণস্রোতা ক'রে তুলুক । ৮৫৪৩ ।
২।১১।১৯৫৭, সকাল ১০-১০

তুমি বিচক্ষণ বৈধী নিয়ন্ত্রণে
নিয়ন্ত্রিত হও—
তোমার অন্তঃস্থ ধারণ-পালনী সম্বেগের
বিহিত বিনায়নে,—
যা'তে সম্ভবমত তোমার সত্তাই
তোমাকে চিকিৎসা করতে পারে—
প্রাকৃতিক পরিবেষণার ভিতর-দিয়ে,
সহজ পরিশুদ্ধভাবে,
সাত্বত সংস্কৃতিকে অটুট রেখে,
সমীচীন কৃতিমুখর উদ্দীপনায়,
আর, তা'ই কিন্তু ভাল । ৮৫৪৪ ।
২।১১।১৯৫৭, বেলা ১১-৪০

তুমি যা'র দায়িত্ব নিয়ে চল না—
স্বতঃ-প্রণোদনী আগ্রহ নিয়ে,
শুভ-কল্পে,
অভিপ্রায়-অনুসারিণী অনুচর্য্যা হ'তে
বিরতই থাক,
যাকে ধারণ, পোষণ, পালন-পরিচর্য্যার
বালাই তোমাকে
বহন করতে হয় না,
কথায় তুমি তাকে যা'ই বল না কেন,
কাজের বেলায় বস্তুতঃ
অতি অকিঞ্চিৎকর বা কেউই নয় সে
তোমার কাছে ;
তা'র অবস্থার হ্রাসবৃদ্ধি,
উন্নতি-অবনতি
তোমাকে আপূরণী তৎপরতায়
উদ্দাম ক'রে তোলে না কো,
এক কথায়, তা'র থাকা না-থাকায়
তোমার হ্রাসবৃদ্ধি কমই হয়—
কি অন্তরে, কি বাহিরে ;
তা'র কাছে চাওয়া, পাওয়া
তোমার পক্ষে যে কতখানি
আত্মস্বার্থসেবী মূঢ়ত্ব
তা' কি ভেবে দেখেছ ?
তা' কি বোঝ ?
আর, তা'র ব্যক্তিত্ব কি তোমাকে
অনুশীলনদীপ্ত করে তোলে—
সমাধানী সার্থকতায় ?
—তোমাকে কি নন্দিত ক'রে তুলে থাকে—
আত্মপ্রসাদ-অনুকম্পায় ?
তোমার সাত্বত সম্বর্দ্ধনা
সে চাওয়ায়

সে পাওয়ায়
দৈন্য-অধিষ্ঠিত হ'য়ে চলবে—
তা' কিন্তু অতিনিশ্চয়। ৮৫৪৫।
২।১১।১৯৫৭, বিকাল ৫-৩০

তুমি যে যে কাজের দায়িত্ব নিয়ে
আছ বা চলেছ,
সেগুলি সব তোমারই করণীয়,
তোমার অনুপস্থিতিতে
বা তোমার অনুরোধে
যদি কেউ তা' করে,
তা'কে প্রীতি-পরিচর্য্যায়
আপ্যায়িত ক'রো,
আর, তুমি উপস্থিত থাকলে
সে কাজগুলি নিজেই ক'রো—
যাতে সে দুঃখিত না হয়—এমনতরভাবে ;
যদি তা' না কর,
তোমার কৃতি-আগ্রহ
বিচ্ছেদদুষ্ট, মূঢ় হ'য়ে উঠবে ;
আবার, কা'রও দায়িত্বকে
যদি তুমি কেড়ে নিয়ে
নিষ্পন্ন করতে যাও—
তার বিনা অনুরোধে,
সম্মতি বা সাহায্য-প্রার্থনায়,—
তা'ও তোমার পক্ষে সমীচীন হবে না,
তুমি বিচ্ছিন্নকর্ম্মা হ'য়ে উঠবে ;
বিরাগ-প্রবোধনা
তোমাকে মূঢ় ও আক্রুষ্ট ক'রে তুলবে,
ব্যত্যয়ী বিষাদে
ব্যতিক্রান্ত হৃদয়ে

ক্রমশঃই তুমি মূঢ়ত্বে
অবশায়িত হ'তে চলবে ;
একটু দেখেশুনে বুঝেসুঝে চ'লো,
যে পারে না, তাকে সাহায্য ক'রো,
যে বিব্রত—
অনুচর্য্যা-আপ্যায়নায়
সুব্রত ক'রে তুলো তাকে,
কর্ম্মদেবতা তোমাকে
আশিস্-ভূষিত ক'রে তুলবেন। ৮৫৪৬।
২।১১।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৫-৫০

মন্ত্রের দেবতা মানেই
তন্নিহিত ভাববৃত্তি ;
যেমনতর চিন্তন ও মননের ভিতর-দিয়ে
যে ভাববৃত্তি
তোমাতে অধিষ্ঠিত হ'য়ে ওঠে,
অর্থাৎ যে ভাব-বিনায়নের ভিতর-দিয়ে
তোমার আগ্রহ-উদ্দীপনা
কৃতি-তৎপর হ'য়ে উঠে
আবেগ-উচ্ছলতায়
তোমাকে তৎকর্ম্মে বিনিয়োগ করে,
সেই ভাববৃত্তি ঐ মন্ত্রের দেবতা ;
যা'ই কর না কেন,
ঐ ভাববৃত্তির উদ্বোধনা
যেমনতর সুষ্ঠু শক্তি-সম্পন্ন
ও অনুক্রিয় হ'য়ে উঠবে,
তোমার মনন ও কৃতি-তৎপরতাও
অনুশীলনমুখর হ'য়ে
তেমনি নিষ্পন্নতায়
তোমাকে অধিষ্ঠিত রাখবে—
দীপনচর্য্যার ভিতর-দিয়ে ;

ভাববৃত্তি মানেই
হওয়াকে বরণ করা,
ক'রে হওয়ানর আগ্রহ-উদ্দীপনায়
নিজেকে নিয়োজিত করা,
হওয়াতে থাকা ;
আবার, মন্ত্রজ্ঞ হওয়া মানেই হ'চ্ছে—
অন্ধিসন্ধি-সহ কাজের মরকোচ জেনে
অনুধাবন ক'রে
উপযুক্ত নিয়োজনায়
তাকে নিষ্পন্ন করা—
বিচক্ষণ ধী নিয়ে মন্ত্র জানা । ৮৫৪৭ ।
২।১১।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬টা

কেউ যদি তোমাকে নমস্কার করে,
ইষ্টস্মরণে প্রতিনমস্কার ক'রো—
প্রণত অন্তরে ;
ইষ্ট ও ইষ্টার্থে লক্ষ্য রেখে
অন্তরে প্রার্থনা ক'রো—
'শ্রদ্ধাপূত শুভ-সম্বর্দ্ধনায়
তুমি ও তোমরা
নীরোগ সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক' ;
যেখানে সম্ভব হয়,
সঙ্গে সঙ্গে আরো প্রার্থনা করো—
'তোমার বা তোমাদের বাপ-মা,
ভাই-বোন, পুত্র-কলত্র,
সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন,
বন্ধুবান্ধব, পরিবার-পারিপার্শ্বিক সহ
নীরোগ সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে
বেঁচে থাক ;
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
সাত্বত শুভ-সম্বর্দ্ধনী পরিচর্য্যা-নিরতি নিয়ে

কৃতি-সন্দীপনায়
নিষ্পন্নতার আত্মপ্রসাদে
শুভে সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে চল ;
এমনি ক'রেই প্রত্যেকে
অযুত আয়ু নিয়ে বেঁচে থাক—
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
পরিতৃপ্তি অর্জ্জন ক'রে' ;
যত পার,
এমনি ক'রে সবাই
স্বাস্থ্য, ধী ও আয়ুর অধিকারী হও,
কৃতিদীপ্ত শুভ-সম্বর্দ্ধনী হও । ৮৫৪৮ ।
২।১১।১৯৫৭, রাত ৭-৪০

কা'রও চরিত্র, অবস্থা,
চাহিদা ও রকম-সকম সম্বন্ধে
সঙ্গতিশীল বোধ
যদি না থাকে—
বিহিত অনুধ্যান ও অর্থবাহী সমীক্ষা নিয়ে,—
তবে সে কখন কোন্ ইঙ্গিতে
কী রকমে কী চায় বা বলে,
তা' ধারণা করাই কিন্তু
তোমার পক্ষে দুরূহ হ'য়ে উঠবে ;
যা'কে দেখ,
যা'র সঙ্গ কর,
সতর্ক নজরে
সঙ্গতিশীল মনন নিয়ে
তা'কে এমনভাবে দেখ, শোন, বোঝ—
ইষ্টানুগ আত্মনিয়ন্ত্রণী সমীক্ষায় দাঁড়িয়ে,—
যা'তে অনুমানে টক ক'রে
তা'র চাহিদাকে অনুধাবন করতে পার—
একটা চাউনি,

একটা রকম,
একটা কথা
বা হাবভাব থেকে ;
অনেক বহুদর্শিতা
আয়ত্তে আসবে তোমার । ৮৫৪৯ ।
২।১১।১৯৫৭, রাত ৮-৩২

জানতে যদি চাও,
মান,
পরিচর্য্যা কর,
যে মানে না,
সে জানে না,
মূঢ়ত্ব তা'র ঘুচবে কি ক'রে ? ৮৫৫০ ।
২।১১।১৯৫৭, রাত ১০-৩৮

নিজে ইষ্টীপূত হ'য়ে ওঠ,
ইষ্টার্থ-পরিচর্য্যায়
তোমার জীবনকে উৎসর্গীকৃত ক'রে তোল—
আগ্রহ-উচ্ছল একবুদ্ধি হ'য়ে ;
তোমাকে ও তোমার যা'-কিছুকে
সব দিক দিয়ে
সাত্বত দীপনায়
যোগ্য ক'রে তোল,
জীবন, জীবনীয় কর্ম্ম ও যা'-কিছুকে
সার্থক সঙ্গতিশীল ক'রে তোল,
এমনি ক'রে নিজে সংবর্দ্ধিত হও,—
যজনের মূলতরহস্য তো এইই ;
সঙ্গে-সঙ্গে তোমার পরিবেশকে
ইষ্টীপূত প্রসাদ-নন্দনায়
ইষ্টার্থ-অনুবেদনায়

আগ্রহ-উচ্ছল একবোধি ক'রে
তা'কে ও তার পরিবার-পরিবেশকে
যোগ্য ক'রে তোল,
ঐ অমনতরই সঙ্গতিশীল ক'রে তোল—
সব যা'-কিছুর সুব্যবস্থ কৃতিদ্যোতনায় ;
আর, এমনি ক'রেই সবাইকে
সংবর্দ্ধিত ক'রে তোল,
যাজনের আদিম মর্ম্ম কি এই নয় ?
আর, যজন-যাজন এমনতরই,
আর, এতেই তা'র সার্থকতা । ৮৫৫১ ।
৪।১১।১৯৫৭, সকাল ৯-৫০

প্রাচীন প্রাজ্ঞদের
বাস্তব জ্ঞানভূমিতে দাঁড়িয়ে
আরোর পথে চল,
যে আরোর সার্থক সঙ্গতি থাকে—
ঐ প্রাচীনের সাথে,
আর, সঙ্গতিহীন যা',
নিশ্চয়ীকৃত, চৌকষ, অন্বিত অর্থ-বৰ্জ্জিত যা',
যা' পারম্পর্য্যকে ব্যাখ্যা করতে পারে না—
বাস্তব বিনায়নে,—
এমনতর বিধিবিজ্ঞান
অবান্তরই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ—
ছিন্ন বা ছন্ন অনুক্রমণায় ;
তাই, যা'-কিছুই গ্রহণ করতে চাও,
সন্ধিৎসার সহিত
দক্ষ নৈপুণ্যে
তা'র সঙ্গতি-অবধান-তৎপর হও—
চৌকষ দৃষ্টি নিয়ে,
তবে তা'কে নিশ্চিতভাবে গ্রহণ কর । ৮৫৫২ ।
৪।১১।১৯৫৭, বেলা ১১-২৫

মনে রেখো—
ইষ্টায়িত অনুনয়নে
যোগ্য পরিচর্য্যায়
শুভ সু-সমাধানী আত্মপ্রসাদই
ধর্ম্মের প্রসন্ন আশীর্ব্বাদ—
তা' যেখানে যেমন যা'ই কর না কেন ;
পরমার্থের পথই তো ঐ। ৮৫৫৩।
৪।১১।১৯৫৭, রাত ৭-৩০

আমি বলি—
দাগাবাজি ছাড়,
দাগাবাজি মানে প্রবঞ্চনা,
বিশ্বাসঘাতকতা ;
নিষ্ঠারঞ্জিত প্রতুল আগ্রহে
পরিচর্য্যাপরায়ণতাকে
তোমাতে প্রকৃষ্ট ক'রে তোল ;
তোমার অন্তঃকরণ
আকর্ষণ-স্থণ্ডিল হ'য়ে উঠুক,
সেই স্থণ্ডিলে আকর্ষণীর আবির্ভাব হো'ক,
আর, কৃষ্টি
দীপন-প্রভাবে বিকীরিত হ'য়ে
তোমার চরিত্রকে প্রভাবিত ক'রে
বিভূতি-প্রভাবনায় বিকীর্ণ হ'তে থাকুক ;
ঐ অন্তঃকরণের
আগ্রহ-আকুল উদ্দীপনার ভিতর-দিয়ে
লোকচর্য্যা-নিরতি নিয়ে
তাদের অস্তিবৃদ্ধির পরিচর্য্যায়
পরিব্যাপ্ত হ'য়ে ওঠ তুমি ;
ঐ পরিব্যাপনী আলোকমূর্ত্তি
ইষ্টায়িত কৃষ্টত্বের আবির্ভাব নিয়ে আসুক
তোমার জীবনের প্রতিটি কানায়-কানায় ;

তুমি উচ্ছল উদ্দাম হ'য়েও
সৌম্য সন্দীপনায়
ধীর বোধনা নিয়ে
সবাইকে সেই প্রসাদ বিতরণ কর ;
নিজে নন্দিত হও
ও নন্দিত ক'রে তোল সবাইকে,
ঐশ্বর্য্য তোমার আরতি করুক,
বিভব তোমার বিভূতিকে
উপাসনা করুক,
হৃদয় তোমার
প্রতিটি হৃদয়ে প্রবেশ ক'রে
প্লাবন সৃষ্টি করুক,
তুমি অমৃতমূর্ত্তি হ'য়ে ওঠ । ৮৫৫৪ ।
৪।১১।১৯৫৭, রাত ১১টা

উপস্থ ও উদরের পরিচর্য্যায়
সত্তাকে ভুলে যেও না,
তোমার সত্তা যদি
ব্যাহত হ'য়ে চলে,
তোমার উপস্থ বল,
উদরই বল,
পরিবেশ-সমন্বিত দুনিয়াই বল,
সবই ব্যাহত হ'য়ে উঠবে তোমার কাছে,
দুরদৃষ্টের ইন্ধন হ'য়ে উঠবে তুমি । ৮৫৫৫ ।
৫।১১।১৯৫৭, সকাল ৮টা

লোকপ্রজনন-উৎসকে
যা' ব্যভিচারদুষ্ট ক'রে তোলে,
ব্যতিক্রম-বিভ্রান্ত ক'রে তোলে,
সে নীতি, বিধি বা দর্শন
যা'ই হো'ক না কেন,

তা' পাপদুষ্ট,
পাতক-প্রজনক,
তাই, তা' মহাপাপের,
কারণ, তাতে প্রতিটি ব্যক্তিজীবনই
ব্যতিক্রান্ত ও ব্যভিচারদুষ্ট হ'য়ে থাকে—
জনন-দুর্য্যোগ-গ্রস্ত হ'য়ে,
বৈধানিক বোধদীপনী সমীক্ষাকে
ঝাপ্সা ক'রে দিয়ে
অন্ধ ক'রে দিয়ে—
প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট ভোগবৃত্তির
অবিমৃষ্যকারী
দুর্নৈতিক চলন-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে ;
তাই সাবধান, সাবধান,
অতি সাবধান ! ৮৫৫৬ ।
৫।১১।১৯৫৭, বেলা ১১-৩০

বিহিত সত্বরতায়
সততার সহিত
শুভ যা'-কিছু
তা'কে সুনিষ্পন্ন কর,
আর দেখ, কখন কেমন ক'রে কী করলে,
আর, তা'র ফলই বা কী হ'ল ;
ভেবে দেখ—
আরো ভাল ক'রে
কত কম সময়ে
কত কিছু করা যায় ;
সব যা' কিছুকে
ইষ্টার্থী শুভ-সঙ্গীতিতে
বিনায়িত ক'রে তোল
এমনি ক'রে ;

ক্রমেই পারগতার অধিকারী হ'য়ে উঠবে । ৮৫৫৭ ।
৬।১১।১৯৫৭, বেলা ১০-৫৫

অভিমান, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা,
আত্মগৌরবী চলন—
এগুলি সবই
মানুষের অপ্রতিষ্ঠাকেই ডেকে আনে—
অন্তঃস্থ সৎ-নিষ্ঠাকে ব্যাহত ক'রে ;
আর, শাতন তা'কে নিজেরই
গুণ-গরিমার উপঢৌকন
জুগিয়ে চলে—
একটা স্বাদু, সঙ্কীর্ণ, প্রবৃত্তিরঞ্জিত
ছিদ্রান্বেষী আহাম্মক অহমিকার
অনুশাসনে । ৮৫৫৮ ।
৬।১১।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৪৫

মিতি-চলনে চল—
ত্বারিত্য, প্রস্তুতি ও প্রয়োজনের
পরিপ্রেক্ষায় । ৮৫৫৯ ।
৭।১১।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-১৫

আচরণের ভিতর-দিয়ে
যিনি সাত্বত বিধিকে জানেন নি
বা অনুভব করেন নি,
তা'র মরকোচগুলিতে
অবহিত হ'য়ে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠেন নি,
যাঁ'র সহজ চলনায়
ঐ আচরণ অভিব্যক্তিলাভ করে নি,
তাঁর প্রবর্ত্তনা যা'ই হো'ক না কেন,
তিনি বড়জোর বাচক জ্ঞানী হ'তে পারেন,

অনুশাসনপালী সাধকও নন,
আচার্য্যও নন ;
তোমার শিক্ষা-দীক্ষার তীর্থই হ'চ্ছেন—
ঐ আচার্য্য বা সদ্‌গুরু ;
আচরণ-অভ্যস্ত আচার্য্য না হ'লে,
অনুভূতি না থাকলে,
সঙ্গীতশীল অর্থান্বিত হ'য়ে
বাস্তবে অন্বিত না হ'লে
প্রাজ্ঞ অভিনিবেশের আবির্ভাবই
সেখানে হয় না কিন্তু ;
তাই, আচার্য্য-সন্ধানী থাক,
যদি পাও,
তাঁকেই গ্রহণ ক'রো,
তাঁকেই তোমার জীবন-চলনার
কেন্দ্রপুরুষ ক'রে নিও,—
কৃতার্থ হবে ;
মনে রেখো—
পুরুষোত্তম অর্থাৎ মূর্ত্ত ঈশ্বর যিনি,
তিনিই বিশ্বের পরমতীর্থ । ৮৫৬০ ।
৭।১১।১৯৫৭, রাত ৮টা

সিদ্ধ বিজ্ঞানকে গ্রহণ ক'রো,
কাজে লাগিও,
আবার, বিজ্ঞান-সিদ্ধ যা'-কিছু
তা' ব্যবহার ক'রো—
তোমার সাত্বত অভিযানে ;
আর, সন্ধিৎসু সমীক্ষায়
সতর্ক অভিনিবেশ নিয়ে
অর্থাৎ দৃষ্টি নিয়ে
যা' সিদ্ধ হয় নি,
সেগুলিকে

সঙ্গতিশীল অর্থনায় নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সিদ্ধত্বের বাস্তবতায় নিয়ে এসো ;
এখনও বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ যা',
সাত্বত সংরক্ষণার পরিপন্থী যা',
তা'কে পরিচর্য্যায় সিদ্ধ ক'রে
তা'র বিশেষ ও নির্ব্বিশেষ জ্ঞানে
অধিরূঢ় হ'তে চেষ্টা ক'রো ;
আর, ভৃতি ও ধৃতি-পরিচর্য্যায়
বা অসৎ-নিরোধী প্রয়োগে
যেখানে যতটুকু প্রয়োজন
তেমনতরভাবে সিদ্ধ বিজ্ঞানকে নিয়ে
নিজে আপদমুক্ত থেকে
সমীচীন বর্দ্ধনায় তা'কে নিয়োগ ক'রো ;
এমনি ক'রেই এগিয়ে চল
আরো, আরোর পথে—
তা' যে-কোন বিষয়েই হো'ক না কেন—
সব নিয়ে সামগ্রিকতার সহিত
পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টিতে ;
আর যেখানে যেটিকে
যেমনতর ক'রে
আয়ত্ত ও নিয়োগ করলে
সপরিবেশ তোমার উৎকর্ষ
অবাধ হ'য়ে ওঠে,
তাইই ক'রো ;
ব'সে থেকো না—
শুধু ভাবনার মৌতাত নিয়ে ;
কৃতি-নন্দনায়
সক্রিয় উদ্যমে
আপূরণী পরিবেশনায়
তোমার যা'-কিছুকে
বাস্তবে নিয়ন্ত্রিত ক'রে

বাস্তব উৎকর্ষণার
অভিযাত্রী হ'য়ে ওঠ ;
সার্থক হ'য়ে ওঠ এমনি ক'রেই—
তোমার ধারণ, পালন ও পোষণ-সম্বেগকে
ধৃতিমুখর ক'রে,
কৃতি-নিয়মনায়
অমৃত জীবনকে আয়ত্ত করতে করতে ;
ঐ তো অমৃত-পথ । ৮৫৬১ ।
৭।১১।১৯৫৭, রাত ১০-১৬

প্রাচীনের স্মৃতিলেখাগুলিকে
আস্তাকুড়ে ফেলে দিও না,
সযত্নে রক্ষা কর—
সম্বর্দ্ধনার দীপালী-আরতি নিয়ে ;
তোমার প্রাচীন পুরুষদিগকে
স্মরণ কর—
সমীচীন অভিনিবেশ নিয়ে,
আর, ঐ লেখাগুলিকে
বেশ করে বিনিয়ে-বিনিয়ে
দেখ, বোঝ,
তা' থেকে যা' পাও,
সেগুলিকে সংগ্রহ কর,
তোমার চলতি তথ্যলেখায়
সেগুলিকে লিপিবন্ধ ক'রে রাখ,
তোমার প্রয়োজনমাফিক
সেগুলি যেন স্মৃতিতে জাগ্রত হয় ;
আর, হাতেকলমে যখন যা' কর,
অমনি ক'রে তা' ব্যবহার কর,
কাজে লাগাতে চেষ্টা কর—
তার মরকোচগুলিকে দেখেশুনে ;

দেখবে—
তোমার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পুরুষের
অঢেল ঐশ্বর্য্য
কত কী লুকিয়ে রয়েছে,
আগে তা' বোঝ নি,
বুঝতে চেষ্টা কর নি,
অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ তা' হ'তে,
তোমার ঐ গোপন ভাণ্ডারে
কত যে ঐশ্বর্য্য লুকিয়ে আছে বা ছিল
ঠাওরে আসবে তখনি ;
আর, সেগুলিকে তোমার নিজের,
পরিবারের ও পরিবেশের
আয়ত্তে নিয়ে আসতে চেষ্টা কর,
ও তা'তে কৃতকার্য্য হও ;
এমনি ক'রেই
প্রাচীন ও নবীনের
আগ্রহ-আকুল আলিঙ্গন
তোমার ব্যক্তিত্বকে বিভূতিমণ্ডিত ক'রে
বিভবে বিভাত ক'রে তুলুক ;
তাঁদের তাপস-তর্পণ
তোমাকে তৃপ্ত ক'রে তুলুক,
তুমি প্রাচীন ও নবীনের
তীর্থভূমি হ'য়ে ওঠ । ৮৫৬২ ।
৭।১১।১৯৫৭, রাত ১০-৪৫

কোন বিষয় বা বস্তু ব্যবহার করবার পূর্ব্বেই
তা'র আদ্যোপান্ত যা'-কিছু
খুঁটিনাটি-শুদ্ধ
তন্ন-তন্ন ক'রে দেখে নিও,
চিনে নিও,
পরীক্ষা ক'রে নিও,

আর, কখন কেমন ক'রে
কীভাবে তা'কে রক্ষা ও ব্যবহার করলে
বিহিত হয়
তা' অবহিত হ'য়ে নিও—
বিহিত জ্ঞানতৃষ্ণা নিয়ে,
স্বতঃ-অনুসন্ধিৎসায় ;
এতে ভ্রান্তি তোমাকে
নটখটে ফেলবে কমই,
আর তা' ছাড়া,
পরিচয় ও পরীক্ষা হবে অনেক
যা'তে তোমার বোধসত্তাও
সজাগ হ'য়ে
তোমাকে তৃপ্তই ক'রে তুলবে—
কৃতি-অবলোকনায় । ৮৫৬৩ ।
৭।১১।১৯৫৭, রাত ১১-৩২

উপাদান ও তা'র ব্যবস্থিতির
বিভেদ ও বিনায়নই
বিশেষের বৈশিষ্ট্য । ৮৫৬৪ ।
৯।১১।১৯৫৭, সকাল ৬-৩৪

কে কতখানি কেমন ক'রে
কত সময়ে
কৃতকার্য্য,
যোগ্যতার প্রমাণ সেইখানে ;
আর, এগুলির রকমফের যেখানে যেমন,
যোগ্যতার রকমও সেখানে তেমনি । ৮৫৬৫ ।
৯।১১।১৯৫৭, সকাল ৬-৪৬

ধর্ম্ম বিজ্ঞানের হোতা,
বর্দ্ধনার ব্রহ্মা,

ব্যক্তিত্বের ঋত্বিক,
জীবন-পরিচর্য্যার পুরোহিত,
কৃতিদীপনার উদ্‌গাতা,
সত্তার ধারণ-পালনী সম্বেগ,
সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষের
একায়িত অর্থ ও ভূমি,
স্বার্থের সর্ব্বস্ব,
পরিপালন ও পরিচর্য্যার
আত্মপ্রসাদ,
বিশ্বের যা'-কিছু অস্তিত্বের
কল্যাণ-প্রবাহ—
জীবনীয় কলস্রোতা মঙ্গলশঙ্খধ্বনি ;
তাই জীবনকে বল —
'ধর্ম্মকে তুমি একচুলও ত্যাগ ক'রো না,
বঞ্চিত হ'য়ো না' । ৮৫৬৬ ।
৯।১১।১৯৫৭, বেলা ১১-৪০

ঈশ্বরের বিভা-বিকীরণাই হ'চ্ছে
ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবন-সম্বেগ,
আর, জীবনসম্বেগ মানেই হ'চ্ছে
ধারণ-পালনী সম্বেগ ;
এই ধারণ-পালনী সম্বেগ
যেখানে সমাহিত,
তিনিই ঈশ্বর বা পরমেশ্বর ;
যেমন সূর্য্য,
তার বিকীরণাই হ'চ্ছে কিরণ,
আর, ঐ কিরণেই
সূর্য্যের সূর্য্যত্ব নিহিত,
যেখানেই কিরণ,
সূর্য্য সেখানেই,

কিন্তু ওখানেই তা'র অস্তিত্ব
নিঃশেষ হ'য়ে যায় নি-কো ;
তেমনি, ঈশ্বর প্রতিটি অস্তিত্বে—
ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে
বিকীরিত হ'য়েও
আরো হ'য়ে আছেন ;
অস্তিত্বের জীবনে
ধারণপালনী সম্বেগ
সত্তাপোষণায়
যেমন সম্বৃদ্ধ হ'য়ে চলে,
অমনি ক'রেই ঈশ্বর সবার ভিতর
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে চলেন—
যেমনতর সামগ্রিকভাবে,
তেমনি ব্যষ্টিগতভাবে ;
তাই গীতার কথা—
'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভুতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া'।
আর, মায়য়া মানে
পরিমিত ও পরিণত হ'য়ে ;
আর, ঈশ্বর মানে
যাঁতে ধারণপালনী সম্বেগ আছে
ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে । ৮৫৬৭ ।
৯।১১।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৫-৪০

দয়ার বাতাস তো বইছেই—
স্বতঃ-প্রবাহশীল হ'য়ে,
তা' তুমি চাও, আর না-চাও ;
তুমি তা' গ্রহণ করার উপযুক্ত হও,
নিজেকে ক'রে তোল তেমনি,
আর, যত বেশী তেমনতর
ক'রে তুলবে,

তাঁর দয়াকেও ধরতে পারবে
তেমনি ;
আর, ঐ দয়ার কণায়-কণায়
তিনিই বর্ত্তমান । ৮৫৬৮ ।
৯।১১।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-১০

বহু বিক্ষেপ ও ব্যতিক্রমের ভিতর-দিয়েও
সক্রিয় আদর্শনিষ্ঠ অনুপ্রাণনা নিয়ে
কাঁটায়-কাঁটায় তদনুগ চলনে
যতই চলতে পারবে—
ঐ আদর্শানুগ করণ নিয়ে,
সাত্বত-অনুদীপনী অনুচলনের
সাম্য পদক্ষেপে,—
তোমার ব্যক্তিত্ব ততই
দানা বেঁধে উঠতে থাকবে,
বোধনাও তেমনতরই
বিনায়িত হ'য়ে উঠতে থাকবে—
হৃদ্য উৎসারণী অনুচলনে,
উদ্যম-দীপনায় অধিষ্ঠিত থেকে,
অনুচর্য্যায় চরিত্রকে রঙ্গিল ক'রে তুলে,
পরিবেশে ঐ আদর্শকে
প্রতিষ্ঠা করতে করতে ;
আদর্শানুগ অনুচলনের এইই ধারা । ৮৫৬৯ ।
১০।১১।১৯৫৭, বেলা ১১-১০

বাস্তবতা বা সত্যের আঁট তা'রই,
যে সমীচীন কথা দেয়,
আর, সমীচীনভাবে
তা' কাজে নিষ্পন্ন করে—
হৃদ্য আপ্যায়নী আগ্রহ নিয়ে ;

এমনতর চলনে
ক্রমে-ক্রমে
ব্যক্তিত্বটা বাস্তব অনুচলনে
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠে,
ভবিষ্যকালে তা'র ব্যক্তিত্ব
পরিবেশের নিয়ামকই হ'য়ে থাকে। ৮৫৭০।
১০।১১।১৯৫৭, বেলা ১০-৪০

শ্রদ্ধাপূত প্রীতি-উদ্যম নিয়ে
যদি তুমি
আচার্য্যকে অনুসরণ না কর—
অনুচর্য্যা-নিরতির সহিত,
তাঁর নিদেশগুলি
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলনে
বিহিত ত্বারিত্যে নিষ্পাদন না কর—
সঙ্গতিশীল সার্থক অন্বিত অর্থনায়,—
তুমি লাখ শ্রদ্ধা দেখাও,
ভজন-গীতির সমারোহে
নিজেকে নিয়োগ কর,
বাচক জ্ঞানের মহড়ায়
লোককে যতই
ধাঁধিয়ে দাও না কেন,—
তোমার বোধ ও ঐশ্বর্য্য
বিনায়িত হ'য়ে
অনুভূতির শৃঙ্খলায়
বিন্যাস লাভ ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
সিদ্ধ সমারোহে
সিদ্ধ ক'রেই তুলবে না—
এটা কিন্তু ঠিকই জেনো ;

ভাবালুতার ভণ্ড অনুচলনে চ'লে
সাত্বত সার্থকে
সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে না,
অনিয়ন্ত্রিত গোলমালে
গোল্লায় যাওয়াকে
নিরোধ করতে পারবে না কিছুতেই ;
তাই বলি—
তাঁকে অনুসরণ কর,
বিহিত শ্রদ্ধানুসেবনায়
তাঁর নিদেশগুলি অনুশীলন কর,
কৃতার্থ হও,
কৃতি-মঞ্জুলা তোমাকে
কল্যাণস্রোতা ক'রে তুলুক। ৮৫৭১।
১০।১১।১৯৫৭, রাত ৮-১৫

সম্বেগ-সম্বুদ্ধ কৃতিচর্য্যা যেমনতর,
চরিত্রও তেমনই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ৮৫৭২।
১১।১১।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৫-৩৫

ইষ্টায়িত অনুচলনে
কর্ম্মের শুভ-নিষ্পন্নতাই
সাধুত্ব। ৮৫৭৩।
১১।১১।১৯৫৭, রাত ৭টা

স্ত্রী যদি স্বামী-সর্ব্বস্ব না হয়,
আর, সে যদি অন্য পুরুষে আসক্ত হয়,
বা বিবাহ-বিচ্ছেদ ক'রে
পুরুষান্তর গ্রহণ করে,
স্বামী-আগ্রহ-উন্মাদনায়
প্রবৃত্তিগুলিকে আয়ত্ত করার ক্ষমতা তো তা'র
জন্মেই না,

বরং ঐ প্রবৃত্তি-প্রলোভনই
তা'র ব্যক্তিত্বের পরিচালক হ'য়ে ওঠে,
ফলে, দুষ্টচরিত্র হ'য়ে ওঠা
তা'র পক্ষে সহজই হ'য়ে থাকে ;
আর, সন্তান-সন্ততির প্রকৃতিও
স্বভাবতঃই দোষ-পরিচালিত হয়,
এমনি ক'রেই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র
ঐ দোষ-প্রবাহ নিয়েই
পরিচালিত হ'তে থাকে ;
তাই ওগুলি
লোকজীবনের পক্ষে তো
বিষাক্ত হ'য়ে থাকেই,
তা ছাড়া, মানুষের অন্তঃ-প্রকৃতিকেও
দুষ্ট হৃদয়হীন ক'রে তোলে ;
ফলে, লোকজীবন হ'য়ে দাঁড়ায়
জীবনীয় ভূমিহারা,
দাঁড়াহারা,
ব্যতিক্রম-বিপর্য্যস্ত ;
তাই, বিবাহ-বিচ্ছেদ
অশেষ দোষের আকর—
তা' কি নারী বা কি পুরুষ
উভয়ের পক্ষেই ;
আবার মনে রেখো—
যে স্ত্রীকে বর্জ্জন করা হয়েছে
তার প্রতি
অন্য পুরুষের কামদৃষ্টি নিয়ে
দৃষ্টিপাত করাও
পাপের ও পাতিত্যের ;
নষ্ট পেও না,
সাবধান ! ৮৫৭৪ ।
১১।১১।১৯৫৭, রাত ৭-২০

শোন মেয়ে !
আবার বলি—
ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট হ'য়ে চল—
পূত শ্রদ্ধা-অভিনিষ্যন্দী উচ্ছলতা নিয়ে,
তোমার ইহ-পরকালকে
ওতেই অনুনীত ও অনুরঞ্জিত ক'রে ;
আর, ঐ নিয়ন্ত্রণী প্রাণন-উচ্ছলতা নিয়ে
স্বামী-সর্ব্বস্ব হ'য়ে ওঠ—
বৈধী-বিবাহে নিজ সত্তাকে পূত ক'রে,
তা'র সৎ বা সাত্বত অভিপ্রায়-অনুসারী চলনে
সমস্ত চরিত্রকে মুকুলিত ক'রে,
অনুচর্য্যা-নিরতির সৌজন্যমাখা
সৌম্য-আপ্যায়নায়
আপ্যায়িত ক'রে সবাইকে ;

তুমি সতী হও,
লক্ষ্মী হ'য়ে ওঠ,
শ্বশুরকুলের সম্রাজ্ঞী হ'য়ে ওঠ—
দণ্ডে নয়,
অনুশাসিত আত্মনিয়মনের ভিতর-দিয়ে
সবাইকে নিয়ন্ত্রিত করতে করতে—
তাদের অন্তরের হৃদয়কাড়া, স্নেহভরা
শ্রদ্ধাপূত সমীহকে
আকর্ষণ ক'রে ;

সবাইকে ভালবাস,
যাকে ভক্তি করতে হয় ভক্তি কর—
শ্রদ্ধানুচলনী অনুচর্য্যা নিয়ে,
বাক্য-ব্যবহারের স্নিগ্ধ দীপনায়,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বকে বজায় রেখে,
আপ্যায়নার সহিত
সামশৌর্য্য-পরিস্রবা হ'য়ে ;

কৃতিমুখর হ'য়ে ওঠ—

তরতরে মৃদুল চালচলনে,
সুব্যবস্থ ও সুনিয়ন্ত্রিত
অনুশীলন-সজ্জায়
সজ্জিত ক'রে তোমার সত্তা ও সংসারকে ;
এমনি চলনের ভিতর-দিয়ে
মূর্ত্ত লক্ষ্মী হ'য়ে ওঠ,
তোমার পরিচর্য্যায়
তোমার সংসার উথলে উঠুক—
শুভ-উচ্ছলতায়,
আর, সেই আলোকে
তোমার পরিবেশও
ঐ কৃতিদীপনায়
আলোকিত হ'য়ে উঠুক—
মধুর কৃতিসজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে ;
তোমার আলোচন, দর্শন, চিহ্নীকরণ,
এক কথায়,
সম্যক চেনাশোনার দক্ষতার সহিত
জ্ঞান ও বোধ-সিক্ত
অবলোকনী সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ,
এমন-কি, সমগ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গের
বোধক্ষমতাকে
এমন বাড়িয়ে তোল,
তা'রা যেন নিটোলভাবে
সমস্ত দেখে, শুনে, ক'রে, ব'লে, চ'লে
সব বিষয়ে তোমাকে
সাম্য প্রস্তুতিতে
বিনায়িত ক'রে তোলে ;
এমনি ক'রেই তুমি
জননীত্ব লাভ কর,
আর, ঐ প্রকৃতি যেন

তোমার সন্তানদিগকেও
ঐ প্রকৃতির অধিকারী ক'রে তোলে—
স্বভাবের ভাবদীপনী কৃতি-ঐশ্বর্য্যের
অধিকারী ক'রে ;

তোমার সংসার
আনন্দ ও ঐশ্বর্য্যে
ঢেউ খেলে যাক,
জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শনে
উত্তাল হ'য়ে উঠুক,
সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ হ'য়ে উঠুক—
তোমারই ঐ কৃতিমুখর অনুচর্য্যা-নিবিষ্ট হ'য়ে ;
তোমার লক্ষ্মীত্ব
লোকধাত্রীত্বে উপচে উঠুক—
ধারণে, পালনে, পোষণে,
এমনি ক'রেই
জগদ্ধাত্রী হ'য়ে ওঠ তুমি ;
তোমার প্রতি কা'রো প্রণতি
তুমি নিজে আশা না করলেও
শ্রদ্ধাবনত অন্তরে
সবাই যেন তোমাকে
'জয় মা জননী জগদ্ধাত্রী' বলে
প্রণাম ক'রে ;
তোমার দিব্য বিভা
সবার অন্তরে বিকীর্ণ হ'য়ে
সবাইকেই
তোমার মত দীপ্ত ক'রে তুলুক । ৮৫৭৫ ।
১২।১১।১৯৫৭, বেলা ১১টা

তোমার ব্যক্তিত্ব
সুনিষ্ঠ ইষ্টার্থী কৃতিচলনে
সাধু নিষ্পাদনায়

উচ্ছল চলনে চলতে থাকুক,
আর, ঐ উচ্ছলতা
সম্বেগসিদ্ধ প্রভাব বিস্তার ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্বে
চৌম্বকত্বের আবির্ভাব ক'রে তুলুক,
তোমার প্রতিটি অনুচলন
সবার অন্তরকে
আকৃষ্ট ক'রে তুলুক,
সেই আকর্ষণ প্রত্যেকের
উপযুক্ত কৃতী বিনায়নের ভিতর-দিয়ে
ঐ তাদের ব্যক্তিত্বকেও
ঐ অমনতর চৌম্বক প্রভাবে
প্রভাবান্বিত ক'রে তুলুক,
তুমি চৌম্বক-প্রবুদ্ধ
কৃতি-আপ্যায়নায়
তোমার সত্তাকে
ঐ অমনতরই সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল—
প্রতিটি ব্যক্তিত্বে
ব্যাপন প্রভাব বিস্তার ক'রে,
অন্বিত সঙ্গতিশীল
গুণ ও কৃতি-অর্থনায় ;
তোমার ব্যক্তিত্বের ব্যক্তপ্রভা হ'য়ে উঠুক
প্রীতি-উচ্ছল চৌম্বকের
কৃতি-নিক্বণ । ৮৫৭৬ ।
১২।১১।১৯৫৭, রাত ৭-৪৫

অস্তিত্ব, তা'র উৎস ও পরিণতিকে
অস্বীকার করা, অবজ্ঞা করা
ও তাতে নিয়োজিত না হওয়া
মূঢ়ত্বেরই লক্ষণ—
পাণ্ডিত্য সেখানে যতই থাক না কেন ;

এর ফলে, অনুসন্ধিৎসা, আত্মনিয়ন্ত্রণ,
কৃতিদ্যোতনা ও উন্নতি
রুদ্ধ হ'য়ে যায় ;
কৃতি-নিয়োজনায়
একে মেনে চলাই ধর্ম্মসন্ধিৎসা
অর্থাৎ ধারণ-পালন-পোষণ-পরিচর্য্যী
জিজ্ঞাসা । ৮৫৭৭ ।
১৩।১১।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৩০

কোন কিছু
কেমন সংস্থান ও সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
কী পরিণতি বা ফল প্রসব করে,
তা'ই জানাই তো বিজ্ঞান । ৮৫৭৮ ।
১৪।১১।১৯৫৭, সকাল ৮টা

নিজের দোষত্রুটিকে
সংশোধন না ক'রে
বা সংশোধনে
সমীচীন প্রয়াসশীল না হ'য়ে
যদি কেবল অন্যের দোষত্রুটিই ধরে বেড়াও,
কিছুদিন পরে দেখতে পাবে—
তোমার ভিতরে অজচ্ছলভাবে
ঐসব দোষত্রুটি এসে
বসবাস আরম্ভ করছে,
তার উপরে আধিপত্য করছে
তোমার আহাম্মক অহঙ্কার,
তোমার দোষের সম্বন্ধে
কেউ কিছু বললেই
তুমি ঘোর অসন্তুষ্ট হ'য়ে পড়ছ ;
তাই বলি, সর্ব্বতোভাবে
নিজের দোষত্রুটিগুলিকে

সংশোধন ক'রে
সমীচীনভাবে
শুভ চলনাকে আয়ত্ত ক'রে
বেশ সাবুদ হ'য়ে দাঁড়াও ;
অনুকম্পী শাসন-তোষণের ভিতর-দিয়ে
প্রীতি-নিয়মনায়
আশাশীল ক'রে
অন্যকে দোষত্রুটি হ'তে
মুক্ত করতে চেষ্টা কর,
তুমিও মুক্তি পাও,
অন্যেও দোষমুক্ত হোক ;
আর, সবারই প্রীতিভাজন হ'য়ে ওঠ—
এমনি পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়েই । ৮৫৭৯ ।
১৫।১১।১৯৫৭, বেলা ১০-৪০

ব্যষ্টি ও সমষ্টির
সত্তা ও সম্পদের
ধারণ, পালন, পোষণের জন্য
যে সুনিয়ন্ত্রিত আচার, আচরণ
ও কর্ম্মধারা,
সেই তো বিধি,
বিধিপাত্রেই ধর্ম্ম পরিবেষিত হয়,
তাই, ধর্ম্মের আধারই বিধি । ৮৫৮০ ।
১৭।১১।১৯৫৭, সকাল ৮-৫০

যেই তোমার আওতায়
আসুক না কেন,
কথায়-বার্ত্তায়, আলাপে-আলোচনায়,
আচারে-ব্যবহারে
তা'কে চিনে নিও ;

তার সাথে যেন
তোমার একটা পরিচয় হয়—
হৃদ্য উৎসারণী তৎপরতায় ;
তবে তো ভেবেচিন্তে
দেখেশুনে
বিহিত হৃদ্য অনুনয়নে
তা'র যাতে ভাল হয়,
তা' করতে পারবে !
আর, পরিচয় না থাকলে
তাতে কিন্তু
মুশকিলই হ'য়ে পড়ে অনেক সময় । ৮৫৮১ ।
১৭।১১।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৫-৩৩

অর্থ ও স্বার্থের মাধ্যমে যে প্রীতি,
সে-প্রীতিতে
ব্যক্তিত্বের প্রতি
নিষ্ঠান্বিত সক্রিয় যোগ্যতাসম্পন্ন
উদ্যমী আগ্রহ থাকে না,
থাকে প্রাপ্তির প্রতি ;
তাই, সে-প্রীতি মানুষকে
কৃতী ক'রে তোলে না,
বিশ্বস্তও করে না,
বরং, ঐ স্বার্থ ও অর্থের
অভাব হ'লেই
অকৃতজ্ঞ বা কৃতঘ্ন হ'তে
তাদের বিলম্ব হয় কমই ;
তাই, তুমি কাউকে যদি ভালবাস,
কোনপ্রকার প্রত্যাশা নিয়ে
ভালবাসতে যেও না ;
প্রীতি ও কৃতী চলনে
অনাবিল অনুচর্য্যা নিয়ে চল,

তবে তো বিহিতভাবে
তার শুভপ্রসূ যা'
তা' করতে পারবে । ৪৫৪২ ।
১৭।১১।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৫-৩৫

ভাল কিছুর চিন্তা এলেই
উপযুক্ত সময়ে তা' ক'রো—
বিহিত ত্বরিত্যে,
সমীচীন নিষ্পাদনী তৎপরতায়,—
তোমার আগ্রহ-উদ্দীপ্ত ভাল করার ঝোঁক
বেড়েই চলবে—
নিষ্পাদনমুখর হ'য়ে । ৪৫৪৩ ।
১৭।১১।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-২০

যা'র কাছ থেকে যা' নাও যা' ব'লে
বা যা'রা তোমাকে দিয়ে থাকে
যে-জন্যে,
তা' দিয়ে তা'ই ক'রো ;
তা' না ক'রে
অন্যপ্রকারে তা' খরচ করলে,—
অবিশ্বস্তি ঘুণপোকার মত
তোমার চরিত্র খেয়ে ফেলবে,
তুমি একটা অন্তঃসারশূন্য
বেল্লিক হ'য়ে উঠবে,
সাবধান কিন্তু । ৪৫৪৪ ।
১৭।১১।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৩১

পরমপূজনীয় বড়দার ৪৭তম জন্মতিথি উপলক্ষে
পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীবড়মার আশীর্ব্বাণী

বড় খোকা আমার !
'জাগ্‌হি'-মন্ত্র তোমার অস্তিত্বের
কানায়-কানায়
স্ফুরিত হ'য়ে উঠুক,
তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ
অনুচর্য্যী অনুনয়নে
লোকরঞ্জনী বিভা
বিকীরণ ক'রে চলতে থাকুক ;
তুমি তোমার পিতৃপুরুষের
মাণিক হ'য়ে ওঠ,
লোকজীবনের চেতনদীপ্তি হ'য়ে ওঠ,
সমস্ত বিভবে বিভবান্বিত হ'য়ে
যা'রা তোমার অনুসরণকারী
তাদিগকে বিভূতিমণ্ডিত ক'রে তোল,
জীবন ও শৌর্য্য-দীপ্তি
তোমার আরাধ্য হ'য়ে
পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রত্যেককে
প্রভাদীপ্ত ক'রে তুলুক ;
তুমি অযুত-আয়ু হ'য়ে ওঠ,
আর, প্রত্যেকে ঐ আয়ুস্রোতে
স্নাত হ'য়ে
অযুত-আয়ু হ'য়ে উঠুক ;
কৃতকৃতার্থ কৃতিদীপনা
তুমি-সহ তোমার প্রত্যেককে
আরতি করতে থাকুক ;
তুমি সবার জীবনীয় মঙ্গলস্তম্ভ
হ'য়ে ওঠ,

সবাই তোমাতে তৃপ্ত হো'ক,
দীপ্ত হো'ক,
প্রভান্বিত হ'য়ে
ধৃতি-অনুচলনে
কৃতি-অনুসেবনায়
নিষ্পাদনী আহুতির
শান্তিজল বিতরণ করুক ;
তুমি শুদ্ধ হও,
বুদ্ধ হও,
চেতনার আত্মিক চলন
শুভ-বিধায়নায়
বিভব বিতরণ ক'রে
বিভূতি-প্রসাদে
তোমার সত্তাকে
মাঙ্গলিক প্রতিষ্ঠায়
সুপ্রতিষ্ঠ ক'রে তুলুক ;
সার্থক হ'য়ে ওঠ তুমি,
আর, ঐ সার্থকতা
সশ্রদ্ধ অনুষ্ঠানে
তোমার প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষদিগকে
আহুতি প্রদান করুক,
তাঁদের অজচ্ছল অনুকম্পা
তোমাতে বর্ষিত হো'ক ;
আবার বলি—
আমার পরমপিতা যিনি,
পরমপুরুষ যিনি,
যিনি জীবনের চেতনস্রোত,
আশিস্-নিয়মনায় তিনি
তোমাকে অযুত-আয়ু ক'রে তুলুন,
তুমি অযুত-আয়ু হও—
পরিবেশ ও পরিস্থিতি নিয়ে ;

তৃপ্তি, দীপ্তি, সাম্য ও সৌম্য-জীবন
তোমাকে আরতি-ঐশ্বর্য্যে
উচ্ছল ক'রে তুলুক ;
তুমি শ্রদ্ধাপূত, নীরোগ, স্বাস্থ্যবান
সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে
শুভ-সম্বর্দ্ধনায় সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে চল—
তোমার সাত্বত কৃষ্টি,
তোমার পিতৃপুরুষ,
ভাই-ভগ্নী,
পুত্র-কলত্র,
আত্মীয়-স্বজন,
পরিবার-পরিস্থিতি—
প্রত্যেককে নিয়ে ;
প্রত্যেকে যেন নীরোগ সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে
বেঁচে থাকে—
পরমপিতার পরম প্রসাদ-নন্দিত হ'য়ে।
ইতি আশীর্ব্বাদক
তোমার বাবা ও মা । ৮৫৮৫ ।
১৮।১১।১৯৫৭, সকাল ৮-১৫

সরল হও,
কিন্তু বেকুব হয়ো না,
তা'র মানেই হচ্ছে—
বল, কর,—
অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে,
তা' এমনভাবে—
যাতে অন্যেরও ভাল হয়,
তুমিও ক্ষতিগ্রস্ত না হও—
কোন দিক দিয়ে, কোন রকমে,
—এমনতর তীক্ষ্ণ সন্ধিৎসু

সতর্ক অনুচলনী অনুনয়নে ;
তাই, বেকুব-সরল হ'তে যেও না । ৮৫৮৬ ।
১৮।১১।১৯৫৭, বেলা ১০-৩০

ঈশ্বরই বল, দেবদেবীই বল,
পূর্ব্বতন ঋষি-পয়গম্বর বা অবতার-পুরুষগণই বল,
যাঁকেই তুমি প্রিয়পরম ব'লে থাক—
তাঁকে স্মরণ করতে গেলেই
চিন্তা ক'রো—
যে, সবাই
তাঁদের সামর্থ্য, যোগ্যতা, গুণান্বিত ভাব
ও আরো যা' কিছু নিয়ে
তাত্ত্বিক তাৎপর্য্য-সহ ঘনায়িত হ'য়ে
বাস্তবতায় তোমার ইষ্টমূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত,
আর, ঐ ইষ্ট তোমার কানায়-কানায়
বিভূতি-আবির্ভাবে
তোমাতে উপচে রয়েছেন—
তোমারই ভাববিভবে উদ্দীপ্ত হ'য়ে,—
তা'র ফলে, তোমার ব্যক্তিত্ব
তদনুক্রিয়
তৎপরায়ণতায়
তাঁর সম্বেগ
কিছু না কিছু
সেই মুহূর্ত্তেই লাভ করবে ;
স্মরণ করা বা ধ্যান করা—
তা'র এই-ই প্রকৃত তাৎপর্য্য । ৮৫৮৭ ।
১৮।১১।১৯৫৭, বেলা ১১-৩০

ভক্ত হ'তে গিয়ে
স্বার্থপর, চালবাজ ভাক্ত হ'তে যেও না,

ওটা কিন্তু তোমার জীবনে
একটা কুৎসিত কলঙ্ক বিশেষ ;
ভক্তই যদি হ'তে চাও,
ঊর্জ্জী অনুচলনে
উপচয়ী ইষ্টকর্ম্মা হ'য়ে ওঠ—
ভজন-পরিচর্য্যায়,
আর, নিজেকে আমূল বিন্যাস কর
তাঁরই আদর্শে—
ভর-দুনিয়ার প্রতিটি ব্যষ্টির
প্রীতি ও কৃতি-উৎসারণী হ'য়ে ;
আর, প্রতিষ্ঠা কর ঐ তাঁকেই
প্রতিটি ব্যষ্টির
বিশেষ বিন্যাস-সিংহাসনে,
উপচয়ী ক'রে প্রত্যেককে ;
উপভোগ কর অমনি ক'রে
তুমি তাদিগকে,
আর, তা'রাও তোমাকে উপভোগ ক'রে চলুক ;
এই লীলায়িত উপভোগের ভিতর-দিয়ে
ইষ্টার্থ মূর্ত্ত হ'য়ে উঠুক সবার ভিতর
ত্বরিত সক্রিয় তৎপরতায়। ৮৫৮৮।
২০।১১।১৯৫৭, বিকাল ৩-৫০

ইষ্টনিষ্ঠ হও—
শুভ-নিষ্পাদনী ইষ্টার্থপরায়ণতাকে
জীবনে প্রথম ও প্রধান ক'রে নিয়ে ;
সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর নিদেশবাহী তৎপরতায়
নিজেকে উদ্যত ক'রে রাখ—
বিহিত সাত্বত আচারশীল হ'য়ে,
আত্মনিয়ন্ত্রণী আবেগ-উচ্ছল
বাস্তব কৃতি-চলনে ;

প্রীতিচক্ষু রাখ—
প্রত্যেকের প্রতি,
তা'র বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
অনুকম্পাশীল হও—
বিহিত অনুচর্য্যী আপ্যায়নায় ;
আপদে-বিপদে
তোমার সাধ্যে যেমন কুলায়
তেমনি ক'রেই
মানুষকে আপদমুক্ত করতে
যত্নশীল হও—
স্বার্থশূন্য আগ্রহ নিয়ে ;
যা' তোমার পক্ষে সম্ভব,
বা যা' হ'তে পারে
বা করতে পার,
এমনতর কথা দিও,
আর, ক'রোও তেমনি
উদ্যম নিয়ে ;
বিশ্বাসঘাতক হ'য়ো না,
অকৃতজ্ঞ বা কৃতঘ্ন হ'তে যেও না ;
যে তোমাকে বিশ্বাস করে
তা'র বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রো না কিছুতেই,
চুরি ও জুয়াচুরির ব্যাপারে
কখনও নিজেকে
নিয়োজিত করবে তো না-ই,
এমন-কি, ঐ জাতীয় চিন্তা-চলন হ'তেও
সাবধান থেকো ;
স্বাস্থ্যকে সহজ সুন্দর সবল রাখ—
বিহিত অনুচর্য্যা নিয়ে,
অন্যকেও তেমনি করতে যত্নবান থাক ;
যোগ্য অর্থাৎ যেখানে যেমন দরকার,
ভেবেচিন্তে বোধ ক'রে

তেমনতর কর্ম্মনিরতি নিয়ে চল—
ত্বরিত সৎ-নিষ্পন্নতা নিয়ে ;
কৃষি ও শিল্পের প্রতি
বিহিত দৃষ্টি রেখো ;
শ্রেয় যা'রা, তাদের শ্রদ্ধা ক'রো ;
তোমার সামর্থ্যে যেমন কুলায়
তেমনতরই সাহায্য ক'রো সবাইকে,
আর, সশ্রদ্ধ তুষ্টির সহিত
যেমন পার
তেমনি দিও—
বিনা প্রত্যাশায় ;
এমনি ক'রেই চলতে থাক—
সব দিক দিয়ে
উন্নত নিয়মনায়,
সাধুকর্ম্মা হ'য়ে
অর্থাৎ শুভ-নিষ্পাদনী হ'য়ে ;
আর, নিজেকে তো বটেই,
তা ছাড়া, তোমার পরিবেশের প্রত্যেককেই
সব দিক দিয়ে উন্নত ক'রে তোল,
তোমার ও তোমাদের উন্নতি অবাধ হো'ক । ৮৫৮৯ ।
২০।১১।১৯৫৭, রাত ৭-৪৫

ইষ্ট বা আচার্য্যের
ধ্যান, স্মরণ, মনন, প্রণাম
বা নমস্কার—
এগুলির মানেই হ'চ্ছে—
তাঁর স্মৃতিকে
চেতন গুণানুরঞ্জনায়
জীয়ন্ত ক'রে
চিন্তায়

ঐ তাঁকে
লহমায়
তোমার অন্তঃস্থ ব্যক্তিত্বের কানায়-কানায়
পরিপ্লুত ক'রে তোলা,
ইষ্ট বা আচার্য্য-নিদেশ
ও তাঁর বোধ ও ভাবগুলিকে
অন্তরে অর্থান্বিত সঙ্গতিতে
সুসংহত ক'রে
তাঁর গুণান্বিত অভিব্যক্তি
ও বোধদীপনী তাৎপর্য্য-অনুযায়ী
তোমার নিজের ভাব ও বোধকে
এমনতরভাবে উস্‌কিয়ে তোলা,
যাতে তাঁরই অনুপ্রাণনায়
তুমি তৎকর্ম্মনিরত অনুচলনে
না চ'লেই থাকতে পার না ;

এর মানেই হ'চ্ছে—
তাঁর চিন্তাভিদীপ্ত ভাব, প্রেরণা,
চলন, চরিত্র, কথাবার্ত্তা
ইত্যাদির সমন্বয়ী সার্থকতায়
নিজেকে বিভাবিত ক'রে তোলা ;

মোকথা কথায়,
ভাবদীপ্ত কৃতি-অনুচলনে
সেগুলিকে তোমাতে অভিব্যক্ত ক'রে তুলে
ঐ বিভবে নিজেকে
বিভান্বিত করে চলা,
তা'তে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠা—
কৃতি-উচ্ছল আগ্রহ-সমন্বিত
উদ্যম নিয়ে,

আর, এই উদ্যমই হ'চ্ছে
তোমার অন্তরের জীবনীয় দম ;
যতক্ষণ এমনতর না করছ,

ঐ ধ্যান, স্মরণ, মনন, প্রণাম বা নমস্কার
তোমার জীবনে
সার্থকতাই লাভ করছে না ;
তাই, তুমি ভাব, বল, কর, চল,
অর, ঐ ভাবা, বলা, করা, চলার ভিতর
ঐ তাঁরই অনুপ্রেরণা-নিয়ন্ত্রিত প্রতিবিম্ব
যেন ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে ;
তা'তে যতই অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে,
সিদ্ধও হ'য়ে উঠবে তেমনি । ৮৫৯০ ।
২১।১১।১৯৫৭, বেলা ১০-১৫

স্বাস্থ্য-অনুপাতিক
শ্রমতৎপর থেকো—
তা' কিন্তু চৌকস চর্য্যায়,
সঙ্গতিশীল বোধ-তাৎপর্য্যে,
অর্থাৎ বিহিতমতন শারীরিক
ও উপযুক্ত মানসিক প্রচেষ্টায় ;
আবার, সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকেও
সৎ-বিনায়নে
ঐ সৎ-সেবা-নিরত ক'রে রেখো—
অশুভ যা'-কিছু নিরোধ ক'রে,
শুভকে, কল্যাণকে পুণ্য কলস্রোতা ক'রে ;
তার মানে হ'চ্ছে—
তোমার সত্তায় সেগুলি যেন ছড়িয়ে পড়ে—
পরিবেশে প্রভাব বিস্তার ক'রে ;
আর, এসবের গোড়ায় আছে—
ইষ্টনিষ্ঠানন্দিত থেকে
সব যা'-কিছুকে
সক্রিয় সঙ্গতিশীল সংগঠনে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে

বাস্তব সক্রিয় তৎপরতায়
ইষ্টার্থ-আপূরণী ক'রে তোলা ;

আগেও বলেছি,
আবার বলছি—
তোমার মন, মেজাজ,
চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক,
প্রবৃত্তিগুলি,

এবং শরীর ও মনের ধারণ-পালনী সম্বেগকে
সুযুক্ত ইষ্টার্থ-বিনায়িত ক'রে
যা'তে চৌকসভাবে
সার্থকতায় আনতে পার,
তা'তে একটুও কসুর ক'রো না ;
তাই বলছি—
চৌকসচর্য্যায় শ্রমনিরত হ'য়ে থেকো—
স্বাস্থ্যানুপাতিক ;

এই অভ্যাসের অনুশীলনে দেখবে—
তোমার জন্মগত অবদান যা' আছে,
সেগুলি
যথাসম্ভব সৌষ্ঠব-অন্বয়ে
সবগুলির সুযুক্ত সঙ্গতিশীল
সংযোগ নিয়ে
তোমার সত্তা, স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিত্বকে
ক্রম-পরিপুষ্টির দিকেই
প্রভাবিত ক'রে তুলবে;

তুমিও তৃপ্তি পাবে তা'তে,
আর, তোমার সংস্রবে
তোমার পরিবেশও তৃপ্তি লাভ করবে ;
আনন্দশীল চলনের ভিতর-দিয়ে
এই তৃপ্তিই তো পরম আত্মপ্রসাদ । ৮৫৯১ ।
২১।১১।১৯৫৭, রাত ৭টা

তোমার চারিত্রিক ঐশ্বর্য্য
কিন্তু ইষ্টপূত সৌম্য
শৌর্য্যবীর্য্য-সমন্বিত
বিনয়ী, সুযুক্ত, সঙ্গতিশীল অনুচলনে,
যা' স্বভাবতঃ লোক-অন্তরে
প্রীতিদীপনারই সৃষ্টি করে,—
উদ্ধত অশিষ্ট বাগাড়ম্বর
বা বিতণ্ডায় নয়কো । ৮৫৯২ ।
২২।১১।১৯৫৭, সকাল ৭-২০

অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ থেকে
জীবনকে সহ্য, ধৈর্য্য,
অধ্যবসায়ী অনুচলনে
নিয়ন্ত্রণ ক'রে চল ;
প্রতিটি পদক্ষেপ যেন
মঙ্গল-অনুকম্পায়
খরকৃতি-অনুচর্য্যার মহামিলনে
সার্থক হ'য়ে ওঠে—
বৈশিষ্ট্যপূরণী সাম্য-সৌজন্যে,
হৃদয়ের উৎসারণী
আবেগ-মথিত হ'য়ে ;
তোমার প্রতিটি শাসনের ছন্দ
তোষণ-পরিচর্য্যায়
যেন প্রীতিপ্লুত হ'য়ে ওঠে,
আর, তা' যেন ছড়িয়ে পড়ে
তোমার পরিবার, পরিবেশ
ও পরিস্থিতির ভিতর—
সার্থক পারস্পরিক অনুচর্য্যা নিয়ে ;
ঠিক জেনো, ব্যক্তিত্বের ঐশ্বর্য্য এইই । ৮৫৯৩ ।
২২।১১।১৯৫৭, বেলা ১০-৪০

শুভ-সন্দীপী দক্ষকর্ম্মা হ'য়েও
যদি কেউ ত্বারিত্যবিহীন হয়,
তা'র ঐ নৈপুণ্য
অলসগতিসম্পন্ন হ'য়ে
উপযুক্ত ফলপ্রসূ হ'য়ে ওঠে না—
সে নিজেরই হো'ক
বা অন্যেরই হো'ক ;
কারো প্রয়োজনকে
বিহিত সময়ে
নিষ্পন্ন করতে পারে সে কমই,

তা'র প্রস্তুতি
প্রয়োজনকে
আপূরিত করতে পারে না কিছুতেই
বিহিতভাবে ;

তাই, কৃতি-অনুশীলনার সঙ্গে সঙ্গে
বিহিতভাবে ত্বারিত্যেরও অনুশীলন করা
সমীচীন কিন্তু ;

আর, এর ফলে
উপস্থিতবুদ্ধি, বিবেক
কর্ম্মকুশল সম্বেগ নিয়ে
তোমাকে
উপযুক্তভাবে
সুসমাধানে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে,

উপস্থিত-বোধনা
ঐ ত্বারিত্য-বিনায়নের ভিতর-দিয়ে
তোমাকে
সব দিক দিয়ে
ক্ষিপ্র ক'রে তুলতে থাকবে। ৮৫৯৪।
২২।১১।১৯৫৭, রাত ৭-১২

তোমার প্রতিটি কর্ম্ম
ধর্ম্ম-নিয়ন্ত্রিত হো'ক—
সমীচীন সুষ্ঠু নিষ্পাদনে,—
তবে তো
তোমার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ
ধৃতি অর্থাৎ
ধারণ-পালন-পোষণোপযোগী হ'য়ে উঠবে—
ব্যত্যয়ী যা'-কিছুকে
অতিক্রম ক'রে !
ধার্ম্মিক হবার সূলুকই তো ঐ । ৮৫৯৫ ।
২২।১১।১৯৫৭, রাত ৭-৩৪

তোমার প্রীতি যদি
নিজ অন্তঃকরণকে
প্রিয়-রঙিল ক'রে তুলতে না পারল—
চরিত্রকে প্রিয়-প্রভাবান্বিত ক'রে,
অচ্ছেদ্য আনতি নিয়ে,
স্বতঃ-দায়িত্বশীল আত্মবিনায়নায়,—
প্রিয়র মনোজ্ঞ চলনে
তৃপ্ত, দীপ্ত, আগ্রহ-উদ্দীপ্ত ক'রে
নিজেকে কৃতার্থ ক'রে না তুলতে পারল,—
এমন-কি, তোমার কণ্টকর কিছুকেও
আশ্বাস-প্রদীপী পরিতৃপ্তি নিয়ে
তদনুসারী অনুচলনে
পরিচালিত ক'রে
নিজেকে সুখী ক'রে তুলতে না পারল,—
যা'কে প্রীতি ব'লে বলছ বা ভাবছ,
সে কিন্তু প্রীতি নয়কো,
হয়তো স্বার্থমত্ত মদিরার
একটা মূঢ় নেশা হ'তে পারে,
যা'কে কামনা বলে,

কিংবা প্রবৃত্তি-চাহিদার
আকর্ষণী তৃষ্ণা হ'তে পারে ;
কারণ, ঐ প্রীতিতে
প্রিয়র জন্য আত্মত্যাগ নেই,
আর, ঐ ত্যাগে
তোমার চিত্তবিনোদনাও নেই,
তাই, প্রিয়-প্রদীপনী অনুচলনও
নেই তা'তে ;
প্রীতি যে-মুহূর্ত্তে
প্রিয়-রাঙল হ'য়ে উঠবে,
প্রিয়র প্রতি তুমি কী করবে,
তোমার আগ্রহই
তা' শিখিয়ে দেবে তখন ;
ভালবাসা—
প্রিয়প্রাণনা নিয়ে,
তা' যতটুকুই হোক,
সেটুকু তোমাকে
সামগ্রিক উচ্ছলতায়
সচ্ছল ক'রে তুলবেই কি তুলবে । ৮৫৯৬ ।
২২।১১।১৯৫৭, রাত ৯-২৫

বাস্তব বোধ ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গতি
যার যত কম,
আস্থা-বৃত্তিও তার তত ঢিলে । ৮৫৯৭ ।
২৩।১১।১৯৫৭, রাত ৮-১৫

ব্যক্তিত্বে যে যত হীন,—
চলন-চরিত্রও তা'র তেমনি বিনয়হারা,
অশিষ্ট,

অহঙ্কারও তা'র তেমনি তীব্র,
আবার, ভিতরবৃন্দেও হয় সে তত বেশী। ৮৫৯৮।
২৩।১১।১৯৫৭, রাত ৮-২০

নিজের অন্যায় বা অন্যায্য যা',
তা' যদি নগণ্যও হয়,
কিছুতেই ক্ষমা ক'রো না,
সজাগ থেকো,
সংবুদ্ধ হ'য়ে নিরাকরণ ক'রো তখনই ;
আর, অন্যের অন্যায়কেও
শুভ-বিবেচনায় নিয়ন্ত্রিত ক'রো—
হৃদ্য আপ্যায়নী তৎপরতায়,
উচ্ছল উৎকৃতি নিয়ে,
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুনয়নে,—
যা'তে তা' আর তা'তে
বাসা বেঁধে থাকতে না পারে ;
নিজের এতটুকু অন্যায় বা অন্যায্যকে
ক্ষমা করলে
তা' পারবে কমই,
কারণ, অমনতর ক্ষমতার আবির্ভাবই
হ'য়ে উঠবে না তোমাতে। ৮৫৯৯।
২৪।১১।১৯৫৭, সকাল ৮-৩০

যে-কোন রকমে হো'ক না কেন,
যা'র কোনরকম অবস্থান আছে,
বাস্তব কিন্তু তা'ই,
আর, তাই তা' বস্তু ;
আর, যে-নিয়মনায় তা' থাকে,
তা'ই তা'র চৈতন্য। ৮৬০০।
২৪।১১।১৯৫৭, বেলা ১১-৪০

নিষ্ঠা-উচ্ছল আবেগ-উদ্যম
যা'র যত কম,
সহ্য ও ধৈর্য্যশীল অনুচর্য্যানিরতিও
তা'র তত অল্প,
আর, সেই অল্পকেই
সে অতিরিক্ত ভেবে নেয়—
প্রায়শঃ। ৮৬০১।
২৬।১১।১৯৫৭, রাত ৭-৫০

ইষ্টনিষ্ঠ হও,
তোমার চালচলনকে শুভনিষ্ঠ ক'রে তোল,
লোকচর্য্যী হ'য়ে ওঠ,
স্বার্থপর দাম্ভিক অহঙ্কারকে
ত্যাগ কর,
আর, জীবনের সমস্ত যা'-কিছুকে
ঐ ইষ্টার্থ-বিনায়নে
বিনায়িত কর,
এমনি ক'রে নিজে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠ—
শুভ-সঙ্গীতিতে,
কৃতিতৎপর স্বারিত্য নিয়ে ;
তোমার ভাগ্যলেখা
ভজন-প্রেরণায়
উৎকর্ষ-চলনে চলতে থাকুক,
দেবতা স্মিত বদনে
মমতাদীপ্ত চক্ষু নিয়ে
তোমাকে অবলোকন করতে থাকুন,
তুমি ধন্য হ'য়ে ওঠ। ৮৬০২।
২৭।১১।১৯৫৭, সকাল ১০-১৫

ইষ্ট বা আচার্য্যই শিক্ষার মূর্ত্ত বিগ্রহ,
আর, সেই তা' বোধ করে

তদনুগ নিষ্ঠানন্দিত অনুচলন
যা'র থাকে । ৮৬০৩ ।
২৭।১১।১৯৫৭, বিকাল ৫টা

সমীচীন কর্ম্মপ্রবৃত্তি আনে
সমীচীন বোধ,
সমীচীন বোধ আনে সমীচীন প্রেরণা,
সমীচীন প্রেরণা আনে উৎকৃতি,
উৎকৃতি আনে উৎকর্ষ,
আর, উৎকর্ষ আনে উদ্বর্দ্ধনা । ৮৬০৪ ।
২৭।১১।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৪৫

তোমার জন্ম-উৎস
পবিত্র আচারশীল হো'ক,
জন্ম ও জীবন পরিশুদ্ধি লাভ করুক,
তুমি সাত্বত আচারশীল
অর্থাৎ সদাচারশীল হও—
বাস্তব কৃতিচলন নিয়ে,
প্রীতি-অনুস্যূত কৃষ্টি-অঙ্কে
তুমি সম্বর্দ্ধিত হও,
আর, ঐ বর্দ্ধনা
তোমার পরিবেশকেও
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলুক ;
তুমি অমৃত লাভ কর । ৮৬০৫ ।
২৮।১১।১৯৫৭, সকাল ৯-২৫

সংস্কার
অর্থাৎ সম্যকভাবে করার ভিতর-দিয়ে
তোমার জৈবী-সংস্থিতি
তেমনতরভাবে

সংস্কৃত হ'য়ে ওঠে—
সার্থক সঙ্গতিশীল
কৃষ্টি-বিভূষিত হ'য়ে,
বিধানের ব্যবস্থিতি
তদনুগ বিন্যাসপ্রাপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
তাই, শুভ-পরিচর্য্যায়
তোমার সংস্কারকে
বিনায়িত ক'রে তোল,
তুমি সংস্কৃত হ'য়ে উঠবে
তেমনতরই বিনায়নে ;
এমনি ক'রেই
তোমার সন্তান-সন্ততিও
কল্যাণস্রোতা ঐশ্বর্য্যে
স্বতঃসিদ্ধ হ'য়ে উঠবে ;
বহু পুরুষক্রমে
এই সংস্কৃতির অনুশীলন করতে করতে
তবে তা'
সংস্কৃত হ'য়ে
জৈবী-সংস্থিতিকে
তদনুগ বিন্যাসে বিনায়িত ক'রে তোলে ;
ঐ সিদ্ধ অনুরঞ্জনাই বর্ণ । ৮৬০৬ ।
২৮।১১।১৯৫৭, রাত ৭-১৫

শিষ্ট ঐতিহ্য,
সংস্কার ও বৈশিষ্ট্যের
বিপরীত চলন
প্রতিলোমদের
প্রকৃতিগতই হ'য়ে থাকে । ৮৬০৭ ।
২৮।১১।১৯৫৭, রাত ৮-৫২

বেদেরই দোহাই দাও,
আর, বাদেরই দোহাই দাও,
যা'র বিধি ও অনুশাসন
সত্তানুচর্য্যী নয়কো—
প্রত্যক্ষভাবেই হো'ক,
আর পরোক্ষভাবেই হো'ক,—
তা' কিন্তু ধর্ম্মীয় নয়কো,
অর্থাৎ সত্তার
ধারণ-পালন-পোষণী নয়কো । ৮৬০৮ ।
৩০।১১।১৯৫৭, সকাল ৭-৫৮

কথা যখন
ব্যবহারকে অপদস্থ করে,—
কথা অবমানিত হয় তখনই ;
আবার, কথা ও ব্যবহার যখন
কাজকে অপদস্থ করে—
আত্মপ্রতারণার বিড়ম্বনায়
বিক্ষুব্ধ ও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে,
অপলাপের প্রলাপগ্রস্ত দারিদ্র্যকে
অবলম্বন করা ছাড়া
পথই থাকে না তার । ৮৬০৯ ।
৩০।১১।১৯৫৭, রাত ৮-৪৯

তোমার প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনকে
উপেক্ষা ক'রে
যা'র অনুচর্য্যী অভিযানে
নিজেকে নিয়োজিত না ক'রেই
থাকতে পার না—
তা'কেই পরম স্বার্থ ক'রে,
তা'র অভিপ্রায়-অনুগ
স্বতঃ-আত্মনিয়ন্ত্রণী তৎপরতা নিয়ে,

নিরবচ্ছিন্ন অনুচলনে,—
সত্যিকার প্রীতি বা ভালবাসা
কিন্তু তা'তেই। ৮৬১০।
১।১২।১৯৫৭, সকাল ৬-২৭

আপ্যায়নী অনুচর্য্যী ব্যবহার নিয়ে
যে সবাইকে মান দেয়,
শুভ-সন্দীপী সৌজন্য-বচনে
হৃদয় উদ্‌ঘাটন ক'রে,—
তা'র সম্মান বাড়ে ;
আর, যে তা' আঘাত-বিধ্বস্ত ক'রে তোলে—
নানাপ্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি ক'রে,—
তা'র মর্য্যাদা
ব্যাহত ও হতশ্রীই হ'য়ে ওঠে। ৮৬১১।
১।১২।১৯৫৭, সকাল ৬-৫১

যা'রা ছোটকে
বৈশিষ্ট্য-অনুপাতিক অনুনয়নে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে—
বিহিত অনুচর্য্যায়,—
তা'রা স্বতঃই সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে ;
আর, অপদস্থ করবার বাহাদুরীকে
যা'রা আত্মগৌরব বলে মনে করে,
তাদের মান-মর্য্যাদা
ব্যাহত হ'য়ে রৌরবেই চলতে থাকে,
অর্থাৎ তা'রা অবমানিত হয় স্বতঃই—
নীচ অন্তঃকরণের কুৎসিত অনুচলন নিয়ে,
আক্রুদ্ধ রোদনে। ৮৬১২।
১।১২।১৯৫৭, সকাল ৬-৫৮

সৌজন্যপূর্ণ শুভপ্রসূ সদ্‌ব্যবহার
করা মানে—
খোসামোদ করা নয়কো,
তোয়াজ বা মোসাহেবী করা নয়কো ;
আবার, নিজের অর্থ যা' বা যিনি
বিরোধ বা বিরাগ-বশতঃ
তাঁ'র অনুচর্য্যা হ'তে বিরত থাকাও
আত্মোৎসর্গ বা আত্মত্যাগ নয়কো ;
সমীচীন সৎ হৃদ্য ব্যবহারের সহিত
নিষ্ঠাচর্য্যী অনুবেদনা নিয়ে
কৃতি-তৎপরতায়
ঐ অর্থে অন্বিত হ'য়ে
উপযুক্ত ব্যবস্থিতির সহিত
সুসমীক্ষু তৎপরতায়
তাঁর অসুবিধাগুলিকে নিরাকরণ ক'রে
আত্মপ্রসাদ-উচ্ছল হ'য়ে চলাই হ'চ্ছে
যোগ্য উপযুক্ত চলন,
তাতেই আছে বরং আত্মোৎসর্গ,
উচ্ছল কৃতিদীপনী আত্মবিস্তার । ৮৬১৩ ।
২।১২।১৯৫৭, সকাল ৭-৫০

নিষ্ঠান্বিত কৃতিকৌশলে
তুমি বিশ্ববিধানকে
যেমনতর যতই
অনুভব ও আয়ত্ত করতে পারবে,
বাস্তব বিন্যাসে
বিধান-প্রকৃতিকে
সাত্বত সম্বর্দ্ধনায় ব্যবহার ক'রে
লোকহিতী তাৎপর্য্যে
ফলপ্রসূ ক'রে তুলতে পারবে ততই—
বাস্তব বিধায়নায় বিধায়িত ক'রে তাকে ;

যা' অসম্ভব ভাবছ,
তা'কে সম্ভব ক'রে তুলতে
দিগ্‌দারী সইতে হবে কমই,
বা ব্যর্থ হ'তে হবে কমই ;
তাই, বিধানকে
বাস্তব বিন্যাসে বিনায়িত ক'রে
সঙ্গতিশীল অর্থনায় অনুভব ক'রে
তা'র ব্যবহারে যত্নশীল হও—
কৌশলদীপ্ত কুশল তাৎপর্য্যে,
সুসমীক্ষু কৃতিচলনে চ'লে ;
তুমি পারদর্শিতার
শ্রেয়ার্থী ধারণপালনী তৎপরতায়
নিজেকে বিচক্ষণ ক'রে তোল,
নিজেও উপভোগ কর,
আর, অন্যকেও উপভোগ করতে দাও—
একটা সার্থক সম্বর্দ্ধনার
শুভ-সম্বৃদ্ধি নিয়ে ;
কৃতার্থ হও এমনি ক'রেই । ৮৬১৪ ।
২।১২।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৫-৩৫

ন্যায় মানে
যা' নিয়ে যায়,—
যা' অর্থাৎ যেমনতর আচার, ব্যবহার,
কথা, ভাবভঙ্গী, অনুচর্য্যা ইত্যাদি ;
কা'রও প্রতি যেমনতর আচার-ব্যবহার করবে,
কথাবার্ত্তা কইবে,
ভাবভঙ্গী তোমার যেমনতর হবে,—
তা'র হৃদয়ও সেইদিকেই
আনত হ'য়ে উঠবে ;
কারও দুর্ব্ব্যবহার সত্ত্বেও
তুমি সদ্ব্যবহার যদি কর,

আচার-ব্যবহার, কথায়-বার্ত্তায়
তা'কে সৎসন্দীপী ক'রে তোল,
সে তোমার প্রতিও সাধারণতঃ
সৎ-অনুকম্পাশীলই হ'য়ে উঠবে ;
তাই, তা'র অন্তঃস্থ উদ্দেশ্যকে
তোমার চাহিদামাফিক বিনায়িত করতে
উপযোগী আচার-ব্যবহার,
কথাবার্ত্তা, অনুচর্য্যা ইত্যাদিতে
নিরত থেকো ;
তুমি যদি মানুষের অসৎ ব্যবহারকে
বা উদ্দেশ্যকে
তোমার কথাবার্ত্তা, ভাব ইত্যাদি দিয়ে
উস্‌কে তোল,
তোমার প্রতিও তা'র বা তাদের
অসৎ বুদ্ধি বা প্রবৃত্তি
সজাগ হ'য়ে উঠবে ;
তাই, সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুকম্পা নিয়ে
মানুষের মঙ্গললিপ্‌সু হ'য়ে ওঠ,
আচারে, ব্যবহারে, অনুচর্য্যায়
অমনতর মঙ্গল-অভিষিক্ত ক'রে তোল,—
প্রতিক্রিয়ায় সাধারণতঃ
মঙ্গলেরই উদ্ভব হ'য়ে উঠবে ;
তোমার চলা, বলা, করা
যেদিকে যেমনতরভাবে
যাকে নিয়ে যায়,
সেই নিয়ে যাওয়াটাই কিন্তু ন্যায় ;
তাই বলি—
শুভ-সন্দীপী ন্যায়বান হও,
যদি শুভ প্রতিদান পেতে চাও । ৮৬১৫ ।
৩।১২।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৩০

বিদ্যা শুধু লেখাপড়ায় হয় না,
চাই—আগ্রহদীপ্ত সমীচীন কৃতিচলন,
আচরণ,
অর্থাৎ হাতেকলমে করা,
দেখা, শোনা, বোঝা,
প্রত্যেক করণ
সঙ্গতিশীল অন্বিত অর্থনায়
বিনায়িত ক'রে
বহুদর্শী প্রাজ্ঞ বোধনায়
আরূঢ় হওয়া ;
এই হ'চ্ছে বিদ্বান হওয়ার পন্থা ;
লাখ বই পড়,
লেখাপড়া শেখ,—
বিদ্বান হ'তে পারবে না,
পড়ুয়া হ'তে পার,
নিজের সত্তাকে
অর্থান্বিত সঙ্গতিশীল বিনায়নে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে না—
সমীচীন চর্য্যায়
সব বোধনাগুলির বিকাশে
বিন্যস্ত ব্যক্তিত্বে আরূঢ় হ'য়ে ;
তাই, লেখাপড়া যা'ই কর,
অমন ক'রে হাতেকলমে কর ;
এই প্রাজ্ঞ পরিচর্য্যা নিয়ে
বাস্তব সাত্বত ব্যক্তিত্বে অধিরূঢ় হও,
তবেই তো তুমি বিদ্বান ! ৮৬১৬ ।
৫।১২।১৯৫৭, রাত ৭টা

শ্রম ও ক্ষুধাকে
সমীচীন পরিচর্য্যায় জীয়ন্ত রাখ—
সদাচারশীল হ'য়ে;

সাত্বত যা'-কিছু,
তা' বিহিতভাবে গ্রহণ কর,
নিষ্কাশনও কর—
তোমার ব্যক্তিগত অপ্রয়োজনীয় যা'-কিছু ;
এমনি ক'রেই সুস্থ অস্তিত্বে বজায় থাক—
সহজ বোধদীপ্ত জীবনীয় জাগরণ নিয়ে ;
কৃতিমুখর হ'য়ে
আরোর পথে চল,
সম্বৃদ্ধ হও এমনি ক'রে ;
নিজে সুস্থ থাক,
পরিবার-পরিবেশের পরিচর্য্যা নিয়ে
তাদেরও সুস্থতায় প্রভাবিত ক'রে তোল—
অসৎ যা'-কিছুকে এড়িয়ে
বা নিরাকরণ ক'রে ;
সাধু সত্তায় সংস্থ হ'য়ে চল এমনি ক'রে । ৮৬১৭ ।
৫।১২।১৯৫৭, রাত ৭-৩৫

তুমি লাখ নাম কর না কেন,
অজচ্ছল মন্ত্রজপই কর না কেন,
যদি নাম করার সাথে-সাথে
বা মন্ত্র জপ করার সাথে-সাথে
ইষ্টে বা আচার্য্যে
আনতি না জন্মালো,
আর, ঐ আনতির ভিতর-দিয়ে
ঐ ইষ্ট বা আচার্য্যের
গুণ-বিকিরণা
মর্ম্মকে ভেদ ক'রে
তোমার চরিত্রে বিকিরিত না হ'ল,—
সে নাম করা বা জপ করার মানে
কিছুই নয় কিন্তু,
আর, সার্থকতাই বা তা'র কোথায় ?

মনে রেখো—
নাম তোমাকে ধরে নি তখনও ;
তুমি ইষ্টার্থে আপ্লুত হ'য়ে
নিষ্ঠানত অন্তঃকরণে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
একায়িত অনুনয়নে
চলতে যখনই সমর্থ হবে,—
তোমার চারিত্রিক অনুরঞ্জনায়
পরিবার-পরিবেশকে অনুরঞ্জিত ক'রে—
আচারে, ব্যবহারে,
চালচলনে,
কথায়-বার্ত্তায়
সব দিক দিয়ে
সব করার ভিতর-দিয়ে,—
তখনই কিন্তু নাম
তোমার ভিতর জাগ্রত হ'য়ে উঠল ;
আর, ঐ রকমটা যতই
তোমার সত্তায় বা অস্তিত্বে
স্বতঃসিদ্ধ হ'য়ে উঠতে লাগল,
তুমি ততই সিদ্ধ হ'য়ে উঠতে লাগলে —
ঐ নামে,
ঐ জপে ;
আনতিতে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
কৃতিচর্য্যায় প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠ—
বাস্তব বোধনায় প্রদীপ্ত হ'য়ে ;
তাঁর নাম তোমাকে
আনত ক'রে তুলুক তাঁতে,
তোমার সমস্ত চরিত্রে
তা' উচ্চারিত হো'ক—
মানস-কথন-উদ্দীপ্ত হ'য়ে :
ঐ জপে তোমার চরিত্র
বিভূষিত হ'য়ে উঠুক,

আর, ঐ প্রভাব সমস্ত পরিবেশকে
উচ্ছল ক'রে
উচ্ছ্বসিত ক'রে
উদ্দীপ্ত, আনত ক'রে তুলুক তাঁতে—
স্বতঃ, স্বস্থ, সম্বেগশীল
অনুনয়নী তৎপরতায় ;
তুমি সিদ্ধ হ'য়ে ওঠ অমনি ক'রে ;
তাই কথায় আছে—
"জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ" । ৮৬১৮ ।
৫।১২।১৯৫৭, রাত ৮-৩৫

যে বা যা'রা
তোমার ধারণ-পালন-পোষণ-পরিচর্য্যায়
পরিভৃত—
দেওয়া-নেওয়ার কৃতিচলনে,—
তোমার অধীনতা তা'র বা তাদের
অন্তঃস্থলেরই কাম্য কিন্তু,
কারণ, সত্তা-সংরক্ষণী অনুচর্য্যা
জীবের জীবন-আকূতি,
জীবন চায় সাত্ত্বিক সুস্থি,
সাত্বত সম্বর্দ্ধনা । ৮৬১৯ ।
৬।১২।১৯৫৭, বেলা ১১-৩০

অন্যেরই হো'ক,
আর, নিজেরই হো'ক,
দুঃখ, কষ্ট বা অসুবিধায়
নিজে নিরাকরণ-তৎপর না হ'য়ে
যা'রা অন্যের সাহায্য নিতে
আবেদন বা সুপারিশ করতে যায়
বা ক'রে থাকে,

যা'রা দেয় না,
দিলেও অকিঞ্চিৎকর কিছু দেয়,
পেতে চায় বহু,
আর, না-পেলে নিজেকে অপদস্থ মনে করে,
আক্রুষ্ট হয়,
যা'রা নিষ্কাশিত হ'তে চায় না,
অন্যকে করতে চায়,—
তা'রা জেনো—
বাস্তব প্রকৃতিতে লোকশোষক—
পোষক নয়কো কিছুতেই ;
নিজের জন্যই হো'ক,
আর, অন্যের জন্যই হো'ক,
চেষ্টা, যত্ন, অনুচর্য্যায়,
আপ্যায়নার ভিতর-দিয়ে আহরণ ক'রে
অভাব-মোচনে কৃতসংকল্প হ'য়ে চলে যা'রা,
পোষক-প্রবৃত্তি তাদের চরিত্রে বিদ্যমান । ৮৬২০ ।
৭।১২।১৯৫৭, সকাল ৮-২০

তোমার শিক্ষা
নিষ্ঠা-অনুসৃত হ'য়ে
চারিত্রিক দক্ষতায়
কৃতিচলনে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হ'য়ে
আচার, ব্যবহার, আপ্যায়নী অনুচর্য্যায়
সৌষ্ঠব-অন্বিত হ'য়ে না উঠছে
যতক্ষণ পর্য্যন্ত,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি
শিক্ষিতই হ'য়ে ওঠ নি কিন্তু,
বিদ্বান হওয়া তো দূরের কথা ;
তাই বলি—
শিক্ষিত হও,

বিদ্যমানতাকে জেনে
বিদ্বান হ'য়ে ওঠ—
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে,
আচরণ-অনুচর্য্যায় ;—
এমনি ক'রে আচার্য্য হ'য়ে ওঠ । ৮৬২১ ।
৭।১২।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৫-৫৫

নৈষ্ঠিক বিপ্র, ব্রহ্মচারী
বা তপঃকামনাশীল ব্যক্তি—
তা' যে-বিষয়েই হো'ক না কেন—
তাদের পক্ষে স্বপাক আহারই শ্রেয় ;
মহাগুরুজনের সম্বন্ধে তো কোন কথাই নেই,
তা ছাড়া, অগত্যাপক্ষে সদাচারী স্ত্রী
ও প্রত্যক্ষ রক্ত-সংস্রবসম্পন্ন
স্ত্রী-পুরুষদের ভিতর
সদাচারী যা'রা,—
তাদের পক্ক আহার্য্যও
তাঁ'রা গ্রহণ করতে পারেন ;
স্বাস্থ্য ও পারগতা যেখানে
উপযুক্ত নয়কো—
সেই সমস্ত ক্ষেত্র ছাড়া
শিষ্টাচারী উপযুক্ত যা'রা
অর্থাৎ যাদের অন্নপানাদি
গ্রহণ করা চলে—
মাত্র তাদের হাতেই
তাদের অন্নপান গ্রহণ করা উচিত ;
তাও সুস্থ হ'য়ে উঠলে—
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তান্তে
বিহিত আচার পালন ক'রে চলা উচিত ;
কারণ, অন্নপানাদি দোষযুক্ত হ'লেই
তা' শারীরিক স্বাস্থ্য

ও আভ্যন্তরিক স্বাস্থ্যকে
কিছু-না-কিছু বিপর্য্যস্তই ক'রে থাকে ;
যতিদের যথাসম্ভব সর্ব্বাবস্থায়ই
স্বপাক-আহার বাঞ্ছনীয়,
এবং নিতান্ত অপারগ পক্ষে
তা'রা অন্য যতি
এবং নৈষ্ঠিক আচারবান যাঁ'রা
তাঁদের প্রদত্ত অন্নপানীয়
গ্রহণ করতে পারেন—
বৈশিষ্ট্যকে বিপর্য্যস্ত না ক'রে । ৮৬২২ ।
৭।১২।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৩০

উত্তম যদি কিছু চাও,—
প্রাচীনের দিকে হাত বাড়াও,
আর, উপযুক্ত যদি কিছু চাও,—
বর্ত্তমানকে পাঁতি-পাঁতি ক'রে দেখ ;
প্রাচীন যেখানে বর্ত্তমানে অধিষ্ঠিত,
তাই হ'চ্ছে প্রাচীন ও বর্ত্তমানের
মহামিলন-ক্ষেত্র—
বর্ত্তমানের আপূরয়ক,
ভবিষ্যের শুভস্রষ্টা । ৮৬২৩ ।
৯।১২।১৯৫৭, সকাল ৮-২৫

বৈশিষ্ট্যগুচ্ছ,
তদনুগ কৃষ্টি,
সাত্বত বর্দ্ধনা,
সমীচীন বিবাহ ও প্রজনন
কোষকে সম্বৃদ্ধ ক'রে
বিন্যাস-বিনায়নায়

বিহিত শারীরিক সংস্থিতির সৃষ্টি ক'রে থাকে,
তাই, এগুলিকে যা'রা অস্বীকার করে,—
তারা আত্মঘাতী তো বটেই,
গণঘাতীও তা'রা কম নয়,
দেশের, লোকজীবনের
অশিষ্ট, বিধ্বংসী শত্রু তা'রা ;

কারণ, তা'রা যৌনজীবনকে
প্রাবৃত্তিক উন্মাদনায়
আকৃষ্ট ক'রে
বৈশিষ্ট্যানুগ-কৃষ্টিগত উৎপাদন-অনুসৃজী
আবেগকে
ছন্নছাড়া ক'রে তুলে
সুষ্ঠু বর্দ্ধনাকে
কঠোর সংঘাতে ব্যাহত ক'রে তোলে,
বংশানুক্রমিকতাকে
দুর্দ্দান্ত প্রাবৃত্তিক আঘাতে
বিমর্দ্দিত ক'রে
কামলোলুপ কলুষতার
ইন্ধন ক'রে তোলে সবাইকে ;

তাদের কাম, কামনা ও কৃতিচলন
দেশকে ছন্নছাড়া ক'রে
পরভক্ষ্য নৈবেদ্যই ক'রে তুলে থাকে,
তাই, তা' পাপের,
তাই, তা' নারকীয় ;

তাই, সাবধান থেকো,
বৈশিষ্ট্যানুগ যৌন অনুচলনকে
ব্যাহত ক'রো না,
বংশকে বর্দ্ধন-দ্যোতনায়
বিভূতি-পূত ক'রে রাখ,
দেশ ও দুনিয়া

স্বর্গীয় পারগতার
পারিজাত বহন করুক । ৮৬২৪ ।
১০।১২।১৯৫৭, বেলা ১০-৪০

যা' বাস্তব তথ্যের
চৌকস সঙ্গতি নিয়ে
শুভ-সম্বর্দ্ধনী বলে জান না,
তা'র উপর দাঁড়িয়ে
প্রবৃত্তির অভিভূতি নিয়ে
ব্যত্যয়ী দিগদারীর গোঁয়ার্ত্তুমিতে
কোন কিছুকে বিধ্বস্ত করতে যেও না—
বিশেষতঃ সাত্বত শুভপ্রসূ যা',
তাকে বরং যেমন আছে,
তেমনিই থাকতে দাও ;
চৌকস সঙ্গতি নিয়ে
শুভবর্দ্ধনী বলে যা' জান,
তার উপর দাঁড়িয়ে
যাকে প্রয়োজন মনে কর,
উন্নত ক'রে তোল,
উৎকৃষ্ট ক'রে তোল,
আর, উন্নত করতে
যেমন কৃষ্টি-অনুশীলনার প্রয়োজন
নিখুঁতভাবে তা' নিষ্পন্ন কর,
সমাধান কর
এমনতরভাবে ক্রমপদক্ষেপে চলতে থাক ;
তোমার, দেশ ও দশের
বিপর্য্যয়-অভিভূতি
সহ্য করতে হবে কমই,
সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনার সৌন্দর্য্যে
গণজীবন উচ্ছল হ'য়ে উঠবে,

তুমিও সচ্ছল আত্মপ্রসাদী
সন্দীপনী সম্বর্দ্ধনায়
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে চলতে থাকবে—
কৃষ্টি ও ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হ'য়ে,
সাত্বত বিভূতির পরম বিভবে । ৮৬২৫ ।
১০।১২।১৯৫৭, বেলা ১১টা

তুমি জীবনে কাউকে
অন্তর দিয়ে ভালবেসেছ—
অচ্ছেদ্য নিষ্ঠানন্দিত আগ্রহপূর্ণ
কৃতি-উপচারে ?
যদি বেসে থাক,
বুঝতে পারবে—
তা'র শুভ-সন্দীপী অনুচর্য্যা-মাখান
অভিপ্রায়-অনুগ অনুচলন হ'তে
তুমি কিছুতেই বিরত থাকতে পার না ;
যতই ফন্দী খাটাও না কেন,
ঘুরেফিরে তোমাকে ঐই করতে হবে,
তোমার আত্ম-অভিপ্রায়ই
ঐ অভিপ্রায়কে অনুসরণ করতে
প্রবৃত্তিবিজয়ী বলশালী ক'রে
তোমাকে উদ্যম-উদ্যুক্ত ক'রে তুলবে ;
তোমার প্রিয় যদি
সৎসন্দীপী হ'য়ে থাকেন,
ঐ সৎ-অনুসরণ ও অনুচলন
তোমার কাছে
অকাট্য না হ'য়েই পারবে না,
আবার, মন্দ হ'লেও তেমনি ;
অমনি ক'রে ঈশ্বরকে—
আচার্য্যকে ভালবাস,
তোমার জীবন-জলুসে

ঐ প্রভাব কৃতিদীপ্ত হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে ঐ বিভবে
বিভবান্বিত ক'রে তুলবে ;
তুমি ধরতে গেলে—
প্রায় অজ্ঞাতসারেই
ঐ প্রভাবছটায় রূপায়িত হ'য়ে
ঐ ঐশ্বর্য্যের আত্মপ্রসাদে
উচ্ছল হ'য়ে উঠবে,
পরিবার ও পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেকে
তা' উপভোগ ক'রে
সম্বৃদ্ধির ক্রমদীপনায়
প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠবে । ৮৬২৬ ।
১১।১২।১৯৫৭, সকাল ৯-১৫

মুখে
প্রণয়-কথা
বা বিনয়-সৌজন্যের কথা
হাজার বল না কেন,
বা হাবভাব যতই দেখাও না কেন,
প্রণয়-ভাব-প্রকাশে
অবিরল অশ্রুজল পড়ুক না কেন,
তাতে বড় বেশী কিছু নেইকো কিন্তু ;
প্রিয়ের উপচয়ী শুভ-সন্দীপী কৃতিচর্য্যায়
সুসমীক্ষু সন্ধিৎসা নিয়ে
তাঁর অভিপ্রায়-অনুসারিণী
আত্মবিনায়না
যতক্ষণ তোমাকে
নিষ্ঠাসন্দীপ্ত অনুবেদনার সহিত
পেয়ে না বসছে,—
তুমি অমনতর কৃতি-অনুচর্য্যায়
তদভিপ্রায়ী অনুচলনে

আত্মবিনায়ন করতে
যতক্ষণ অবধারিত হ'য়ে না উঠছ,—
ঠিক হিসাব-নিকাশ ক'রে
বুঝেপ'ড়ে নিও—
তোমার অন্তরে
প্রিয়প্রীতি কতখানি অলীক,
আত্মসুখ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা,
গৌরব বা স্বার্থপোষণার ভাঁওতাবাজি
বা কপট অনুচলন নিয়ে
তুমি তা'র কাছে কেমনতর
বহুরূপী হ'য়ে আছ,
আর, তা' তোমার ব্যক্তিত্বকেও বা কী করছে,
আর কী উদ্দেশ্য
লোকচক্ষুর সম্মুখে ধ'রে
তুমি কী হ'য়ে উঠছ,
আর, পরিণতিই বা তা'র কী ?
—বেশ ক'রে খতিয়ে দেখে চল,
ভাল যা' বোঝ,
যাতে তোমার ভাল হয়,
তা'ই কর—
ত্বরিত নিষ্পন্নতার অনুবর্ত্তনে । ৮৬২৭ ।
১১।১২।১৯৫৭, রাত ৯-৩৫

তোমার অনুচলন,
বাক্য, ব্যবহার, ভাবভঙ্গী ও কৃতিচর্য্যা
এমনতর হয় যেন
যাতে তোমার পরিস্থিতিতে
যা'রাই থাক্ না কেন,
তা'রাই শুভ-সন্দীপনী
যোগাবেগসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে,
উদ্যমী সতর্কতার সহিত

তৃপ্তিপ্রসূ অনুকম্পনা ও অনুচর্য্যা নিয়ে
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে চলে,
আর, তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ
শুভ-সঞ্চারী হ'য়ে ওঠে ;
বেশ ক'রে হিসাব-নিকাশ ক'রে
যুগিয়ে-যুগিয়ে
বিন্যাস-তৎপরতায়
এমনতর চলন ও চর্য্যাকে
আয়ত্ত ক'রে তুলতে চেষ্টা কর—
তোমার ব্যক্তিত্বকে
শুভ-সন্দীপনী উপচয়ী অনুবেদনায়
উদ্যুক্ত কৃতিমুখর ক'রে,
যা'তে তোমার সান্নিধ্যে
তোমার পরিবেশ
অন্তরে-বাহিরে ব্যতিক্রমরিক্ত হ'য়ে
সতর্ক সমীক্ষু
শুভ-উদ্দীপনা নিয়ে
আকস্মিক বহু বিপর্য্যয়
ও অশুভ বিক্ষেপ হ'তে
রেহাই পেতে পারে ;
এমনি ক'রেই
তুমি প্রাতঃ-স্মরণীয় হ'য়ে ওঠ,
তোমার স্মৃতিই যেন মানুষকে
সহজ-সন্তৃপ্ত ক'রে তোলে—
স্বভাবকে সুসংহত ক'রে । ৮৬২৮ ।
১২।১২।১৯৫৭, সকাল ৭-২২

আত্মারাম হওয়া মানে
নিজের জীবনগতিকে
রম্য ক্রীড়াশীল ক'রে তোলা,

আর, সে এমনভাবে—
তা' যেন অন্যকেও অমনতর
রম্যগতিশীল ক'রে তোলে
বা তুলতে সাহায্য করে—
একটা সৌষ্ঠব-নন্দনার
মলয়-বিকিরণার ভিতর দিয়ে;
তবে তো তুমি আত্মারাম! ৮৬২৯।
১২।১২।১৯৫৭, বেলা ১০-৫০

তোমার শারীর বিধানের
প্রতিটি কোষই
তা'র বংশানুক্রমিকতা নিয়ে বিদ্যমান,
কেউ তা' হারায় নি;
এই সমষ্টি-সঙ্গত যে 'তুমি'
তা' তো আছেই,
আর, থাকবেও—
আপাতদৃষ্টিতে ঐ ক্রমিকতার ভিতর-দিয়ে
নিজেকে বজায় রেখে,
তোমার অস্তিত্বে অর্থান্বিত হ'য়ে;
দুনিয়ার প্রতিটি একও তো তা'র
প্রতিটি জীয়ন্ত অণুকণা নিয়ে চলছেই—
ঐ অমনতরভাবে;
দুনিয়ার একটি ধূলিকণার
কোটি ভগ্নাংশের একটিও তো
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর-দিয়ে চলেছেই—
কোন কিছুর উপাদান ও উপকরণ হ'য়ে,
সঙ্গতিশীল অনুচলনে;
আর, যত দিন দুনিয়া থাকে
সেও তো ঐ ক্রমিকতা নিয়ে থাকবে—
বর্দ্ধন-বিভূতিতে নিজেকে

বিনায়িত করতে করতে আরোর পথে,
ব্যক্তিত্বকে বিভাবিত ক'রে
তা'র রকমের ভিতর-দিয়ে ;

আর, এই তুমি—
যা'র আদিকারণ ঐ ব্রহ্ম-অর্ণব,
যা'র একটি চিৎকণাও
তা' হ'তে বিচ্ছিন্ন করা যায় না,
বা নাই-এর কল্পনায়
যা'র সত্তাকে সংকল্পিত ক'রে
এই কলস্রোতা অস্তিত্বকে
কোথাও থামিয়ে দিতে পারা যায় না,—
তুমি সেই 'ব্রহ্ম'-তপা হ'য়ে
তোমার অস্তিত্বকে বিসর্জ্জন দেবে
কোথায় কে জানে ?
কোন্ অবাস্তব অতীত-গহ্বরে ?
—তুমি কি ভাব'
সেটা অমৃতলাভ
না 'নাই'-লাভ
যা'কে মৃত্যু বলে ?

তাই বলি—
তোমার ব্যষ্টিজীবনকে
সমষ্টিতে সুসংহত ক'রে
বোধিবিন্যাসিত প্রজ্ঞায়
প্রতিষ্ঠা লাভ কর,
আর, ব্যক্তিত্বকে তদনুগ বিনায়নে
বিনায়িত করতে থাক—
সব যা'-কিছুকে নিয়ে ;
তোমার ব্যক্তিত্বে
ব্রহ্ম আবির্ভূত হউন,
তুমি ব্রহ্মের মূর্ত্ত প্রতীক হ'য়ে ওঠ ;
আর, তোমার ব্যক্তিত্ব

কৃতিতপা অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
প্রতিপ্রত্যেককে
সৌষ্ঠব-সমৃদ্ধির সহিত
ওতে বিভাবিত ক'রে তুলুক ;
এমনি ক'রেই অমৃত লাভ কর,
আর, সেই অমৃত পরিবেষণ কর সবাইকে,
অমৃতের স্বর্ণ-পাত্র উদ্‌ঘাটিত হো'ক ;
'যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্ !' ৮৬৩০ ।
১৫।১২।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৩০

ব্রহ্মের অছিলায়
জগৎকে অবজ্ঞা ক'রে
সাত্বত ধৃতি-কৃতিচলনে নিরস্ত হ'য়ে
সঙ্গতিশীল সার্থক যোজনায় বিকৃতি এনে,
অমৃত-লাভেচ্ছায়
মরীচিকাপ্রতিম অবাস্তব
যা' বস্তুসত্তায় সার্থক হ'য়ে ওঠে নি—
প্রাজ্ঞ বোধনা নিয়ে,
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ সামগ্রিক যা'-কিছুতে,—
এমনতর কিছুতে
অনুগতি নিয়ে চলার চাইতে
আত্মঘাতী পাপ আর কী আছে
বলতে পারি না ;
এমনতর অনুগতিসম্পন্ন যা'রা,
তাদের সংস্রবও
ব্যর্থতার সঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয় । ৮৬৩১ ।
১৫।১২।১৯৫৭, রাত ৭-৪৫

তুমি যা'র
ধারণ-পালন-নিয়মনায় নিয়ন্ত্রিত—
তোমার অন্তর-বাহিরের যা'-কিছু সব নিয়ে,—

তোমার সত্তা ও সম্পদ
তা'রই আধিপত্যে ;
তাই, অধিপতি যেমন,
তাঁর অনুচর্য্যা ও অনুচলন
তোমাতে সক্রিয় স্বতঃস্রোতা যেমনতর,
তোমার দুনিয়ার অবস্থিতিও তেমনি—
তা' ভালই হো'ক আর মন্দই হো'ক ;
আর, সেটা যেখানে
যতটুকু ভঙ্গুর হ'য়ে চলে,
তোমার ঐ নিয়মনার ব্যতিক্রমও
তোমাকে তেমনতরই
অবলম্বন ক'রে থাকে,
তুমি তদ্‌গ্রস্তও হও তেমনতর । ৮৬৩২ ।
১৬।১২।১৯৫৭, রাত ৯-৫

সন্ধিৎসাপূর্ণ আকূত আগ্রহের সহিত
সমীচীনভাবে নিষ্পাদন
যে যত করে,
সেমনি সে তত জানে ;
আর, ভোগসুখের ইন্ধন-স্বরূপ
প্রয়োজনমতন যা'-কিছুকে
আহরণ ক'রে
জোগাড় ক'রে
বিলাস-বিলোল অন্তঃকরণ নিয়ে
যে চলে,—
সে পেতে পারে,
কিন্তু জানে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর,
কারণ, কৃতি-অনুনয়নে
সে নিষ্পাদন করে কমই ;
তাই কর,
ক'রে জান,

জেনে উপভোগ কর—
সমীচীনভাবে যেখানে যেমন প্রয়োজন,—
আর, কৃতার্থ হও ;
জানার উৎসই মানা—
মেনে করা । ৮৬৩৩ ।
১৮৷১২৷১৯৫৭, সকাল ৮-১০

যিনি পূরণ-প্রস্রবণ,
তিনিই পুরুষ,
আর, পুরুষের ঐ স্রবণ-সম্বেগকে—
সাত্বত ইচ্ছাকে
পোষণ-পরিচর্য্যী কৃতি-নিয়মনায়
যিনি আপোষিত করেন,
তিনিই প্রকৃতি ;
তাই, পুরুষের অভিপ্রায়-অনুসারিণী
আত্মনিয়মনার ভিতর-দিয়ে
তাঁকে পরিপুষ্ট ক'রে তোল—
সুসংযোজিত হ'য়ে
কৃতি-অনুচলনায়,—
তোমার প্রকৃতিত্ব বা নারীত্ব
সম্বৃদ্ধ ও সার্থক হ'য়ে উঠবে ;
এমনি ক'রেই পুরুষে
অচ্ছেদ্য হ'য়ে থাক,—
সতীর সৎ-দীপনা
সামগ্রিক অস্তিত্ব নিয়ে
ওতেই তো সার্থক হয়—
প্রাজ্ঞ বিনায়নী তাৎপর্য্যে । ৮৬৩৪ ।
১৮৷১২৷১৯৫৭, বেলা ১১টা

যে
বাক্য, দর্শন ও বোধের

সার্থক সমীচীন অভিব্যক্তি দিতে পারে—
সার্থক সঙ্গীতিশীল অনুক্রমণায়—
তা' যে-কোন প্রকারেই হো'ক
বা যে-কোন ভাষাতেই হো'ক,—
বিজ্ঞ কিন্তু সেই । ৮৬৩৫ ।
১৮।১২।১৯৫৭, রাত ১০-৩০

যা'র যে-কোন কাজেই
তোমাকে নিয়োজিত কর না,
দায়িত্বশীল আগ্রহ নিয়ে
তা' গ্রহণ কর,
শুভ-নিষ্পন্নতায়
তা'র সমাধান কর ;
যে-কাজে নিয়োজিত হয়েছ,
সে-কাজ যেন
শুভ-নিষ্যন্দী উপচয়ী সম্বর্দ্ধনায়
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে ;
আর, তা' হ'তে
অর্থাৎ সে-কাজের
উপচয়ী সম্বৃদ্ধির ভিতর-দিয়ে
যদি তোমার খোরপোষ নিতে হয়,
তবে নিজের বা নিজ পরিবার-পরিবেশের
সাত্বত প্রয়োজনের সমাধান হয়
যতটুকু নিলে,
তাই নিও,
আর, ক'রোও তেমনি ;
অযথা
অর্থাৎ যা'তে তোমার প্রয়োজন নাই,
এমনতর আড়ম্বর বাড়িয়ে
তা'র নিকট থেকে
অনর্থক অর্থ-সংগ্রহ করতে যেও না ;

আর, তোমার ঊর্দ্ধতন বা অধস্তন
সহযোগী যারাই থাক্ না কেন,
তোমার কৃতি-সন্দীপনা
বাক, ব্যবহার ও অনুচর্য্যা
সকলকেই যেন
প্রীতিসম্বদ্ধ ক'রে তোলে
তোমার প্রতি ;

আর, সাত্ত্বিক সন্দীপনায়
সবাই যেন সন্দীপ্ত হ'য়ে থাকে—
ইষ্টার্থ-অনুনীত
সার্থক সঙ্গতিশীল সম্বেদনা নিয়ে ;
শান্তির সাম্য চলন
তোমাকে যেন
শুভ-সন্দীপী ক'রে তোলেই,
তা ছাড়া, তোমার সহযোগী
ও পরিবেশের প্রত্যেকেই যেন
তোমার ঐ অন্তর-আবহাওয়ায়
সন্তৃপ্ত হ'য়ে
পরস্পর পরস্পরের
শুভ-নিষ্পাদনী হয়—
সম্বর্দ্ধনার সামমন্ত্রে সজাগ থেকে ;

এই এমনতর ধৃতি-নিষ্পাদনা
তোমাকে যেন সবার-অন্তরে
সাধু অর্ঘ্যে
অভ্যর্থিত ক'রে তোলে ;

তুমি শান্তিতে থাক,
আর, তোমার শান্তি-পরিবেষণ
সবাইকে শুভসন্দীপ্ত কৃতিচলনে
তরতরে ক'রে তুলুক । ৮৬৩৬ ।
১৯।১২।১৯৫৭, সকাল ৮-৪০

তোমার সৌম্য স্বভাব,
হৃদ্য, সঙ্গতিশীল কৃতিচলন ও বাক্-ব্যবহার
চোখে দেখা
ও কানে শোনার ভিতর-দিয়ে
ছাত্রদের মর্ম্মে প্রবেশ ক'রে
তাদের বোধে অর্থান্বিত হ'য়ে
অমনতর প্রণোদন-প্রসাদের
উৎকর্ষ-চলনে
তাদিগকে যদি এমনতর উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,
যা'তে তা'রা অমনতর
আচারে, ব্যবহারে,
করণে, চলনে
নিয়োজিত না হ'য়েই পারে না,—
তোমার শিক্ষকতার
সার্থকতাই তো তাতে,
তবে তো তুমি শিক্ষক,
আর, তোমার ব্যক্তিত্ব-বিনায়িত শিক্ষার
মর্য্যাদা কিন্তু ঐ। ৮৬৩৭।
২২।১২।১৯৫৭, সকাল ৭-৩৫

তুমি যে বড়—
তোমার বাস্তব প্রকৃতির
বোধায়নী সঙ্গতি নিয়ে,—
তা'র প্রমাণই হ'চ্ছে—
তোমাকে ধ'রে
তোমার অনুসরণে
কে কেমনতর বড় হ'য়ে উঠছে
বা উঠেছে—
নিষ্ঠানন্দিত অনুনয়নে,
অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গতিশীল
সার্থক বিনায়নার ভিতর দিয়ে,

—এক কথায়, তোমাকে ধ'রে
কে কেমনতর গজিয়ে উঠছে—
বৈশিষ্ট্যের বিশাল সঙ্গতিশীল
ব্যাপৃতি নিয়ে,
যেমন পিতা
তা'র সন্তান-সন্ততির ভিতর-দিয়ে
আত্মপ্রকাশ ক'রে থাকেন,
গজিয়ে ওঠেন—
বরেণ্য হ'য়ে । ৮৬৩৮ ।
২২।১২।১৯৫৭, বিকাল ৪-২০

যা' আমাদের সাত্বত শুভ,
তা' ঈশ্বরের ইচ্ছা,
আর, সাত্বত শুভ-নিষ্পাদনই হ'চ্ছে
তাঁর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা
বা অন্তর-আবেগ,
আর, সেই পথে যে যত চলতে পারে,
তাঁর ইচ্ছাকেও সে তেমনিভাবে
পরিপালন করে ;
ঈশ্বরেচ্ছা-পরিপালনই
আমাদের জীবনের পরম সার্থকতা ;
আর, যা' অসৎ ও অশুভের সৃষ্টি করে,
অবনতির পথে নিয়ে যায়,
পরস্পরকে বিরোধী
ও বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে,—
প্রবৃত্তি বা শাতন-সন্দীপনা তাইই,
তাই, তাকে অবজ্ঞা ক'রে চলাই শ্রেয় । ৮৬৩৯ ।
২৩।১২।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-১৫

তোমার ধর্ম্মচর্য্যার,
সাত্বত লোকহিত যজ্ঞের,

সুসঙ্গত, সার্থক, কৃতিব্রতের
প্রলোভন কিন্তু অর্থ নয়কো,
অর্থপ্রলোভন তাকে খিন্ন
ও স্বার্থ-সঙ্কীর্ণ ক'রে তুলে থাকে ;
তা'র পুরস্কারই হ'চ্ছে—
সামসৌম্য আত্মপ্রসাদ,
ব্যক্তিত্বের শুভচয়নী উদ্‌গতি,
কৃতকার্য্যতার নিষ্পাদনী প্রজ্ঞা,
প্রীতি-অভিনিবেশ ;
এই তো হ'চ্ছে
সার্থকতার পরম অর্থ,
যা' ব্যক্তিত্বকে
পারগতার পারিজাতে বিভূষিত ক'রে
গৌরব-ঐশ্বর্য্যে
গরীয়ান ক'রে তুলে থাকে—
ঐশ্বর্য্যের ঐশী বিক্রমে। ৮৬৪০।
২৩।১২।১৯৫৭, রাত ১০-৪০

সাত্বত প্রাচীন ঐতিহ্য যেগুলি—
সেগুলিকে
সম্যক অনুনয়নে বিনায়িত ক'রে
সম্মুখের দিকে এগিয়ে চল ;
প্রাচীন বর্ত্তমানেরই উৎস। ৮৬৪১।
২৬।১২।১৯৫৭, সকাল ৭-২০

যেখানে নিষ্ঠা নাই,—
বিশ্বস্ততাও সেখানে নাই,
আর, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার
অভাব যেখানে—
কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতাও
দেখতে পাওয়া যায় সেখানে প্রায়শঃ ;

সেখানে
যাকেই যে ধ'রে থাকুক না কেন,
তা' অর্থ বা স্বার্থের জন্য,
তাই, উচ্ছৃঙ্খলতাও অবাধ সেখানে,
প্রবৃত্তি-স্বার্থলোলুপতাই প্রথম ও প্রধান,
আবার, অপহরণ ও আত্মসাৎ করবার প্ররোচনাও
প্রবল সাধারণতঃ ;
এর যে-কোন একটির সঙ্গে সঙ্গে
অপরগুলিরও বিদ্যমানতা স্বাভাবিক ;
বুঝে চ'লো—
সমীচীন সাবধানী চলন নিয়ে । ৮৬৪২ ।
২৬।১২।১৯৫৭, রাত ৭-২০

তুমি তোমার পরিবার-পরিবেশ সহ
যাতে ভাল থাক,
উৎকৃষ্ট, উন্নত
উদ্বর্দ্ধনশীল হ'য়ে চল,
কায়মনোবাক্যে
কৃতিচলনে
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
তা'ই ক'রে চলাই
ধর্ম্ম করা বা ধর্ম্মচর্য্যা—
আর, তা' ধারণে, পালনে, পোষণে,—
যা'তে তোমার
বেঁচে থাকা,
বেড়ে চলা
উচ্ছল উদ্বর্দ্ধনায়
সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চলতে থাকে ;
ধর্ম্ম মানে—
আজগবী কিছু নয়কো ;

আর, ঐ ধর্ম্মের বিহিত
উৎকর্ষী সঙ্কর্ষণই হ'চ্ছে কৃষ্টি—
চিন্তা ও হাতেকলমে ক'রে
সেগুলি
সমীচীন সার্থক সঙ্গতিতে অবহিত হ'য়ে
আরোর পথে চলতে থাকা—
উন্নতির অবাধ কৃতিচলনে,
যা'তে তুমি
তোমার পরিবার-পরিবেশ নিয়ে
পরম সার্থকতায়
অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠ ;
এই তো হ'ল
ধর্ম্মের মোক্‌থা কথা,
আর, তা' হ'তে হ'লেই লাগে—
ইষ্ট বা আচার্য্যে নিষ্ঠা,
তাঁতে অচ্ছেদ্য অকম্পিত অনুরাগ ;
আচার্য্য—
যিনি আচরণ ক'রে জেনেছেন,
তাঁকে,
তাঁর করণ-কারণগুলি দেখে,
জেনেশুনে,
নিজে হাতেকলমে ক'রে
নিষ্ঠানন্দিত সঙ্গতিশীল হ'য়ে
ঐ যা'-কিছুকে
তাঁরই সার্থক সঙ্গতিতে
বিনায়িত ক'রে
নিজের ব্যক্তিত্বকে
বিন্যস্ত ক'রে তোল ;
তাই তোল,
কর,
হ'য়ে সবার হওয়াকে

উচ্ছল ক'রে তোল—
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের
বৈশিষ্ট্যানুগ
ধৰ্ম্মদ একায়নী গতিতে,
অনুরতির আকুল
অনুশীলনী উন্মাদনা নিয়ে ;
তাই—
"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্
দেবাভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে।" ৮৬৪৩।
২৭।১২।১৯৫৭, সকাল ৭-৪৫

ঈশ্বর, ইষ্ট ও পরিবারের ভিতরে
যা'রা সমান বণ্টন করে—
তা' যা'-কিছুই হো'ক না কেন,—
তা'রা ঈশ্বর বা ইষ্টকে
অনুগ্রহের চক্ষেই দেখে থাকে—
যে-অনুগ্রহ
যে-কোন সময়েই
শাতন-নিগ্রহে
পর্য্যবসিত হ'য়ে উঠতে পারে ;
আর, যারা,
যা'-কিছু
ঈশ্বর ও ইষ্টকে বেশী দিয়ে
পরিবার ও পরিবেশকে
তদনুপাতিক কম দিতে অভ্যস্ত—
আর, তা' উদগ্র আগ্রহে,
আত্মপ্রসাদ-অনুদীপ্তির সহিত,—
ঐ দান তা'দিগকে
আশীর্ব্বাদেরই অধিকারী ক'রে তোলে,
অনুকম্পী উচ্ছলতায়
সব যা'-কিছুকেই

বিধিমাফিক
উচ্ছলই ক'রে তোলে—
আত্মনিয়ন্ত্রণী অনুদীপনা-অধ্যুষিত ক'রে। ৮৬৪৪।
২৭।১২।১৯৫৭, বিকাল ৪-২০

অন্যের নিন্দা, ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপে
মুষড়ে প'ড়ো না,
অবসন্নও হ'য়ো না—
যে-অবসাদ প্রায়শঃ অনেকেরই হ'য়ে থাকে ;
নিজের কৃতিচর্য্যায় বিমুখ হ'য়ে
তা' হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ো না,
সৎ-সন্দীপী হও,
শুভ-সন্দীপনায় উচ্ছল উদ্যমী হ'য়ে চল—
নিষ্ঠাকে নিজের দাঁড়া ক'রে নিয়ে,
উৎসাহ-উৎফুল্ল অনুপ্রাণনায়
অটুট উচ্ছল উন্মাদনার সহিত ;
ঐ নিন্দা, ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ হ'তে
তুমি বুঝে নিও—
তোমাকে কী করতে হবে,
কতখানি উৎসাহ-নন্দিত
কৃতিচলন নিয়ে চলতে হবে,
সাধু নিষ্পন্নতায়
তাকে সম্পাদন করতে হবে ;
আর, সে-আবেগকেই
উচ্ছল ক'রে নিয়ে
দৃঢ়-সংকল্পী সমীচীন সন্ধিৎসা
ও কৃতি-পরিচর্য্যায়
তা'র সমাধান করবেই কি করবে—
এমনতর দৃঢ় নিশ্চয়তায় খাড়া হ'য়ে দাঁড়াও,
কৃতী হ'য়ে চল,

শুধু মুখে ব'লো না,
বরং কমই ব'লো তা'—
যেটুকু না বললে নয় তা' ছাড়া,
কাজে কর ;

নিন্দাই বল,
ব্যঙ্গই বল,
বা বিদ্রূপই বল,
তা'তে কিছুতেই
নিজেকে অপদস্থ বা অবসন্ন ক'রে তুলো না ;
আর, যদি অসৎকর্ম্ম ক'রে থাক—
এবং তা'রই করণ-কারণ নিয়ে
যদি কেউ নিন্দা, ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ ক'রে থাকে,
তুমি নিজে সংশুদ্ধ হ'য়ে
ঐ কর্ম্মানুচলনকে সংশোধিত ক'রে চল,
তোমার চলনা যেন
লোকরুচিকে
সাধু ও সুনন্দিত ক'রে চলে ;
চল তো দেখি—
এমনতর চলনে,
দেখবে—
নিন্দা, ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ
তোমার সুখ্যাতির আলোক
বিস্তার ক'রে
বিভব-বিনোদনার
বিভূতি-সৌরভে
সপরিবেশ তোমাকে উচ্ছল ক'রে তুলবে ;
তুমি তো তৃপ্ত হবেই,
আর তৃপ্তি পাবে তা'রা আরো—
যা'রা তোমার ঐ কৃতিচলনের
সাঙ্গপাঙ্গ হ'য়ে

তোমার সমাধানের সহায় হ'য়ে চলেছে—
লাগোয়া তৎপরতায় । ৮৬৪৫ ।
২৮।১২।১৯৫৭, দুপুর ১২-১০

অনুরাগ যেখানে যেমন উচ্ছল,
আসঙ্গ ও সহ-অবস্থান-লিপ্সা
এবং প্রেষ্ঠ-অভিপ্রায়ানুগ প্রবৃত্তি ও চলনও
সেখানে তেমনি প্রবল—
তা' নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে
উপেক্ষা ক'রেও—
প্রিয়সঙ্গ-উপভোগ-কামনার
লোলুপ আকর্ষণে । ৮৬৪৬ ।
২৮।১২।১৯৫৭, রাত ৮-২৩

পৃথিবীর কোন দেশ ও তার মানুষকে
অবজ্ঞা ক'রো না ;
সাবধানী সৌজন্যের সহিত
তাদের নিকট থেকে
যা' শেখবার
তা' শেখ—
উপযুক্ত কৃতি-অনুশীলনে,
আর, তাদের মঙ্গলপ্রসূ
এমনতর যদি কিছু জান,
তাও শেখাও ;
আরো ভেবে দেখো—
তাদের শুভ-অনুচর্য্যার জন্য
তুমি কী করতে পার,
যা' তোমার পক্ষে সম্ভব
তা' কর—
অবশ্য কোন লোকের
অসৎ অভিসন্ধির ইন্ধন না জুগিয়ে ;

যা' দিতে পার দাও,
আর, যা' নিতে পার নাও,
এমনতরই দেওয়া-নেওয়ার
শুভ-অনুধ্যায়িতার ভিতর-দিয়ে
আত্মীয়তার বন্ধনে
সদ্-বান্ধব হ'য়ে ওঠ তাদের,
আর, তা'রাও তোমার প্রতি
তেমনতরই হয়ে উঠুক—
সাত্বত পরিচর্য্যী অনুবেদনা নিয়ে,
সাত্বত শুভের উচ্ছল আমন্ত্রণে
আকৃষ্ট ক'রে সবাইকে
ও নিজে হ'য়ে ;
তোমাদের স্বস্তি
এমনি ক'রেই প্রসার লাভ করুক । ৮৬৪৭ ।
২৮।১২।১৯৫৭, রাত ৯-৩৫

কেউ কাকেও
উৎকৃষ্ট করতে পারে না,
উন্নত করতেও পারে না,
ভাল শিক্ষিত ক'রে তুলতেও পারে না—
সার্থক সঙ্গতিশীল অর্থনায় বিনায়িত ক'রে ;
তা' কেবল পারে
তা'র অন্তর্নিহিত
নিরাবিল উদ্যম-উদ্যুক্ত প্রীতি বা শ্রদ্ধা,
যার ফলে
সে নিজেকে শ্রেয়চর্য্যায় নিয়োজিত ক'রে
ঐ শ্রেয় বা প্রেষ্ঠের
অভিপ্রায়-অনুযায়ী অনুচলনে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তৃপ্তি লাভ করে,

যে-তৃপ্তি
তা'র ঐ প্রেষ্ঠকে
তৃপ্তি-নন্দনায়
উচ্ছ্বসিত ক'রে তোলে,
আর, সবরকম উন্নতির উদ্দীপনা
ঐ অমনতর অন্তর-উৎসারণাতেই
অনুস্যূত ;
এর অভাব যেখানে যেমন,
মন্দ বা অবনতির প্রাদুর্ভাবও
সেখানে তেমনি ;
তাই, 'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ'। ৮৬৪৮।
৩০।১২।১৯৫৭, সকাল ৭-৫

তুমি যদি শ্রেয়নিষ্ঠ হও,
আর, যদি সে-নিষ্ঠা
ক্ষীণস্রোতা হ'য়েও
অচ্ছেদ্যভাবে তোমার অন্তঃকরণে
স্থিতিলাভ করে,
অথচ ঐ নিষ্ঠা যদি
তোমার প্রবৃত্তিগুলিকে
নিয়ন্ত্রিত করতে নাও পেরে থাকে,
তবে তুমি প্রবৃত্তির
দ্বন্দ্ব-সংঘাতে হাবুডুবু খেতে পার,
ব্যত্যয়ী কৃতিচলন
তোমাকে বিধ্বস্তও ক'রে তুলতে পারে,
অর্থান্বিত সঙ্গতিশীল না হ'য়ে
তোমার কৃতি-উদ্দীপনা তোমাকে
হয়তো অনেকদিন ধ'রে
নাজেহালও করতে পারে ;
কিন্তু তাও ভাবনা নাই,
তোমাতে তোমার বৈধানিক ক্রিয়াবিকৃতি

যদি স্থায়িত্বলাভ না ক'রে থাকে,—
ঐ সংঘাত তোমাকে
বিপন্ন ক'রে
ব্যাহত ক'রে
ক্রমে-ক্রমে তোমার অন্তরে
এমনতর বোধনার সৃষ্টি করবে,
যা'র ফলে তুমি
উদগ্র আগ্রহ নিয়ে
নিজেকে ঐ শ্রেয়ানুগ নিয়ন্ত্রণে
ক্রমপর্য্যায়ে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে
কৃতিদীপনার সৌকর্য্যে
শ্রেয়ার্থ-পরিচর্য্যী পরিক্রমায়
ব্যাপৃত ক'রে তুলতে পারবে ;
নিষ্ঠাও তা'র ভিতর-দিয়ে
ক্রমেই
প্রবলস্রোতা হ'য়ে উঠতে থাকবে—
শ্রেয়নন্দনার সমীচীন সার্থকতায়
তোমাকে কৃতকৃতার্থ ক'রে ;
তুমি কৃতিতপা হ'য়ে উঠবে,
আর, ঐ কৃতিতপ
কৃতকার্য্যতার দক্ষ চলনে
তোমাকে ক্রমেই
উন্নত হ'তে উন্নততর
ক'রে তুলতে থাকবে ;
তোমার ব্যক্তিত্ব
শ্রেয়নিষ্যন্দী অভিষেকদীপ্ত হ'য়ে
শুভ-সন্দীপনী নিষ্পন্নকর্ম্মা হ'য়ে উঠবে,
পারগতার পারিজাতবাহী হ'য়ে
সপরিবেশ তোমাকে
সাধু-সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে ;

সাধু-ধন্যবাদে
তোমার পরিবেশ
তোমাকে আরতিদীপ্ত ক'রে
কৃতিহোম-আহুতিতে
আবাহন করবে ;
তোমার ঐ স্বস্তি-সম্বৃদ্ধি
কৃতি-জীবন লাভ ক'রে
সব জীবনকেই
কৃতি-প্রেরণা-পরিস্রবা ক'রে তুলবে ;
সুখী হবে তুমি,
আর, তোমার আওতায় যা'রা থাকবে—
তা'রা কৃতিহোম-পরিচর্য্যায়
নিজদিগকে সুখসম্বৃদ্ধির
অধিকারী ক'রে তুলবে। ৮৬৪৯।
৩০।১২।১৯৫৭, সকাল ৯-৪০

তুমি যদি সর্ব্বস্বহারা হও,
তা'তেও কিছু আসে যায় না ;
জীবনের আসনকে যদি
না হারিয়ে ফেল,
প্রীতি-উদ্যমী কৃতিমাধুর্য্যে
একদিন ফুল্লস্ফুরিত
হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে। ৮৬৫০।
৩০।১২।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৫টা

জীবন-পরিচর্য্যা,
জীবনীয় কৃষ্টি-পরিচর্য্যা,
এক কথায়, ধর্ম্ম-পরিচর্য্যা
অর্থাৎ সাত্বত ধারণ, পালন ও পোষণার
সার্থক সঙ্গতিশীল পরিচর্য্যায়

যদি প্রবৃদ্ধ না হ'য়ে ওঠ—
কৃতি-অনুচলনে,—
তুমি যত বড়ই হও,
বা যত ছোটই হও,
আর, যা'-কিছুই কর না কেন,
তা'র সার্থকতা কোথায় ?

প্রাজ্ঞ বোধন-প্রদীপ্ত
তোমার কৃতি-অনুচলন—
যা'কে সদাচার বলে,
সেই আচরণ-নিয়মনায়
অস্তিবৃদ্ধিকে যদি
ধৃতি-অনুশীলনায়
সম্বৃদ্ধ ক'রে না তুলতে পার—
ঐ অস্তিবৃদ্ধির অমোঘ চলনে—
কৃতকার্য্য অভিনিবেশ নিয়ে,—
তোমার কৃতিত্ব কোথায় ?
আর, সাত্বত প্রবোধনারই বা মূল্য কী ?
কৃতকার্য্য ও কৃতকৃতার্থই বা হ'য়ে উঠবে কিসে—
কী নিয়ে ? ৮৬৫১।
৩১।১২।১৯৫৭, রাত ৭-১৫

যে নীতিই বল না কেন—
তা' ব্যক্তিগত নীতিই হো'ক,
সমাজগত নীতিই হো'ক,
অর্থনীতিই হো'ক,
রাজনীতিই হো'ক,
ন্যায়নীতিই হো'ক,
বিবাহ বা যৌননীতিই হো'ক,
ফল কথা, যে নীতিই হো'ক না কেন,
তা' যদি সব দিক দিয়ে

সব যা'-কিছু নীতির আপূরণে
সুসংহত হ'য়ে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
পারস্পরিক অর্থে
বিনায়িত হওতঃ
সাত্বত জীবনকে
সুনিয়ন্ত্রিত কৃতিসন্দীপনায়
সম্বুদ্ধ ক'রে
আপূরিত ক'রে না তুলতে পারল,
তা' যা'ই হো'ক,
তা' কোথাও ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত সম্বর্দ্ধনার
সামদীপনায়
সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে
বা করতে পারে—
তা' কিন্তু দেখা যায় নি ;
আবার, বাদও কিন্তু তেমনি ;
তাই, নীতিই বল,
বিধিই বল,
বা বাদই বল,
তা' যদি সব দিক দিয়ে
সব তাৎপর্য্যে
সংহত ও সমাহিত হ'য়ে
সার্থকতায়
প্রতিটি জীবন-সহ পরিবেশকে
সৌষ্ঠব-সন্দীপ্ত ক'রে না তুলতে পারে—
কৃতিচর্য্যার ভিতর দিয়ে,—
তা' কিন্তু পূর্য্যমাণ হ'য়ে উঠতে পারে না
ব্যষ্টি ও সমষ্টির কাছে ;
তাই বলি—
সুসংহত, সমীচীন, সাত্বত যা'
তা'ই সব নীতি, বিধি বা বাদের

পরম বেদী ;
আর, তা'ই কিন্তু ধর্ম্ম । ৮৬৫২ ।
৩১।১২।১৯৫৭, রাত ১০-৪৫

যেই হো'ক না কেন,
নিষ্ঠানন্দিত সমীচীন
সৌকর্য্য-তৎপরতায়
দেওয়া-নেওয়ার ভিতর-দিয়ে
নিজের অন্তর-বাহিরের সম্পদকে
সে যদি সম্বৃদ্ধ না করত,
বা না করতে পারত
বা উচ্ছল ক'রে না তুলত,
তা হ'লে, তা'র জীবনচলনা
একদম খতমে নিঃশোষিত হ'য়ে উঠত ;
তা' শুধু মানুষের বেলায় নয়,
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে
সব কিছুতেই তা'ই ;
ফল কথা, দুনিয়ায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় না,
হয় এগুতে হবে, না হয় পিছোতে হবে । ৮৬৫৩ ।
৩১।১২।১৯৫৭, রাত ১১-১০

ধৃতি-পরিচর্য্যার
অর্থাৎ ধর্ম্ম-পরিচর্য্যার
সমীচীন পথ—
প্রাজ্ঞ সদাচার-সম্বোধী বিজ্ঞান
ও তা'র সমীচীন ব্যবহার,—
যা' সাত্বত সম্বর্দ্ধনাকে
সম্বৃদ্ধ ক'রে
কৃতি-নিয়ন্ত্রণে
অস্তি ও বৃদ্ধিকে
পুণ্য-পরিস্রবা ক'রে তোলে—

ঋত ও সত্যের
সমীচীন শাশ্বত নিয়মনায়
জীবনীয় ক'রে । ৮৬৫৪ ।
১।১।১৯৫৮, সকাল ৬-৫৪

মমত্ব যা'র বিস্তীর্ণ
অহংও তা'র প্রসারণ-সম্বেগী । ৮৬৫৫ ।
১।১।১৯৫৮, রাত ৭-২

তুমি সুজনোচিত
আপ্যায়ন-অনুচর্য্যা নিয়ে,
নিজের অবস্থার দিকে নজর রেখে,
ছোটই হো'ক আর বড়ই হো'ক—
যে-কোন লোকই
তোমার আওতায় আসুক না কেন
বা সান্নিধ্য লাভ করুক না কেন,
আত্মসম্মান বজায় রেখে
তাদের সহিত
সুষ্ঠু ব্যবহার নিয়ে
সমীচীনভাবে
কথাবার্ত্তা, আলাপ-আলোচনা চালাবে—
তাদের আত্মীয়-স্বজন,
পরিবার-পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে,
যেখানে যেমন প্রয়োজন
অনুচর্য্যা-পরায়ণতা নিয়ে,
কোনরকম ব্যক্তিগত পাতলামির
প্রশ্রয় না দিয়ে,
খোঁচামারা কথা বা ব্যবহারে
অশিষ্ট বিতণ্ডার উস্কানি সৃষ্টি না ক'রে ;
দেখবে—
তা'র ভিতর-দিয়েই

তোমার সহজ জ্ঞান
সুসঙ্গত, সমীচীন বিনায়নে
সম্পুষ্ট হ'য়ে
ক্রমশঃই
অভিজ্ঞ অনুনয়নে
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে উঠছে,
সঙ্গে সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত খ্যাতিও
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠছে ;
কিন্তু স্মরণ যেন থাকে—
অনুচর্য্যাপরায়ণতা নিয়ে
তোমার পক্ষে যেমন সম্ভব
তা' করতে
একটুও ত্রুটি করলে চলবে না ;
এতে নিন্দা-স্তুতির সংগ্রামের ভিতর-দিয়ে
খ্যাতিদ্যোতনা
তোমাকে
উৎসর্জ্জনায় অভিনন্দিত ক'রে তুলবে ;
সৌজন্যপূর্ণ অনুচর্য্যী শ্রম
তোমাকে শ্রামণচর্য্যায়
উচ্ছল ক'রে তুলবে,
তৃপ্তি লাভ করবে তোমার অন্তঃকরণ । ৮৬৫৬ ।
২।১।১৯৫৮, রাত ১০-৪৫

লক্ষ্য যা'র অকিঞ্চিৎকর,
আগ্রহ-উদ্যুক্ত শক্তিও তা'র নগণ্য ;
লক্ষ্য ও শক্তির মিতালী অনুচর্য্যাই
কৃতকার্য্যতার পরম আশীর্ব্বাদ—
অনুশাসনবাদ । ৮৬৫৭ ।
৩।১।১৯৫৮, সকাল ৬-৫২

বিদ্যমানতাকে জান—
নিয়ন্ত্রণী কৃতি-তাৎপর্য্যে,
—তবে তো বৈদ্য ? ৮৬৫৮ ।
৫।১।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৫-৪

উর্জ্জী প্রীতি বা শ্রদ্ধা
স্বতঃই অনুচর্য্যাপরায়ণ,
তাই, তা' তেমনিই ওজস্বী প্রিয়-পরিচর্য্যী,
আর, তা' ব্যক্তিত্বকে প্রীতি-অবগাহনে
স্নাতও ক'রে তোলে তেমনি ;
ঐ প্রীতি বা শ্রদ্ধার সুসন্ধিৎসু
সতর্ক জাগ্রত অনুচলন
প্রিয়-অভিপ্রায়-আপূরণী
অনুবেদনা নিয়ে
ব্যক্তিত্বকে কৃতি-ব্যাপৃত ক'রে
তাঁতে অর্থান্বিত সঙ্গতিশীল ক'রে
সুসজ্জিত ক'রে রাখতে
অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে ;
তাই, তা' মহান আশীর্ব্বাদ—
ব্যক্তিত্বের অমর দীপনা । ৮৬৫৯ ।
৬।১।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৫-৪৫

যিনি ধাত্রী,
দুনিয়ায় তোমার প্রথম ধরণী,
তুমি যখন এ দুনিয়াতে পদার্পণ কর—
তা'র প্রথম অবলম্বনই তিনি ;
তিনি তোমার কাছে
জগদ্ধাত্রীরই ব্যক্তপ্রতীক ;
তাই, তোমার পিতামাতা বা অভিভাবকের
তাঁকে শ্রদ্ধা-সহকারে

যথাসাধ্য নৈবেদ্য
অর্থাৎ ভোজ্যদ্রব্য ও বস্ত্রোপকরণাদি
অর্পণ করা উচিত—
বিশেষতঃ তোমার জীবনের
মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদিতে ;
আর, তোমার অবস্থানুগ অনুচলন
ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
প্রয়োজন-মত তাঁর
নৈবেদ্যবাহী হ'য়ে চলাই
তোমার জীবনারম্ভের স্মারক যজ্ঞ ;
তোমার অবস্থায় যেমন কুলায়,
আর, তিনি যেমনতর যা' ব্যবহার করতে পারেন,—
তা'ই তাঁকে অর্ঘ্য নিবেদন ক'রো ;
ঐ শুভস্মৃতি শুভ-আশীর্ব্বাদে
তোমাকে প্রতুল ক'রে তুলবে—
শ্রদ্ধাপূত কৃতি-নিষ্ঠার
অনুকূল উচ্ছলায় ;
এমনতর না করাটাই প্রত্যবায়,
তাই বলি—
ভুলো না তা' করতে ;
ঐ ভুল জীবনের অনেক ভুলকে
প্রশমিত না ক'রে
জটিলই ক'রে তুলবে,
তোমার ঐ শ্রদ্ধা-নৈবেদ্য
তোমার স্বস্তি, কৃষ্টি ও আয়ুকে
যেন উচ্ছল ক'রেই রাখে ;
তাই, অমনতর শ্রদ্ধাপূত
কৃতি-অনুচলন নিয়ে চ'লো—
উপযুক্ত কর্ম্ম-অর্জ্জিত নৈবেদ্যের অর্ঘ্য-সজ্জায়,
শুভ-নিবেদনায়। ৮৬৬০।
৬।১।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৬টা

পাওয়ায় প্রণয় গজায় প্রাপ্য বস্তুতে,
আর, দেওয়ায় প্রণয় গজায়
যা'কে দেওয়া হয় তা'তে । ৮৬৬১ ।
৮।১।১৯৫৮, রাত ১০টা

তোমার শ্রদ্ধাজাত নিষ্ঠা
যদি বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম ক'রে
যিনি তোমার শ্রদ্ধার্হ
তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠ না করতে পারল—
অন্তরে, বাহিরে, সব দিক দিয়ে,
—তাঁর অভিপ্রায়-অনুপোষণী অনুচলনে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারল—
শুভপ্রসূ উপচয়ী নিয়ন্ত্রণে—
তদনুপোষণী কৃতিচর্য্যায়
নিজেকে নিয়োজিত রেখে,
ব্যাপৃত রেখে—
বিনা ওজর-আপত্তিতে,
সহজ সৌম্য প্রীতি-অনুচলনে,
তাঁর ও তোমার স্বাস্থ্য ও সম্বৃদ্ধিতে নজর রেখে,—
তা হ'লে কি বুঝতে পার না—
তোমার ঐ শ্রদ্ধাপূত নিষ্ঠা
কতখানি অকিঞ্চিৎকর ?
—তা' তোমার ব্যক্তিত্বকে কতখানি
সার্থক সঙ্গতিশীল সংগঠনে
গঠিত ক'রে তুলতে পারে ?
তোমার প্রিয়কে ভাঁড়িয়ে
নিজেকেও যে ভাঁড়াচ্ছ—
তা' কি বুঝছ না ?
তোমার প্রিয়গতি যে দুঃস্থ,

তা' কিন্তু ঠিক—

তখনও । ৮৬৬২ ।

৯।১।১৯৫৮, সকাল ৯-৩৫

বাস্তব যা'—
তা' স্থূলই হো'ক
আর সূক্ষ্মই হো'ক,
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যই হো'ক
আর অতীন্দ্রিয়ই হো'ক,
তা'কে বাদ দিয়ে
আধ্যাত্মিকতার অনুসন্ধানে
বা ঈশ্বরের অনুসন্ধানে
বৃথা ঘুরে বেড়িও না ;
আচার্য্যনিষ্ঠ হ'য়ে
শ্রদ্ধোষিত অন্তঃকরণে
সমীচীন সন্ধিৎসা নিয়ে
কৃতিচর্য্যী অনুশীলনায়
সুসমীক্ষু তৎপরতাকে আশ্রয় ক'রে
তাঁকে খোঁজ ;
খুঁজতে খুঁজতে যা' পাও,
সেগুলিকে আয়ত্ত কর—
তোমার সাত্বত সম্বেদনীয় যা'-কিছুকে
সঙ্গতিশীল নিয়ন্ত্রণে
বিনায়িত ক'রে,
অসৎ যা'-কিছুকে
বুঝেসুঝে
তা'কে সমীচীনভাবে নিরোধ ক'রে ;
শুভ যদি পাও কিছু
তা'কে উপযুক্তভাবে
সুবিধায়নায় ব্যবস্থ ক'রে
প্রকৃষ্টভাবে চলতে থাক—

বিজ্ঞানের অর্থান্বিত সঙ্গতিশীল প্রাজ্ঞ বোধনায় ;
এই অনুশীলন
আধ্যাত্মিকতা,
আত্মিকতা
বা ঈশ্বরলাভের
প্রকৃত পথ । ৮৬৬৩ ।
১০।১।১৯৫৮, রাত ১১টা

শ্রদ্ধাবনত আনতি নিয়ে
নাম বা মন্ত্র জপ কর—
তদর্থ-অনুভাবনায়,
আর, ঐ নাম-অনুকম্পনে
তোমার অন্তর আন্দোলিত হ'য়ে উঠুক ;
ঐ আন্দোলনের ভিতর-দিয়ে
ঐ নাম বা মন্ত্রের অর্থনা
তোমাতে জাগ্রত হো'ক ;
ঐ জাগরণ তোমার চরিত্রকে
জাগ্রত ক'রে তুলে
ঐ প্রীতি-অনুলেখায়
তোমার আচরণকে
সার্থক সুচারু ক'রে তুলুক ;
এমনি ক'রে
তোমার সারাটি ব্যক্তিত্ব
ঐ গুণবিভবে
বিভূতি লাভ করুক,
আর, ঐ সার্থক সঙ্গতিশীল অনুচলন
ও অন্তর-অনুনয়নে
তুমি সিদ্ধ হ'য়ে ওঠ—
প্রবর্দ্ধনী পরিচর্য্যায়
পরিবেশকে উপচয়ে
পরিশুদ্ধির প্রভবতায়

পরিস্রুত ক'রে তুলে ;
তোমার সিদ্ধি
সিদ্ধার্থ হ'য়ে উঠুক এমনি ক'রে । ৮৬৬৪ ।
১১।১।১৯৫৮, বিকাল ৪-১২

অনেকের ঝোঁকই দেখা যায়—
তা'রা কোন ব্যক্তি বা বিষয়ের
অবস্থা বিবেচনা না ক'রে
তা'র মন্দ দিকটা নিয়ে
বেশী মাথা ঘামায়,
ঐ অমনতর কুটিল চিন্তায়ই
ঝুঁকে পড়ে,
সেটাকে অপনোদন করতে তো চেষ্টা করেই না,
বরং তা'কে আরো কঠোর ক'রে
অন্তরে পোষণ করতে চেষ্টা করে—
ঐ ব্যক্তি, বিষয় বা ব্যাপারে
বাস্তবে দূষ্য কিছু না থাকলেও ;
ঐ কুৎসিত, কুটিল মত্ততা
যেন তাদের পছন্দই হয়,
তা'র উত্তেজনা সামাল দিয়ে
শুভে বিনায়িত না ক'রে
সমবায়ী শুভ মিলন-চেষ্টা হ'তে বিরত থাকা
তাদের প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক
গতি হ'য়ে ওঠে ;
মন্দকে নিরোধ ক'রে
বাস্তব সরল চিন্তায়
সেগুলিকে শুভসম্মিলনে বিনায়িত করাকে
তা'রা দুর্ব্বলতাই মনে করে ;
মন্দ নিরোধ করা মানে
ব্যক্তি, বিষয় বা ব্যাপারকেই ত্যাগ করা—
তাদের জটিল কৌটিল্য

এমনতরই মেনে নিয়ে চলতে থাকে ;
এমনতর যা'রা,—
আত্মম্ভরী আত্মগৌরব
ও আত্মপ্রতিষ্ঠানন্দিত অভিমান
বা আক্রোশই
তাদের নিয়ামক-প্রবৃত্তি হ'য়ে থাকে ;
তা'রা ব্যক্তিহিসাবে
বড় ভাল নয়কো,
আজ যা'কে ভাল ব'লে
উচ্ছল হ'য়ে
সকলের কাছে বলছে,
কাল তাকে হয়তো
নরকের অদ্ভুত জানোয়ার ব'লে
প্রতীয়মান ক'রে তুলছে,
তা'র ক্ষতি বা অশুভের অবদান
সবাইকে বিতরণ করছে,
নিজেই তার হোতা হ'য়ে দাঁড়িয়ে
বিবেক-বুদ্ধিতে যা' জোয়ায়
তা' করতে ত্রুটি করছে না ;
এমনতর যা'রা—
তাদের হ'তে সাবধান থেকো,
অসৎ-নিরোধী কৃতি-তৎপরতার সহিত
তাদের পক্ষে শুভ-অনুচর্য্যী যা'
আচারে, ব্যবহারে, কথায়-কাজে
তা'ই ক'রে চ'লো ;
কোন বিষয়ে মতামত দিয়ে
কিংবা সমর্থন ক'রে
তাদের খপ্পরে প'ড়ে যেও না,
হিসেব ক'রে চ'লো,
একটু হিসেবী চলন
অনেক অস্বস্তিকে

নিয়ন্ত্রিত করতে পারে কিন্তু !
সাবধানী চলনে
আপ্যায়নী অনুকম্পা নিয়ে চ'লো—
যদি তোমার সংস্পর্শ তাকে
শুভসম্বদ্ধ ক'রে
ঐ জটিল-কুটিল যা'-কিছুকে
শুভ-সারল্যে
সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারে । ৮৬৬৫ ।
১১।১।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৬-৩০

যা'র বৈশিষ্ট্যের সাথে
যা'-কিছুর যেমনতর সঙ্গতি,
লোকে তেমনি ক'রেই
তা' গ্রহণ করতে পারে,
আর, সেগুলি নিজের ব্যক্তিত্বে
অর্থান্বিত ক'রে
ব্যক্তিত্বকে তেমন
পরিপুষ্ট করতে চায়—
আরোর দিকে এগুতে এগুতে ;
বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য বা সংস্কার
সমাজগত যেমন আছে,
তেমনি আছে পরিবারগত
ও ব্যক্তিগত,
তা'র সাথে যোগ রেখে
যা' যেমনতর পরিবেষণ করবে,—
তা' লোকে গ্রহণ করতেও পারবে
তেমনতর । ৮৬৬৬ ।
১২।১।১৯৫৮, সকাল ৯টা

নিদেশবাহী অনুচলন যার নাই,
আপ্যায়নী অনুচর্য্যা যার নাই,—

শিক্ষা তার কাছ থেকে অনেক দূরে । ৮৬৬৭ ।
১২।১।১৯৫৮, সকাল ৯-৪০

যখন অপকর্ম্ম করি—
সে যে-কোন অপকর্ম্মই হো'ক না কেন,
তা'র গভীরতা-অনুপাতিক
আমাদের বিধানেও
তেমনতরই
গভীর ছাপ প'ড়ে থাকে,
আবার, ঐ ছাপ-অনুপাতিক
তা' দুর্ব্বল বা সবলক্রিয় হ'য়ে থাকে—
বিধানকে জড়িত ক'রে,
বিধানকে অমনতরভাবে বিক্ষত ক'রে
বা স্বল্পাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ক'রে ;
আবার, ঐ বিকৃতি
জন্মগতভাবেও থাকতে পারে,
অথবা অবক্রিয়ায়
অর্জ্জিতও হ'তে পারে ;
বিধানের এই বিকৃতিই ব্যাধি,
অর্থাৎ বিধানের বিকৃত ধৃতি ;
যে যেমনতর সুনিয়ন্ত্রিত, সদাচারী,—
অর্জ্জিত বিকৃতি তা'র তেমনি কম,
সে জন্মগত বিকৃতি হ'তেও
অনেক সময়
অনেকখানি রেহাই পেতে পারে সহজে—
উপযুক্ত বিপাকমোচন-অনুচর্য্যায় ;
তাই, সুকেন্দ্রিক, সুনিয়ন্ত্রিত,
সদাচারী হ'য়ে
চলতে থাক,
অনেক বিপাক এড়িয়ে
অল্প পীড়নের ভিতর-দিয়ে

অনেক সময়
সুস্থিকে উপভোগ করতে পারবে,
দুঃস্থি তোমাকে
বিপাকবিদ্ধ করতে পারবে কমই । ৮৬৬৮ ।
১৩।১।১৯৫৮, সকাল ৭-৪০

বিজ্ঞান
বস্তুধর্ম্ম, তা'র বিশ্লেষণ,
বিন্যাস এবং নিয়োজনাকে
নিয়ন্ত্রিত করে,
আর, তাইই তা'র বিশেষত্ব । ৮৬৬৯ ।
১৪।১।১৯৫৮, সকাল ৭-৩৫

মানুষ যতদিন আদর্শনিষ্ঠ,
ভাবদীপ্ত, অনুপ্রাণিত কৃতিচর্য্যা নিয়ে চলে—
মহৎ, পারস্পরিক পরিচর্য্যা নিয়ে,
আবেগ-নিরতি-উচ্ছল হ'য়ে,—
ততদিন উন্নতির দিকেই চলতে থাকে—
ঐ ভাবাবেগ-সম্বুদ্ধ কৃতি-পরিচর্য্যী
আবেগ-উচ্ছলতায়
নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করতে করতে,
নিজেদের বাক্য, ব্যবহার, আচার,
চাল, চলন, চরিত্রকে
ঐ অনুপ্রাণনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে ;
যত সঙ্ঘাতই আসুক,—
যদি তা'রা ভেঙ্গে না পড়ে,
উন্নতির দিকে চলতেই থাকে,
দেশ উন্নতিমুখর হ'য়ে চলে—
তদনুগ সদাচারী আত্মনিয়ন্ত্রণ-প্রবোধনায় ;
আবার, তা'রা যখন থেকে
যতই ভেঙ্গে পড়তে থাকে,—

তখন থেকেই
অবনতি ও তমসার অন্ধতম তলে
ক্রমে-ক্রমে নিমজ্জিত হ'তে থাকে,
দুর্ব্বল, অসহায়, পারস্পরিক সঙ্গতিহারা হ'য়ে
একটা বিচ্ছিন্ন বেকুব বিহ্বলতায়
স্বার্থসন্দীপ্ত স্বেচ্ছাচারিতার
আশ্রয় নিয়ে
ক্রমেই অবনতির অন্ধতমোয়
প্রবেশ করতে থাকে—
সাত্বত সম্বর্দ্ধনাকে
নির্ব্বোধ বি-দিশায় বিলুপ্ত করতে করতে ;
তখন প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যাই
তাদের প্রধান নায়ক হ'য়ে ওঠে,
সে-নায়ক
একটা চরিত্রহীন নারকীয় পন্থায়
সমস্ত দেশকে
অনুশাসিত করতে করতে
অধঃপাতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় ;
কিন্তু তা'রা উদ্ধার পায় তখনই—
যখন থেকে
ঐ আদর্শনিষ্ঠ অনুচলনে
নিজেদের প্রদীপ্ত ক'রে
সমস্ত পরিবেশকে
ঐ সাত্বত সন্দীপনায়
প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে—
বাস্তব কৃতিচলনে ;
এমনি ক'রেই ওঠাপড়ার ভিতর-দিয়ে
গড়িয়ে গড়িয়ে
যা'-কিছু সব নিয়ে
মানুষ চলতে থাকে—
উন্নতি-অবনতির সংঘাতের ভিতর-দিয়ে ;

তাই, যদি উন্নতিই চাও,—
আদর্শ-অনুগতিতে
নিজেকে প্লাবিত ক'রে তোল,
আর, সেই অনুচলনে
তোমার পরিবেশকে
পরিপ্লাবিত ক'রে তোল—
অমোঘ কৃতিচলনে সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে,
পরিবেশ-পরিস্থিতির ঐ অমনতর নিয়ন্ত্রণে,
অসৎ যা'-কিছুকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে,
সৎ যা'-কিছুকে উচ্ছল ক'রে,
সন্ধিৎসু সতর্ক চলন নিয়ে,—
যাতে পিছিয়ে না যাও কিছুতেই ;
উন্নতি অবাধ হ'য়ে
তোমার জীবন-স্থণ্ডিলে বসবাস করবে,
প্রতিটি জীবন নিয়ে তুমি
ঐ আদর্শ-সার্থকতায়
উচ্ছল হ'য়ে উঠবে,
ভেবো না । ৮৬৭০ ।
১৬।১।১৯৫৮, সকাল ৮-১৫

তুমি লাখ সাম্রাজ্যের অধিকারী
হও না কেন,
প্রভূত প্রভুত্ব লাভ কর না কেন,
সপরিবেশ তুমি যদি
আদর্শনিষ্ঠ কৃতিচলনে
পারস্পরিক স্বার্থে
স্বার্থান্বিত হ'য়ে না চল—
সক্রিয় সার্থকতায়,—
যাতে তোমার চরিত্র
ঐ সাত্বত-অনুকম্পী
কৃতিচলন-মুখর হ'য়ে

পারস্পরিকতার ভিতর-দিয়ে
নিজেকে যথোচিত ব্যবস্থ ক'রে
দুষ্কৃতি যা'-কিছুকে ব্যাহত ক'রে
পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রত্যেককে
অমনতর চরিত্রের আবহাওয়ায়
উৎফুল্ল ক'রে তোলে—
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত ইচ্ছা-প্রণোদনায়
নিজেকে শক্তিশালী কৃতিমুখর ক'রে
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়,
সমীচীন সন্ধিৎসু কৃষ্টিচর্য্যায়
আত্মনিয়োগ ক'রে
সব দিক দিয়ে
সাত্বত সার্থকতায়,—
ঠিক জেনো—
তোমার দেশ ছন্নছাড়া তো হবেই,
বিচ্ছিন্ন বিদীর্ণ বিক্ষোভে
প্রত্যেকে পরভক্ষ্য হ'তে
বাধ্য তো হবেই—
স্বার্থান্ধ অসৎ-উদ্দীপনায়
পরার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে,
তোমার নিজের, দেশ ও দশজনের
সাত্বত অর্থকে
বিক্ষুব্ধ ক'রে ;
—তা ছাড়া, তুমি তোমার দেশের
যা'-কিছুর সহিত
স্বাধীন হওয়া তো দূরের কথা,
অধীনতার নরক-নিগড়ে
নিজেকে শৃঙ্খলিত ক'রে
জাহান্নমের দিকে চলতে বাধ্য হবে—
বর্দ্ধনার ব্রতীকে
সব দিক দিয়ে বিব্রত করতে করতে ;

স্বাধীনতা মানেই হ'চ্ছে—
পারস্পরিক অধীনতার ভিতর-দিয়ে
সপরিবেশ নিজের ব্যক্তিত্বকে
উদ্ভাসিত ক'রে তোলা—
ধারণে, পালনে, পোষণে,
সাত্বত-সমীক্ষু সম্বেদনার কৃতিচলনে ;

তাই বলি—
যে বিধি বর্দ্ধনাকে বিক্ষুব্ধ করে,
জন্মকে ব্যত্যয়ী ক'রে তোলে,
জীবনকে নিথর ক'রে তোলে,
স্বাস্থ্যকে সংক্ষুব্ধ ক'রে তোলে,
অস্তিত্বকে অসৎ-এ সমাহিত ক'রে তোলে,
তাকে আপ্রাণ নিরোধ কর,
ব্যাহত কর,
কল্যাণস্রোতা কৃতিচলনে
আত্মনিয়োগ ক'রে
উন্নতিতে অবাধ হও,
বর্দ্ধন-বিভোরা নন্দনার
নন্দিত কম্পনে
সব কিছুকে উচ্ছল ক'রে চল—
অমৃতের পথে ;

আর, হও—
প্রকৃষ্ট হওয়ায়,
সঙ্গতিশীল মঙ্গল-অনুচলনে,
কৃতিবিভোর উদ্যম নিয়ে,
আর, প্রভুত্ব আসুক—
ঐ প্রাপ্তির নৈবেদ্য-হস্তে । ৮৬৭১ ।
১৬।১।১৯৫৮, বেলা ১১টা

যে অনুগ্রহ বা অনুকম্পা
তোমাকে পরিপালিত করছে,

তাকে তুমি কোনরকমে
ভারাক্রান্ত ক'রে তুলো না,
স্ফূর্ত্তি ক'রে
তর্পিত ফুরফুরে ক'রে রেখো,
আর, সেই অনুগ্রহের
আশিস্-উচ্ছল অনুবেদনা নিয়ে
তোমার পরিবার ও পরিবেশের প্রতি
তেমনতরই অনুগ্রহ বা অনুকম্পাশীল হ'য়ে উঠো—
কৃতিচর্য্যা নিয়ে,
আপালনী উন্মাদনা নিয়ে ;
যাঁর অনুগ্রহ তোমাকে অমনতর
পরিপালন করছে,
দৈন্যপীড়িত ও অভাবগ্রস্তদের সংগ্রহ ক'রে
তাঁর ঘাড়ে চাপিও না,
তা' কিন্তু পাপের ;
বরং তাদের পরিচর্য্যায়
তুমি নিয়োজিত হও,
ধীর সুকৌশলে
কৃতিচলন-চর্য্যায়
তাদিগকে পরিপালিত ক'রে তোল,
আর, তাদের ভিতরে
আপালনী ও পরিচর্য্যী প্রচেষ্টা
সঞ্চারিত ক'রে
যাতে তাদের অভাব-অসুবিধা মোচন হয়,
তা' করতে
কৃত-সংকল্প হ'য়ে
কাজে লেগে যাও,
আশা-ভরসায় উচ্ছল ক'রে রাখ তাদিগকে ;
এমনি ক'রে পরম্পরাহিসাবে
সকলের ভিতরেই
কৃতিমুখর ভাবদীপনাকে

জাগ্রত-সম্বেগী ক'রে তোল,
যেন তা'রাও
অমনতর করতে থাকে অন্যদের ;
এমনি ক'রে তোমার অনুপ্রাণতা
প্রতিপ্রত্যেককে অনুপ্রাণিত ক'রে
অনুচর্য্যার প্লাবন সৃষ্টি করুক,
আর, তুমি ঐ প্লাবন-স্নাত হ'য়ে
সুষ্ঠু সঙ্গীতিশীল অর্থান্বিত পরিবেদনায়—
যে অনুকম্পা বা অনুগ্রহ
তোমাকে অমনতর পরিপোষণে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলছে,
আনতিপ্রদীপ্ত সুসন্ধিৎসু
আলোচনদীপনী অনুচর্য্যা নিয়ে
তাঁর নৈবেদ্য হ'য়ে ওঠ,
ভরপুর ক'রে তোল তাঁকে ;
সবাইকে সুখী ক'রে,
সুতৃপ্ত ক'রে
তুমি পরিতৃপ্ত হও,
এই তৃপণা তর্পণগীতিতে
তোমাকে পরিতৃপ্ত ক'রে তুলুক—
নৈবেদ্যের আত্মনিবেদনী
অনুচর্য্যা-তৎপরতায় । ৮৬৭২ ।
১৬।১।১৯৫৮, রাত ৭-৪০

জান না,
মনে থাকে না,
সন্ধিৎসু সতর্ক কৃতি-অনুচর্য্যা
তোমার স্বতঃ হ'য়ে ওঠে নি—
করণীয় যা' তদনুগ অনুচলনে
নিজেকে সুখ-সন্তর্পিত ক'রে,—

তার মানেই হ'চ্ছে—
তুমি ভালবাস না ;
আবার, খুব জান,
ও তা'র বড়াইও কর,
অথচ বাস্তবে কিছু করতে পার না—
ফুল্ল সন্তর্পণা নিয়ে,
তার মানে—
তুমি ভালও বাস না,
জানও না । ৮৬৭৩ ।
১৭।১।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৬-৫

তাত্ত্বিক উপাদানগুলিকে
অন্বিত সঙ্গতিতে
বিহিত অর্থনায়
সংযোজিত ক'রে
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
সুমূর্ত্ত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
কলাকৌশল ;
আর, তা'র সুসমীক্ষু সংযোজনী
বাস্তব অভিজ্ঞান যা'-কিছু
তা'ই বিজ্ঞান ;
এই বিজ্ঞান সার্থক হ'য়ে ওঠে—
ঔপাদানিক অন্বিত সঙ্গতিকে
বিহিত মূর্ত্তনায়
সুমূর্ত্ত ক'রে তোলাতে—
অস্তি ও বর্দ্ধনচর্য্যার
মাঙ্গলিক অভিযান নিয়ে । ৮৬৭৪ ।
১৮।১।১৯৫৮, বিকাল ৫-১৫

কা'রও আদেশ, নিদেশ
বা অনুরোধক্রমে

কোন-কিছুর দায়িত্ব নিয়ে
যদি তা' বিহিতভাবে
নিষ্পন্ন না কর,
তবে তা' অর্থাৎ ঐ না-করা
অভ্যাসে অভ্যস্ত হবে ক্রমশঃই,
উন্নতিকে অবসাদগ্রস্ত ক'রে তুলবে,
সম্বর্দ্ধনা
ঐ কৃতিচর্য্যায় অবজ্ঞাত হ'য়ে
বিষাদই লাভ করতে থাকবে সেখানে ;
তাই, যে দায়িত্ব নেবে,
তা' বিহিত সময়
নিষ্পন্ন করবেই কি করবে—
তা' সমস্ত অন্তঃকরণের
প্রসন্নতা নিয়ে,—
সৌভাগ্য
অরুণ-রঙ্গিল দ্যুতিতে
উচ্ছল হ'য়ে উঠবে । ৮৬৭৫ ।
১৯।১।১৯৫৮, রাত ১০-৩৫

তোমার বর্ণানুগ জাতি বা জীবিকাকে
কেউ যদি উল্লেখ ক'রে
বা খোঁচা মেরে
কোন কথা বলে,
আর, তা' যদি
ঐ জাতি বা জীবিকার পক্ষে
নিন্দনীয় না হয়
বা অবৈধ না হয়,
তা হ'লে কিছুতেই
ক্ষোভরুষ্ট হ'য়ে উঠো না ;
তা' কিন্তু হীনম্মন্যতারই লক্ষণ,

তোমার ঐ বর্ণানুগ জাতি বা জীবিকাকে
যে তুমি
অন্তরে-অন্তরে অবজ্ঞাই কর—
তা'ই বলে দেয় তোমার ঐ অবক্রিয়া,

তা'র মানে—
তাতে তোমার কোন শ্রদ্ধা
বা সম্মান নেইকো,
আর, তা' ব্যত্যয়ী ব্যক্তিত্বেরই লক্ষণ,
ঐ মনোভাব দুষ্য,
ব্যভিচারধর্ম্মী;

উন্নতকে—
সে যেই হো'ক না কেন,
অবনত করবার উদ্দেশ্য
তোমার অন্তঃস্থলে অবশায়িত,
বৈশিষ্ট্য তোমার বিক্ষুব্ধই কিন্তু সেখানে,
তাই, অন্যকেও বিক্ষুব্ধ করার প্রয়াস
যে তোমার চরিত্রে সংগ্রথিত নেই—
তা' কে বলবে ?

প্রকৃতির পরাগতি
তোমাকে যা' দিয়েছেন
তা'ই শ্রেষ্ঠ,
তা'ই শ্রেয়,
আর, সেই বৈশিষ্ট্য যা'তে অন্যকে
যথাযথভাবে পরিপালন করে—
সমীচীন বিধানে,—
তা'ই তোমার সাত্বত আকৃতি হওয়া উচিত ;
ঔচিত্যে আছে মিলন,
বিচ্ছেদ নেইকো,
আর, আছে অবনতিকে অতিক্রম ক'রে
ব্যাপন প্রীতিক্ষেপে
উন্নতির অবাধ আলিঙ্গন ;

সাত্বত যা',
উচিত যা',
মিলনপ্রসূ যা',
তা'ই কিন্তু ভাল,
আর, তা' বিক্ষোভহারা প্রকৃতির
অবদান । ৮৬৭৬ ।
১৯।১।১৯৫৮, রাত ১১টা

পূর্ব্বপুরুষে নিষ্ঠা,
সাত্বত ঐতিহ্য,
আর, সদাচারকে যারা অস্বীকার করে,
অবজ্ঞা করে,
তাদের অন্তঃস্থ কৃতিসম্বেগই
উদ্বোধিত হ'য়ে ওঠে না—
সঙ্গতিশীল অন্বিত অর্থনায়,
শুভ-বিনায়নে ;
যতই যা' করুক সেগুলিকে
ঐ প্রাচীনে সুসঙ্গত ও সমৃদ্ধ ক'রে তুলে
উপযুক্ত অর্থনায় অন্বিত ক'রে
যে-বোধের সৃষ্টি হয়,
তা' কিন্তু তাদের ভাগ্যে জোটেই না,
জোটে বিচ্ছিন্ন, বিকৃত,
ব্যত্যয়ী আচার-সম্পন্ন
দাম্ভিক ব্যক্তিত্বের
ছন্নছাড়া অভিব্যক্তি ;
তাই, বিজ্ঞ শ্রদ্ধাবেগসম্পন্ন ধী নিয়ে
বিহিতভাবে
তোমার কৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যানুগ
সাত্বত সদাচারের সহিত
সেগুলিকে বিনায়িত অর্থনায়
অধ্যবসায়ী কৃতি নিয়ে

সুসঙ্গত ক'রে তোল,—
তুমি তো সার্থক হবেই,
পরিবেশও
ঐ সাত্বত ঐশ্বর্য্যে সন্দীপিত হ'য়ে
স্বস্তি লাভ করবে। ৮৬৭৭।
২০।১।১৯৫৮, রাত ৬-৪০

সুকে ধারণ, পালন, পোষণ কর,
অস্তিত্বের কানায়-কানায় পান ক'রে নাও,—
তোমার ব্যক্তিত্ব সুধা বর্ষণ করুক। ৮৬৭৮।
২০।১।১৯৫৮, রাত ৬-৫০

দোলোৎসব উপলক্ষে
পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

অস্তিত্ব
আকুঞ্চন-প্রসারণ-সম্বেদনে
আবেগ-উৎসারণায়
উৎসারণশীল হ'য়ে চলে যখন,
তাইই দোল-উৎসব ;
এই দোলন-লীলাকে
যিনি আকর্ষণ ক'রে রেখেছেন,
সংস্থিতিতে সম্বৃদ্ধ ক'রে রেখেছেন—
পালন-পোষণী অনুচর্য্যায়,
ভজন-উৎসারণায়,
তিনিই তা'র কেন্দ্রপুরুষ,
তিনিই গো-বর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণ,
তিনিই গোবিন্দ—

বিশ্বের অস্তিত্ব—
ধাতা—
পালন-পোষয়িতা,
তাই, কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং ;
আর, এই দোলন-উৎসব
বসন্ত-বিহারের ভিতর-দিয়ে
আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে
সার্থক হ'য়ে উঠুক,
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠুক—
পারস্পরিক আকর্ষণ-উদ্বেলনী অনুচর্য্যায়,
কৃষ্টি-দীপনী উদ্দাম চলনে,
সত্তার সম্বৃদ্ধি-বর্ষণায়,
সঙ্গতির সাম-সঙ্গীতে ;
তিনি ব্যক্ত হ'য়ে উঠুন
এই দোলন-বিহারে,
আমাদের প্রতিটি ব্যক্তিত্বে—
ব্যক্ত বর্দ্ধনায় । ৮৬৭৯ ।
২১।১।১৯৫৮, বেলা ১১টা

দান সার্থক হ'য়ে ওঠে প্রতিগ্রহে,
আবার, প্রতিগ্রহ অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে দানে,
ঐ দান-প্রতিগ্রহের
পারস্পরিক পরিচর্য্যা
জীবনকে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে,
সম্বৃদ্ধির সমুচিত পরিবেদনায়
উৎসারিত ক'রে তোলে,
আর, এই উৎসারণা
ব্যক্তিকে
ব্যাপ্তিতে পরিবর্দ্ধিত ক'রে তোলে । ৮৬৮০ ।
২১।১।১৯৫৮, বেলা ১১-৩০

উপাংশ-অন্বিত উপাদান
কোন্ বস্তুতে
কেমনতরভাবে
বিন্যস্ত হ'য়ে
কোথায় কেমন রূপে
বা কিরূপে
বিন্যাস লাভ ক'রে
ব্যক্ত হ'য়ে উঠেছে,

বিষয় হ'তে বিষয়ান্তরে
সংযোগ সৃষ্টি ক'রে
তা'র বিশেষ বিকিরণা
প্রত্যেকটি বিশেষের সাথে
সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
যে বোধদীপনার সৃষ্টি করছে,

সেই বোধ-বিভূতিগুলি
কখন কোন্ বস্তুতে
কেমন ক'রে
কেন
কিভাবে
সংযোজিত হ'য়ে
কি গুণে আবির্ভূত হ'য়ে
কিসে কেমনতর অনুদীপনায়
উৎসারিত হ'য়ে চলেছে—
ঔপাদানিক যোগাযোগ-অনুক্রমণায়,
বিজ্ঞান-বিভব নিয়ে,—

তারই সমীচীন সম্বেদনায়
বিষয়ের ব্যাপার সৃষ্টি ক'রে
ব্যাপৃতি-বিলেখনায়
যে বোধ-ঐশ্বর্য্যে
অধিস্থিতি লাভ ক'রে

যেমনতর ভাবে
যেখানে
যত রকমে
রূপায়িত হ'য়ে
অজচ্ছল উচ্ছল চলনায়
প্রসারণ ও সঙ্কোচনার উদ্ভবে
উদ্ভাবিত হ'য়ে
থাকা না-থাকায়
পর্য্যবসিত হ'য়ে চলছে—
কেন,
কিসের অভাবে বা উৎসজ্জর্জনায়,
সময় ও সীমার খরচলনে,—
আবার কিসের অভাবে
কোথায় কী বিকৃতি ঘটে,
এবং ঐ বিকৃতির আপূরণাই বা
কী ক'রে করা যেতে পারে—
বিশেষ স্থলে বিশেষ রকমে,—
বিশেষ পরিচিতি নিয়ে
তা'কে জেনে
তদনুগ নিয়মনায় নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তাকে আয়ত্ত করাই,
এক কথায়, বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে
পরস্পরের পারস্পারিক সঙ্গতি নিয়ে
বস্তু হ'তে উপাদানে
এবং উপাদান হ'য়ে বস্তুতে গমন ক'রে
প্রত্যেক প্রতিটির সঙ্গে
প্রত্যেক প্রতিটির
সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য কতখানি
তা' নির্দ্ধারণ ক'রে
ব্যাপারসমূহকে অধিগত করাই হ'চ্ছে
শিক্ষার মূলমন্ত্র ;—

যে-মন্ত্রণা মানুষকে
জীবনে উচ্ছল ক'রে,
অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে
উদ্বর্দ্ধনায় অশেষ ক'রে তুলে থাকে—
তা' বিজ্ঞানেই হো'ক,
কলাকৌশলেই হো'ক,
সাহিত্য-সম্বেদনেই হো'ক,
অঙ্কে, জ্যোতিষ-শাস্ত্রেই হো'ক,
জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে—
যে-কোন ব্যাপারেই হো'ক না কেন,
পারম্পরিক সঙ্গতিশীল অর্থনা নিয়ে,
বোধ ও চরিত্রের সার্থক সুষ্ঠু বিনায়নায় ;
তা'কে অধিগত ক'রে
আয়ত্ত ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
তেমন বিন্যাসে
বিভাবিত ক'রে তুলে
বর্দ্ধনায় বিদীপ্ত হ'য়ে ওঠাই হ'চ্ছে
ঐ সাধনার তপশ্চলন,
আর, তাইই সিদ্ধি,
আর, তা' অফুরন্ত ;
তোমার শিক্ষার মূলমন্ত্রই হো'ক
উপাদান ও উপাধিগত বিন্যাসের বোধ-নির্দ্ধারণে
ঐ অধিগতিকে আয়ত্ত করা,
কৃতি-অনুশীলনায়
সেগুলি রূপায়িত করা,
বিভব-বিদীপ্ত ক'রে
বিভূতি লাভ করা ;
ঐ সাত্বত আচারে
বিহিত বর্দ্ধনায়
নিজেকে সমীচীন চারিত্রিক সম্পদে

অভ্যস্ত ক'রে তুলে
দুনিয়াকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল ;
ঈশত্বের ধারণ-পালন-পোষণী বিভূতিতে
গা ঢেলে দিয়ে
অনুসরণ-সম্পদে সন্দীপ্ত হ'য়ে
শিক্ষা সার্থক হ'য়ে উঠুক,
ঈশ্বরের ঐশী বিভা
তোমাতে স্বতঃ হ'য়ে উঠুক—
সৎ-সন্দীপনী সমাহারে ;
আবার বলি—
শিক্ষার মূলমন্ত্রই হো'ক
তোমাদের এইই । ৮৬৮১ ।
২৩।১।১৯৫৮, সকাল ৯-১০

উপযুক্ত কম কথায়
সৌষ্ঠব-সৌজন্যের সহিত
ইষ্টায়িত সাত্বত সমীক্ষায়
তোমার অন্তঃস্থ ভাবকে
যাতে ব্যক্ত করতে পার—
বোধবিপুল উৎসারণা নিয়ে,
যা' সবার অন্তরে
সুবিনায়নে গ্রথিত হ'য়ে ওঠে,
তা'ই কিন্তু শ্রেয় ;
তোমার বাক্-নিয়ন্ত্রণও
অমনি ক'রেই যা'তে সিদ্ধিলাভ করে,
তা'ই ক'রে চ'লো—
একটা নন্দনার বিকাশ-বিভূতি
বিতরণ ক'রে । ৮৬৮২ ।
২৩।১।১৯৫৮, রাত ৭-৪০

ব্যক্তি বা বস্তুর
অন্তঃস্থ বিভব-বিকিরণা—
যা' বোধিতে উৎসারিত হ'য়ে ওঠে,
তাই হ'চ্ছে গুণ—
তা' ভালই হো'ক
আর মন্দই হো'ক ;
যা' ভাল লাগে,
শুভসন্দীপনার সৃষ্টি করে,
যা' জীবনীয়,
তা'ই হ'চ্ছে ভাল গুণ,
আর, যা' মন্দ সৃষ্টি ক'রে থাকে,
অশুভ ক্রিয়াকে আমন্ত্রণ ক'রে থাকে,
তা'ই মন্দ গুণ ;
আবার, সুনিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
মন্দ যা' তা'কেও
সত্তাপোষণী ক'রে তোলা যায়,
আর, ব্যতিক্রমী চলনে
শুভ যা' তা'ও
অশুভপ্রসূ হ'য়ে উঠতে পারে । ৮৬৮৩ ।
২৩।১।১৯৫৮, রাত ১০-৪০

নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা,
সৎকর্ম্মে সাধুত্ব
অর্থাৎ করণীয় যা' তা' ফেলে না রেখে
ত্বরিত নিষ্পন্ন করা,
আর, সুবিবেকী আত্মনিয়মন,—
এই গুণগুলি যাদের আছে,
তা'রা ত্বরিতই সম্বৃদ্ধি লাভ ক'রে থাকে । ৮৬৮৪ ।
২৪।১।১৯৫৮, বেলা ১০-৪০

ইষ্টায়িত অনুবেদনায়
পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে
ধারণ-পালন-পোষণ-পরিচর্য্যায়
অনুপ্রাণনা নিয়ে
যতই স্বতঃ-নিষ্পাদনী হ'য়ে উঠবে,—
অর্থনীতির ভাগবত প্রদীপনা
ততই উদ্ভাসিত হ'য়ে চলবে ;
প্রকৃতির প্রকৃতি-পরিচর্য্যা এইই—
এইই তার হোম-স্থণ্ডিল । ৮৬৮৫ ।
২৪।১।১৯৫৮, রাত ১০-৪৫

বিশ্বাস কর—
কৃতি-নিষ্পাদনী বাস্তব কর্ম্মে,
কিন্তু কা'রও অসৎ ক্ষুধাকে নয় ;
তাই, সব সময়
সতর্ক সন্ধিৎসা নিয়ে চ'লো—
অসৎনিরোধী প্রস্তুতিকে বজায় রেখে,
এমনতর ধী নিয়ে
যাতে প্রয়োজনমতই ব্যবহার করতে পার । ৮৬৮৬ ।
২৫।১।১৯৫৮, সকাল ৯-১৫

নিষ্ঠা যা'র ব্যভিচারিণী,
শ্রদ্ধাবন্ধন যা'র শিথিল,
স্বতঃস্বেচ্ছ সজাগচর্য্যা যা'র
সন্ধিৎসু তৎপর নয়কো,
একায়িত অনুরাগোদ্দীপ্ত হ'য়ে
শ্রেয়ার্থকেই পরম স্বার্থ ব'লে
যে আঁকড়ে ধরে নি—
নিবিষ্ট অনুকম্পী অনুনয়নে,—
সে যে আত্মঘাতী কৃতঘ্নতার
ইন্ধন হ'য়েই ব'সে আছে,

তার ব্যতিক্রম কমই দেখতে পাওয়া যায় ;
অঢেল অনুকম্পাকেও
সে তা'র ঐ ব্যত্যয়ী প্রকৃতির
বিলোল বিড়ম্বনায়
ধিক্কার-দুষ্ট ক'রে তোলে,
অমৃতও গরল হ'য়ে দাঁড়ায় তা'র কাছে,
চারিত্রিক আত্মম্ভরী দুর্নীতিই
হ'য়ে ওঠে তার একমাত্র বান্ধব । ৮৬৮৭ ।
২৬।১।১৯৫৮, রাত ১১-২০

মানুষের প্রীতিবন্ধন
একায়িত সুকেন্দ্রিকতায়
সুনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে—
শ্রেয়ার্থ-গ্রন্থনে,
সুসন্ধিৎসু পরিচর্য্যা নিয়ে,
প্রিয়-পরিবর্দ্ধনার কুশল সম্বেগে,
কৃতি-অনুশীলনী সন্দীপনায়
ঐ প্রিয়কেই উপচয়ী ক'রে তুলতে
সব দিক দিয়ে,
—আর, তা'ই যা'র আত্মস্বার্থ,
সর্ব্বস্বই তা'ই যা'র,—
ধৃতিসন্দীপনা নিয়ে
সার্থক সঙ্গতিশীল অনুনয়নে
সে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠেই কি ওঠে ;
নিষ্ঠা-রাগ-রঞ্জিত কৃতিসম্ভার নিয়ে
সে নিজে তো সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠেই—
ঐ প্রিয়-পরিচর্য্যার নৈবেদ্য ক'রে নিয়ে
যা' কিছুকে ;
আর, তা'র শ্রদ্ধা-আকুল অন্তঃকরণ
স্বতঃই সহজ জ্ঞানকুশলতায়
উদ্দীপ্ত ও উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে

চলতে থাকেই কি থাকে ;
একায়িত অচ্ছেদ্য
পরিচর্য্যী প্রীতিবন্ধন
জীবনের অমৃত-আহ্বান । ৮৬৮৮ ।
২৮।১।১৯৫৮, বেলা ১০-৩০

ইষ্টার্থই যা'র এক লক্ষ্য,
লোক-সন্তারই যা'র সম্পদ,
লোক-পরিচর্য্যাই যা'র ঐশ্বর্য্য,
লোকবর্দ্ধনাই যা'র ইষ্টার্থ-প্রতিষ্ঠার হোম-আহুতি —
লোকপ্রীতির পরম স্থণ্ডিলে
তা'র জীবনাগ্নি যে
চির প্রজ্বলিত থাকে !
সে যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবন-যজ্ঞের
পরম হোতা—
সে যে যাগ-ঋত্বিক ! ৮৬৮৯ ।
২৮।১।১৯৫৮, বেলা ১১টা

বিহিত বিজ্ঞ সাত্বত আচার—
যা' স্বাস্থ্য ও অস্তিত্বের পক্ষে অনুকূল,
তা' পরিপালন করা তো উচিতই,
এমন-কি, এক-আধটু বাড়াবাড়ি হয়
সেও ভাল,
কারণ, তা' অস্তিত্বকে স্বস্তি-সম্পুষ্ট ক'রে
জীবন-চলনাকে অব্যাহত ক'রে রাখে ;
বাক্য, ব্যবহারও তেমনতরই
সাত্বত স্বস্তি-সম্পন্ন হওয়া উচিত,
কেন না, তা' পারিবেশিক আপদ হ'তেও
অনেকখানি মুক্ত ক'রে রাখে । ৮৬৯০ ।
২৯।১।১৯৫৮, রাত ৭-৩৫

যা'রা অন্যদের জাঁকজমক দেখে
প্রলুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
অভিভূত হ'য়ে পড়ে,
আর, তেমনি চালচলনের মক্‌স করতে থাকে—
নিজেদের কুলগত, সমাজ ও দেশগত
আচার-আচরণকে অবজ্ঞা ক'রে,—
তাদের মনোবৃত্তি দুর্ব্বল,
দাস-প্রবৃত্তিপ্রবণ ;
যে
নিজের জীবনীয় আচার-আচরণকে
কুলগত বৈশিষ্ট্যকে,
জাতীয় ও সমাজগত সম্বর্দ্ধনাকে
ছিন্ন বস্ত্রের মত ত্যাগ ক'রে
ঐ অমনতর ইষ্টব্যত্যয়ী চর্য্যাকে
পরিচর্য্যা করে,
—ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য,
সমাজবৈশিষ্ট্য
ও জাতিবৈশিষ্ট্য
পদদলিত ক'রে
পরপদলেহী কুক্কুরের মত
নিজেকে ঐ উচ্ছিষ্টভোজী ক'রে
অন্যের আচার, আচরণ ও কৃতিচলনে চলে,
—তাদেরই গৌরবে গরীয়ান হ'য়ে
নিজত্বকে উপঢৌকন দিতে থাকে,
অথচ নিজের কৃষ্টি-উৎসকে
তাদের ভাল কিছুকে নিয়ে
পুষ্ট করতে পারে না,
বরং কথায়-বার্ত্তায়
সাজেগোজে,
চলন-চরিত্রে
ঐ পরপদলেহিতার বিভূতি নিয়ে

নিজের বিভব সৃষ্টি করতে চায়,—
যত বড় পণ্ডিতই হো'ক,
যত বড় মহানই হো'ক,
সে কিন্তু নরাধম ;

তাদের অন্তরে
এমনতর পরাক্রমই সৃষ্টি হয় না,
যা'র ভিতর-দিয়ে
নিজেদের সমাজ ও জাতীয় কৃষ্টিকে
উচ্ছল ক'রে তুলতে পারে—
আদর্শে উদ্দীপ্ত হ'য়ে ;

তাই বলি—
নিজের সাত্বত ঐতিহ্য,
কুলকৃষ্টি,
সমাজ ও জাতীয় কৃষ্টিকে
সম্বৃদ্ধ করতে যদি চাও,
আদর্শের অনুশীলনে অবাধ হ'য়ে
বিন্যাস-বিভবে
ওগুলিকেই উচ্ছল ক'রে তোল,
যা'তে অন্যেও তাদের কৃষ্টির খোরাক
তোমাদের ভিতর-দিয়ে পেয়ে
ধন্য হ'য়ে ওঠে,
তোমরাও তাদের ভাল যা'-কিছুকে নিয়ে
আরো উচ্ছল হ'য়ে ওঠ ;
নয়তো, পরপদলেহিতায়
'নৈব নৈব চ' । ৮৬৯১ ।
৩০।১।১৯৫৮, বেলা ১০-৪০

যে শ্রদ্ধা করে,
যে ভালবাসে,—
সে গুণ কিন্তু তা'রই,
আবার, সেই গুণোদ্দীপ্ত হ'য়ে

যা'র অন্তরস্থ শ্রদ্ধা, প্রীতি বা ভালবাসা
উদ্বোধিত হ'য়ে
যে ভালবাসে তা'র প্রতি
আকৃষ্ট হ'য়ে ওঠে—
তা'র স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে,—
ঐ শ্রদ্ধা, প্রীতি বা ভালবাসা
আবার তা'রই সম্পদ হ'য়ে দাঁড়ায় ;
আর, যে-পাত্রে তা' নিবিষ্ট হ'য়ে ওঠে,
সে স্বতঃ-সন্দীপনায়
কৃতি-অনুচর্য্যী অনুচলনে
তদর্থে নিজেকে নিয়োজিত ক'রে
তারই উপচয় ও উদ্বর্দ্ধনকে
নিজের স্বার্থ বিবেচনা করে
এবং হাতেকলমে করেও তা'ই,
অন্তর্নিহিত জন্মগত সন্দীপনী
ঐ প্রীতি বা ভালবাসা
যা'র ভিতরে
প্রাঞ্জল হ'য়ে উঠেছে—
স্বতঃ-সন্দীপনায়,
শ্রেয়শ্রদ্ধ-অনুদীপনায়,
অচ্ছেদ্য শ্রদ্ধাবন্ধনে নিজেকে সংগ্রথিত ক'রে,—
সে শ্রদ্ধাপূত প্রীতিচলনের ভিতর-দিয়ে
অশেষ সম্পদের অধিকারী হ'য়ে
সার্থক তৃপ্তি নিয়ে
নিজেকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে ;
আর, সে উদ্দীপনা
পরিবেশে বিকীর্ণ হ'য়ে
পরিবেশকেও অমনতর ক'রে তুলতে চায়,
পরিবেশও ঐ পাত্রকে তো ভালবাসেই,
আর, সে-ভালবাসা
প্রত্যেকটি ব্যষ্টিতে

সমাহিত ও সন্দীপ্ত হ'য়ে
তা'র প্রত্যেকটি পরিবেশের ভিতর
অমনতরভাবে ছড়িয়ে পড়ে—
আলোক-দীপনায় ;
এমনি ক'রেই
সুকেন্দ্রিক শ্রদ্ধা, প্রীতি বা ভালবাসা
পরিস্থিতির আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত
প্লাবিত ক'রে
অগ্রগতির মহামন্ত্রে
সাত্বত চর্য্যায়
সবাইকে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে—
স্বস্তিপ্রসাদ বিতরণ করতে করতে ;
শ্রদ্ধা কর,
ভালবাস—
হাতেকলমে
পরিচর্য্যী পরিবেদনায়,
কৃতি-সন্দীপনায়,
তোমারও অমনতরই হবে । ৮৬৯২ ।
৩০।১।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৬-৩০

'নাই', 'নাই' ক'রো না,
'পারি না', 'হয় না' কথায় বাসা বেঁধে
বসবাস করতে যেও না,
'নাই', 'পারি না', 'হয় না'—
এই তিনের কোন কিছুই যদি
পেয়ে বসে তোমাকে,
ঐ 'নাই'-ভাব
তোমাকে অভিভূত ক'রে
অশক্ত, হতদারিদ্র ক'রে তুলবে,
তোমার নিঃশেষ হবে
ঐ নাই-তেই ;

তাই বলি, যেমন চাও,
কর—
আপ্রাণ উদ্যমে,
হও,
হওয়ার মতনই
পাবে কি পাবেই ;
না করলে হয়ও না,
পায়ও না । ৮৬৯৩ ।
৩০।১।১৯৫৮, রাত ৮-৫০

অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে
যাকে দিতে থাকবে,—
তোমার মমত্ব ক্রমশঃই সেখানে
উচ্ছল হ'য়ে উঠবে ;
দেওয়াতেই মমত্ব বাড়ে,
নেওয়াতে হয় তার উল্টো বিক্ষেপ,
অশিষ্ট ফাঁকিবাজীর উপর দাঁড়িয়ে
নেবার মনোবৃত্তিই বেড়ে যায় ;
তাই বলি—
দিও যা' পার,
কিন্তু প্রতিগ্রহে
যথাসম্ভব সংযত থেকো,
নয়তো ঠকবে । ৮৬৯৪ ।
৩১।১।১৯৫৮, সকাল ৮-২৫

লোকের নিকট থেকে
কেবল নিতেই যেও না,
দিয়োও—
তা' নিজের থেকেই হো'ক,
বা অন্যের থেকেই হো'ক ;

নেবার আকাঙ্ক্ষার চাইতে
দেবার প্রয়াস যেন বেশীই থাকে,
আর, এই দেওয়া শুধু জিনিসপত্রে নয়—
বাক্য, ব্যবহার,
অনুকম্পা
—সব দিক দিয়ে ;
আর, এতে কিন্তু প্রাপ্তি তোমার
সমীচীনস্রোতা হ'য়েই চলতে থাকবে । ৮৬৯৫ ।
৩১।১।১৯৫৮, বেলা ১১-৪০

সুনিষ্ঠ আন্তরিকতা নিয়ে
তুমি যদি আচার্য্যের
অনুসরণ, অনুশীলন
ও বিহিত অনুচর্য্যা
না করতে পার
বা না কর,—
শিক্ষা গ্রহণ করা
তোমার পক্ষে কি একটা
দিগ্‌দারী হ'য়ে উঠবে না ?
নিজের মনোমত চলবে—
অনুশীলন ও অনুচর্য্যার
তোয়াক্কা না রেখে,
তা'তে তোমার মাত্র
শিক্ষাসংঘে থাকাই সার হবে ;
আর, ঐ থাকার ফলে
যেটুকু হয়,
তা ছাড়া আর কিছু আশা করতে পার ?
তাই, যদি শিক্ষা নিতে চাও—
সুনিষ্ঠ আন্তরিকতার সহিত
অনুসরণ কর,
অনুশীলন কর,

অনুচর্য্যা কর—
সমগ্র হৃদয় দিয়ে
আচার্য্য-অনুগতি নিয়ে,—
তবে তো হবে! ৮৬৯৬।
৩।২।১৯৫৮, বেলা ১০-৫০

আবার বলি—
যদি পেতে চাও—
দিয়ে চল—
মিতি-চলনে,
নিজেকে মেরে নয়,
বজায় রেখে,
তোমার যেমন জোটে,
আর, যেখানে যেমন প্রয়োজন;
—শুধু জিনিসপত্রই নয়,
বাক্য, ব্যবহার,
আপ্যায়ন, অনুচর্য্যা
যেমনতর দরকার যেখানে—
দিয়ে চল;
এই দিয়ে চলা
আর সুজনোচিত আচরণ—
এতেই কিন্তু মানুষের পাওয়াটা
স্বতঃ হ'য়ে ওঠে—
তা'র অবস্থানুপাতিক;
তাই বলি—
অনুকম্পাহারা হ'য়ো না,
দিয়ে চল—
তোমার যখন যেমন জোটে,
সুজনোচিত আচার-ব্যবহার নিয়ে। ৮৬৯৭।
৩।২।১৯৫৮, রাত ১০-১৫

কুচিন্তা ও কুকর্ম্ম
বিধানের বিধৃতিকে
ব্যত্যয়ী ও বিকৃত ক'রে
অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত ক'রে
অল্পবিস্তর বৈধানিক বিকৃতি সৃষ্টি করে—
যেখানে যেমনতর সম্ভব,—

যা'র ফলে, আয়ুকেও
সঙ্গতিহারা বিকৃতির মাধ্যমে ফেলে
জীবনকে দুঃস্থ
ও অল্পদিনেই বিনাশশীল ক'রে তোলে—
বিন্যাসের স্বতঃ-সঙ্গতিকে
বিচ্ছিন্ন ক'রে ;

তাই, সাত্বত চিন্তা,
সাত্বত চলনকে
ইষ্টায়িত অনুস্রোতা ক'রে
আত্মনিয়ন্ত্রণ করাই
স্বস্তিলাভের প্রশস্ত পন্থা। ৮৬৯৮।
৪।২।১৯৫৮, সকাল ১০-৩০

প্রিয় তুমি তাদেরই কাছে
ততখানি,
যা'রা তোমার অস্বস্তি বা অপচয়ে
যেমনতর সতর্ক ও সাবধান
এবং তদনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত
না হ'য়েই পারে না ;

তা' যাদের নাই,—
তা'রা স্বার্থসেবী ছাড়া
আর কিছু নয়। ৮৬৯৯।
৪।২।১৯৫৮, রাত ৭টা

স্বামীর অভিপ্রায়-অনুসারী অনুচলনে
যে যত দক্ষা,
শুভানুধ্যায়ী আত্মনিয়ন্ত্রণে
যে যেমনতর ধীময়ী,
কুশল-তৎপর,
মাতৃত্বেও সে তত প্রাজ্ঞ । ৪৭০০ ।
৪।২।১৯৫৮, রাত ৮-৩০

সার্থক সঙ্গতিশীল কৃতি-তৎপরতার
অভিনিবেশী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যে বিষয় ও ব্যাপার গজিয়ে ওঠে,
সে বিষয় ও ব্যাপারের
কেন্দ্রপুরুষই হ'চ্ছেন
যিনি বা যাঁ'রা তা' করেন—
বিন্যাস-বিভবে বিনায়িত ক'রে,
সংস্থায় সংবৃদ্ধ ক'রে ;

আর তাই, তিনি বা তাঁরা মহাজন,
সিদ্ধকর্ম্মা,
আবার, সে বিষয় ও ব্যাপারের
কোন অংশের কৃতিচর্য্যার
দায়িত্ব নিয়ে
ঐ মহাজন-সম্বৃদ্ধ হ'য়ে
নৈপুণ্যের সহিত
যিনি তা' করেন,
তিনি তাঁ'র কর্ম্মচর্য্যী
বা কর্ম্মচারী ;

ঐ কর্ম্মচর্য্যার উৎপন্ন যা'-কিছু হ'তে
হয়তো তিনি
নিজ সত্তা-সংস্থিতির উপকরণ
সংগ্রহ করেন,
বা না নিয়েও তা' ক'রে

নিজে তৃপ্তি লাভ করেন ;
এমনতরই বহু বেতনভোগী
কর্ম্ম-পরিচারী
বা নিঃস্বার্থভাবে
আত্মপ্রসাদী অনুনয়ন বা অনুকম্পার ভিতর-দিয়ে
যাঁ'রা বিহিতভাবে তা' করেন—
সমীচীন নিষ্পাদনে,
সমীচীন সময়ে,
তাঁরাই তা'র শাখা-প্রশাখার ভারপ্রাপ্ত ;
একথা ঠিকই কিন্তু—
যাঁ'রাই যা'ই কিছু করুন না কেন,
সবাই কিন্তু ঐ মহাজনেরই
কৃতিতপা উদ্বর্ত্তনার
বা গজিয়ে-তোলা সংস্থার
পরিচর্য্যী নিয়োজনে
বা পরিপোষণার নিয়োজনে
ব্যাপৃত ;
যদিও তাঁদের কৃতিচর্য্যার মাহাত্ম্য
বহুত হ'তে পারে,
কিন্তু যাঁরাই ওর মহাজন—
তাঁদের তপোবিভূতির বিভবে দাঁড়িয়েই
তাঁ'রা যা'-কিছু করেন,
কত লোক তাঁদের ঐ প্রসাদ-বিভবে
পরিপালিত হয়,
পরিবর্দ্ধিত হয়
তা'র ইয়ত্তা নেইকো ;
তাই, মানুষ তাঁদিগকে
সাধু, মহাজন, শ্রেষ্ঠী
ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত ক'রে
নিজেদের অন্তর-উৎসারিত অনুভবকে
প্রকাশ ক'রে থাকে ;

একথা বলার উদ্দেশ্য এই—
পরিচর্য্যীরা, পরিকর্ম্মীরা
যদি মহাজনকে অগ্রাহ্য ক'রে
ব্যত্যয়ী পথে
দায়িত্বগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকেন,—
তাহ'লে, গোড়ার সঙ্গে-সঙ্গে
ডালপালা যে নিকেশ হ'য়ে যাবে,
তা'তে কিন্তু সন্দেহ নেই ;
তাই, সাধু সংকল্প নিয়ে
ঐ মহাজনদের পরিচর্য্যা কর,
তাঁদের পরিপালিত ক'রে
নিজেরা পরিপালিত হও,
নিজেরা পরিপালিত হ'য়ে
তাঁদের পরিপালন করতে গেলে
ঠকবে কিন্তু,
তাই, দেখ, শোন, বোঝ—
কোথায় কী করতে হবে,
কৃতিতপা অনুসন্ধিৎসা নিয়ে
সমীচীনভাবে সেগুলি নিষ্পাদন কর—
সাধু অভিনিবেশ নিয়ে ;
তিনি বা তাঁ'রা ও তোমরা—
সবাই সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে চলতে থাক ;
তোমাদের পারিবেশিক পরিচর্য্যা
মহামানের সৃষ্টি ক'রে
মহৎ সম্মানে
তাঁকে বা তাঁদিগকে
বিভূষিত ক'রে তুলুক ;
মঙ্গল বিভবে
তোমরা সবাই উচ্ছল হও,
আর, সচ্ছল উচ্ছলতায়
সব কিছুকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল—

পারিবেশিক পরিচর্য্যায়
পরিচ্ছন্ন ক'রে সব যা'-কিছুকে ;
অভাব-অভিযোগের
আহাম্মকী, তামস অকৃতি
তোমাদিগকে যেন
সংক্ষুব্ধ করতে না পারে,
বিক্ষুব্ধ করতে না পারে ;
তাই বলি—
'স্থির থাক তুমি,
থাক তুমি জাগি',
প্রদীপের মত আলস তেয়াগি',
কৃতি-তপস্যায়
তুমি ঘুমাইলে
অভাবে হইবে সারা' । ৮৭০১ ।
৬।২।১৯৫৮, রাত ৮-৫০

কাউকে অবজ্ঞা বা অবহেলা ক'রো না,
তোমাকেও যেমন অন্যের প্রয়োজন আছে,—
তোমাকে দিয়ে যেমন
অন্যের প্রভূত উপকার হ'তে পারে,
তেমনি অন্যকে দিয়েও
তোমার প্রভূত উপকার হ'তে পারে,
কিন্তু অপকার যা'-কিছুকে
সমীচীনভাবে নিরোধ ক'রে চ'লো ;
তাই, কাউকে অবজ্ঞা বা অবহেলা তো
করবেই না,
খোঁচামারা আচার-ব্যবহারে
বিধ্বস্তও ক'রে তুলবে না ;
মন্দ প্রবৃত্তি সকলেরই থাকতে পারে,
অনেকের আছেও,
তোমার ব্যক্তিত্ব যাতে

মন্দকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
কুশলকৌশলী সৌম্য-তাৎপর্য্যে
তা'র সৌম্য সদ্‌বৃত্তিগুলিকে
বিকশিত ক'রে তুলে
শুভ-দীপনাকে অনুবিষ্ট ক'রে
তার ব্যক্তিত্বে স্ফুরিত ক'রে তুলতে পারে—
ক্রমাভিসারে,—
যা'র ফলে, তার প্রতিটি পদক্ষেপই
সৎ-সন্দীপিত হ'য়ে
তাকে ও অন্যকেও সুখী করতে পারে,—
সেইদিকেই
তোমার কুশল ভাবভঙ্গীকে নিয়োজিত ক'রে,
সুনিবিষ্ট ক'রে
তা'ই করাই কিন্তু ভাল ;
তা'তে মোটের উপর
তাদেরও শুভ-সংক্রমণে
শ্রেয়োলাভ হ'তে পারে,
তুমিও শ্রেয়োদীপ্ত হ'য়ে চলতে পার—
তাদের সাহচর্য্যে ;
তাই বলি—
প্রতিটি পদক্ষেপ তোমার
শুভ-সন্দীপী হ'য়ে উঠুক—
ভাবভঙ্গী, সৌজন্য
ও আপ্যায়নী অনুদীপনা নিয়ে ;
নয় কি ? ৮৭০২ ।
৬।২।১৯৫৮, রাত ১১-১০

প্রবৃত্তি-প্রলোভনকে ছাপিয়ে
অধিক্রমী প্রীতি
যে-অন্তরে বসবাস করে—
উৎকর্ষী গোঁ নিয়ে,—

তা' ব্যক্তিবোধনায়
সঙ্গতিশীল সংস্কার
সৃষ্টি করতে করতে
তাকে সাত্বত সমৃদ্ধির পথে
এগিয়েই নিতে থাকে ;
ব্যতিক্রমী চলনের লাখো সংঘাত
তাকে খর্ব্ব করতে পারে কমই । ৮৭০৩ ।
৭।২।১৯৫৮, রাত ৮-৪৫

ঈশ্বর-প্রকৃতি
বা উৎস-প্রকৃতি
আচার্য্য-বিভূতিতে
মূক ভাষায় বলেন—
আমাকে ছেড়ে কাউকে ভালবেসো না,
তা'তে প্রাণে ব্যথা লাগে,
আর, আমাকে নিয়ে
ভরদুনিয়াকে ভালবাস,
পরিচর্য্যা কর,
পরিবর্দ্ধন কর । ৮৭০৪ ।
৮।২।১৯৫৮, সকাল ১০-১০

তোমার সমস্ত জীবন ছাপিয়ে
তোমার প্রিয়পরম অবস্থান করুন,
আর, ঐ প্রিয়পরমকে কেন্দ্র ক'রে
তোমার সমস্ত যা'-কিছু
পরিচালিত হো'ক—
তন্নিয়ন্ত্রণ তাৎপর্য্যে ;
শুভ-সৌষ্ঠবে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে ওঠ—
সমস্ত জীবনে,
আর, এই জীবনধারাই হো'ক
তোমার চিন্তা, চলন ও কর্ম্মপ্রকৃতি ;

এইই
তোমার সৃজন-দ্যোতনারই
অতর্কিত আশীর্ব্বাদ,
আর, আচার্য্যই তা'র হোতা। ৮৭০৫।
৮।২।১৯৫৮, বেলা ১০-৫০

তুমি যাঁর বা যাঁদের
আশ্রয় বা অনুগ্রহের আওতায় থাক,
তাঁর অবস্থা বিবেচনা ক'রে
তাঁর পক্ষে কী করা সম্ভব
বা সম্ভব নয়কো—
ভেবে দেখে
তদনুযায়ী
তোমার চালচলন ও চাহিদাকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লো ;
তাঁর অসুবিধা যতই সৃষ্টি করবে,
ততই তাঁর স্বতঃ-সন্দীপনী অনুচলনকে
খর্ব্ব ক'রে তুলবে—
অর্জ্জন-পটুত্বকে ব্যাহত ক'রে ;
—ফলে, তোমার জীবন-চলনাও
খর্ব্ব হ'য়ে উঠবে—
একটা ব্যত্যয়ী বিকার-বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে। ৮৭০৬।
৯।২।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৬-৪০

যা' করবে—
তা' যত বড়ই হো'ক,
আর, যতটুকুই হো'ক,
বিহিত অভিনিবেশ-সহকারেই ক'রো ;
সঙ্গে-সঙ্গে তোমার ইন্দ্রিয়গুলিকেও
এমন সজাগ ক'রে রেখো,
যা'তে বাইরের সাড়াগুলিকেও

সহজে নিয়ে
তোমার কৃতিচলনাকে
উপযুক্ত সময়ে
বিহিতভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পার,
সঙ্গে-সঙ্গে তা'র ব্যাতিক্রমগুলিকেও
নিরোধ ক'রে
তোমার ঐ কৃতি-সাধনাকে
সিদ্ধ ক'রে তুলতে পার—
সময় ও সীমার ক্রমকে
বিহিতভাবে বিনায়িত ক'রে,
ত্বারিত্যের
শুভদর্শী সতর্ক অনুশীলনায়। ৮৭০৭।
৯।২।১৯৫৮, রাত ৬-৪৫

স্বাস্থ্য, স্বস্তি ও শিক্ষাকে
কোনপ্রকারেই
গলাচিপা ক'রে রেখো না,
বস্তুর বাস্তব বিনায়নে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যের সহিত
ঐ স্বাস্থ্য, স্বস্তি ও শিক্ষা
যাতে সমীচীনভাবে
সু-তে সৎ-সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
অসৎকে নিরোধ ক'রে,—
তা' করোই কি ক'রো ;
নয়তো, তোমাদের কিন্তু
খাবি খেয়েই চলতে হবে,
তাই, সতর্ক নজর রেখো। ৮৭০৮।
১০।২।১৯৫৮, বেলা ১১-২৫

যে ব্যাপার বা বিষয়েই হো'ক না কেন,
ত্বারিত্যের সহিত

বিশেষ বৃত্তান্ত জেনে নিয়ে
যা' বলবার, করবার তোমার থাকে,
সমীচীন শুভপ্রসূ নিয়মনায়
তা'ই ক'রো,
তোমার করা কাউকে যেন ব্যাহত না করে,
বরং শুভ-সন্দীপ্ত ক'রে তোলে,
আশান্বিত উৎসাহী ক'রে তোলে,
তোমার বাক্ ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব
যেন এমনতরই হয় ;
আর, তাই তো ভাল । ৮৭০৯ ।
১০।২।১৯৫৮, বেলা ১১-৩৮

সুখ যদি চাও,
সম্বৃদ্ধি যদি চাও,
একায়িত অনুক্রিয় হ'য়ে
চৌকস চলনে
তা'কে অর্জ্জন করতে হবে—
তা'র অন্তরায় যা'-কিছুকে
বিনায়িত ক'রে,
অতিক্রম ক'রে—
ইষ্টীস্রোতা বাক্, ব্যবহারের সহিত
সক্রিয় সাত্বত অনুচলনে । ৮৭১০ ।
১০।২।১৯৫৮, বিকাল ৫টা

যা'ই চাও না কেন,
যা'রই উপাসনা কর না কেন,
তা'র গুণগরিমা ও ব্যক্তিত্ব-বিভব
অর্থাৎ প্রকাশ-বিভব
অর্থান্বিত হ'য়ে
যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার ব্যক্তিত্বের
কানায়-কানায় আপূরিত হ'য়ে

বাক্য, কর্ম্মে
এমন-কি, প্রতিটি অঙ্গ-সঞ্চালনায়
তা'র বিভা বিকীরণ না করছে—
স্বতঃ-সন্দীপনায়,
তোমার স্বভাবকে সেই ভাবে
বিভাবিত ক'রে,—
ঐ উপাসনায়
সার্থক হ'য়ে উঠবে না কিছুতেই,
সিদ্ধিলাভ করবে না কোনক্রমে,
তোমার ব্যক্তিত্বই
তা'র বিভব বিস্তার করবে না,
বিচ্ছুরণ হবে না কোন রকমের ;
তাই, যা' চাও,
যা'র উপাসনা কর,—
সেই লক্ষ্যই হো'ক তোমার আসন,
আরাধনাই হো'ক তদনুগ অনুচলন,
তৎ-করণই হো'ক কৃতি-অনুশীলন,
আর, তা'কে স্বভাবগত ক'রে তুলে
সিদ্ধি তোমার জয় ঘোষণা করুক ;
তোমার পূজার মঙ্গলবিভূতি তো
ঐখানেই,
আর, অর্ঘ্য হ'ল—
ঐ অমনতর তোমাকে
—তোমার চাহিদার মূর্ত্তনাকে
নৈবেদ্য ক'রে
উৎসর্জ্জনায় বিনিয়োগ করা—
সঙ্গতিশীল অর্থনায় অর্থান্বিত হ'য়ে ;
ছোটই হো'ক, বড়ই হো'ক,
ভালই হো'ক, মন্দই হো'ক,
যে-কোন চাহিদাকেই আয়ত্ত করতে
বিহিতভাবে যা' যা' করতে হয়,

তাইই তা'র উপাসনা,
ফল কথা, উপাসনার ভিতর-দিয়েই
যা' কিছু পেতে হয়;
তাই, উপাসনাই যদি করতে হয়,—
কদর্য্যের উপাসনা কেন করবে—
ভালরই উপাসনা কর। ৮৭১১।
১০।২।১৯৫৮, দুপুর ১২টা

আবার বলি—
শুধু উপদেশ শুনে
খুশী হ'য়ে ব'সে থেকো না;
উপদেশ চলার পন্থাকেই
ইঙ্গিত ক'রে থাকে,
তাই, উপদেশ-মতন যদি না চল,
না কাজ কর,
এক কথায়, তাকে কৃতি-অনুশীলনে
এস্তামাল ক'রে না তোল—
সমীচীন সঙ্গতিশীল কৃতিযোজনায়,
অভ্যাসে দুরস্ত ক'রে,—
তাহ'লে কিছুই হবে না,
ক'রে, হ'য়ে
পাওয়ায় তা'কে
সার্থক ক'রে তুলতে পারবে না;
তাই, তোমার উপদেশ-শোনা
বাস্তবে মূর্ত্ত হ'য়ে
তোমাকে তদনুগ উপযুক্তও
ক'রে তুলতে পারবে না,
শোনার বাহবা-মস্‌গুল হ'য়ে
নিজেকে আরও গোল পাকিয়ে তুলবে—
একটা অলস, অব্যবস্থ
আত্মনিদেশের বশবর্ত্তী হ'য়ে;

তাই বলি—
যে-উপদেশ যে-জন্য পেয়েছ,
তা' যদি তোমার
শুভপ্রসূ ও বাঞ্ছিত হয়,
তা'কে অনুশীলনের শীলচর্য্যায়
কৃতি-অভিসারে
আবাহন কর,
আর, কৃত-কৃতার্থ হ'য়ে ওঠ অমনি ক'রে । ৮৭১২ ।
১১।২।১৯৫৮, সকাল ১০-১৫

স্থানের তো প্রয়োজন আছেই,
স্থিতি অর্থাৎ থাকা বা অস্তিত্ব
যেখানে আছে,—
স্থানেরও প্রয়োজন সেখানে ;
থাকা বেঁচে থাকে ধর্ম্ম নিয়ে
অর্থাৎ ধারণ-পোষণী
অনুচর্য্যী অবদানের ভিতর-দিয়ে—
সমীচীন বৈধী নিয়মনায়
নিজেকে সংস্থ ক'রে ;
এই থাকাই হ'লো গিয়ে
স্থানের মান ;
থাকাকে নিটোল ক'রে তোল—
সুসংহত ক'রে
সঙ্গতিশীল অর্থনায়
অমৃতসন্দীপনী অনুসিঞ্চনায়,—
স্থান সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠুক
সার্থকতার শুভ-সন্দীপনায় । ৮৭১৩ ।
১২।২।১৯৫৮, রাত ১০-৩৫

প্রিয়পরম বা প্রেয় যিনি তোমার,
তিনি তোমার সেবা চান ব'লে সেবা কর—

তা' নয় কিন্তু,
তাঁর সেবা নিয়ে
তুমি যদি ব্যাপৃত না থাক,
তুমিই কেমন হ'য়ে যাও,—
ঐ আকুল আগ্রহ থেকে সেবা কর,
নইলে তোমার চলে না—
এমনতর হওয়াই কিন্তু
তোমার কল্যাণ-নিশান ;
তাঁর অভিপ্রায়-অনুগ অনুচলন হ'তে
যদি একটুও ব্যতিক্রান্ত হও,
তোমার অন্তঃকরণ দাউ-দহনে জ্ব'লে ওঠে—
বেদনার মৌন উৎসারণা নিয়ে,—
তোমার জীবনে তাঁর অনুগ্রহ কিন্তু তা'ই ;
স্বতঃ-স্বেচ্ছ আগ্রহে তুমি তাঁরই নিদেশবাহী,
কারণ, তাঁর পরিচর্য্যাই তোমার জীবনচর্য্যা ;
তোমাকে তিনি নিদেশ করেন,
তোমার সেবা তিনি চান,
তোমার অর্ঘ্য-অবদান
তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন,—
এমনতর রকমে যা'ই কিছু করবে,
তা'তেই কিন্তু তোমার অভিমান নিহিত থাকবে,
এ অভিমান আত্মগর্ব্ব,
তাই, তা' তামস চলন,
তোমার প্রীতি সেখানে দারিদ্র্যদুষ্ট
তখনও,
তা' তোমাকে প্রাঞ্জল সাত্বত সম্পদের
অধিকারী ক'রে তুলবে কমই । ৮৭১৪ ।
১৩।২।১৯৫৮, সকাল ৭-৪৫

সংযত কর তোমার প্রবৃত্তির
আততায়ী অভিসার—

যা' তোমার সাত্বত সম্পদকে ছন্ন ক'রে
স্বেচ্ছাচারী চলনে
তোমার সত্তাকেই খিন্ন ক'রে তোলে,
ঐ তো যম,
ঐ তো শাতন ;
আর, সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল—
সাত্বত কৃতিচলনকে,—
যা' তোমাকে ও তোমার পরিবার-পরিবেশকে
সুবিন্যস্ত ক'রে
পারস্পরিক প্রীতিবন্ধন-পরিচর্য্যায়
উৎকর্ষী ক'রে তুলে থাকে,
—ধারণ-পোষণী কৃতি-পরিচর্য্যায়
চারিত্রিক প্রভাবে
প্রভুত্বের অধিকারী ক'রে তোলে—
ইষ্টাচারী চলনে,
একনিষ্ঠ প্রবুদ্ধ প্রকৃতি নিয়ে,
প্রিয়পরমে সার্থক সঙ্গতিশীল
অন্বিত দ্যোতনায় ;
আর, এইতো জীবন,
এইতো অমৃত পথ ! ৮৭১৫ ।
১৩।২।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৫-৩০

ছন্ন প্রবৃত্তি যাদের,—
তাদের ভিতরে
ছিন্ন নিষ্ঠা বসবাস করে,
প্রবৃত্তির আকর্ষণ তাদের
যখন যেদিকে পড়ে,—
সেদিকেই গড়িয়ে যায়,
সন্দিগ্ধচিত্ত স্বতঃই তা'রা,
গোলামত্বই তাদের পক্ষে প্রভুপদ—
তা' সে যে-রকমেরই হো'ক,

কৃতিহীন বা ছন্নকৃতিশীল অভিসারই
তাদের জীবনের ক্রম নির্দ্ধারণ করে,
দুর্ব্বল বা সর্পিল চলনই হ'য়ে থাকে
তাদের স্বাভাবিক জীবনগতি,
কিছুতে একনিষ্ঠ অনুকৃতি নিয়ে
পরিচর্য্যায়
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
নিজেকে বিনায়িত করতে পারে না ;
বিচ্ছিন্ন মদাত্যয়ী চলনকে সংযত ক'রে
নিষ্ঠা-প্রবুদ্ধ কৃতি-পরিচর্য্যায়
নিজের ব্যক্তিত্বকে
সুপ্রবুদ্ধ অনুনয়নশীল করা
তাদের পক্ষে
একটা অলীক কথা ছাড়া
আর কিছুই নয়,
তুষ্ট বা রুষ্ট চলন
তাদের সাম্য-অবস্থাকে
সব সময়ই
আন্দোলিত ক'রে চলতে থাকে ;
তা'রা প্রভুত্ব চায়—
চারিত্রিক প্রভাবকে
কৃতি ও প্রীতি-বিকাশে উচ্ছল ক'রে নয়,
—দাপটে সংক্ষুব্ধ ক'রে
নিজের দুষ্ট বুদ্ধির পরিচালনায়
মোসাহেব তৈরী ক'রে
নিজেকে কৃতকৃতার্থ ক'রে তুলতে চায় ;
এ সব লক্ষণ যেখানে—
সন্দেহ ক'রো,
হিসাব ক'রে চ'লো । ৮৭১৬ ।
১৩।২।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৬-১৫

তোমার জীবনগতি যত প্রবল,
সতর্ক চলনও
তত নিখুঁত ও সবল হওয়া উচিত—
নিজেকে ইষ্টায়িত ক'রে সব দিক দিয়ে । ৮৭১৭ ।
১৪।২।১৯৫৮, সকাল ৭-২৫

প্রিয়পরমের অধীন হও—
তোমার অন্তরের সব যা'-কিছুকে
তাঁকে অর্ঘ্য দিয়ে ;
আর, সৎ আচার্য্যই হ'চ্ছেন—
অব্যক্তের ব্যক্ত মূর্চ্ছনা,
তাঁরই সমায়িত ব্যক্ত মূর্ত্তনা,
উৎসর্জ্জনার উদাত্ত স্থণ্ডিল,
মৈত্রী অবতরণ ;
আর, তা' যদি না কর,
তোমাকে
প্রবৃত্তির প্রতিটি তরঙ্গের
অধীন হ'য়ে চলতে হবে—
মিথ্যা স্বাধীনতার গর্ব্বেপ্সা নিয়ে ;
আর, ঐ প্রিয়পরমের অধীনতাই হ'চ্ছে
প্রকৃত স্বাধীনতা । ৮৭১৮ ।
১৫।২।১৯৫৮, সকাল ৬-৫৪

নিষ্ঠা,
দক্ষ পারগতা,
সুজনোচিত আচরণ
ও লোকানুচর্য্যা
তোমার যেমনতর হ'তে থাকবে,—
লোকেও তোমার প্রতি
তেমনতর অনুরাগদীপ্ত হ'য়ে উঠবে । ৮৭১৯ ।
১৫।২।১৯৫৮, রাত ৮-৩০

যা'কে তুমি কেবল দিতেই থাকবে—
তোমার পক্ষে যতখানি যা' সম্ভব,—
সে তোমাকে ভালবাসুক বা না-বাসুক,
তোমার প্রীতি
তা'র প্রতি
গজিয়ে উঠতেই থাকবে সাধারণতঃ,
সে তোমার প্রতি
কিছু না-করার দরুন
হয়তো বেদনাও পেতে হবে অনেক সময় ;
সহজ অনুকম্পী দান-প্রতিগ্রহের ভিতর-দিয়েই
পারস্পরিক সংস্রব ও সৌজন্য
বজায় থাকে । ৮৭২০ ।
১৫।২।১৯৫৮, রাত ৮-৪০

ইষ্টবিষয়ক চিন্তা,
ইষ্টার্থপূরণী মনোবৃত্তি
ও তদনুগ কৃতিচলনের ভিতর-দিয়েই
ধ্যান সার্থক হ'য়ে ওঠে । ৮৭২১ ।
১৫।২।১৯৫৮, রাত ৮-৪২

শ্রেয়-পরিচর্য্যী অনুচলন
শ্রেয়কে প্রেয় ক'রে তুলবে—
বাস্তব কৃতিচর্য্যার
আকৃতির ভিতর-দিয়ে,
অনুকম্পী অভিনিবেশ নিয়ে । ৮৭২২ ।
১৫।২।১৯৫৮, রাত ৮-৪৫

কুটিল অন্তঃকরণ
কটু মনোবৃত্তিরই স্রষ্টা । ৮৭২৩ ।
১৫।২।১৯৫৮, রাত ৮-৪৭

তুমি যদি দান কর—
সাত্বত নিয়মনায়,—
তুমি কী পাবে,
তোমার ঐ অবদানই
তা' নির্দ্ধারণ করবে ;
অশিষ্ট অবদান
ঐশ্বর্য্যকে
অর্থাৎ অন্তঃস্থ ধারণপালন-সম্বেগকে
অবসাদগ্রস্তই ক'রে থাকে । ৮৭২৪ ।
১৭।২।১৯৫৮, বেলা ১১-৫

কা'রও প্রতি হিংসা ও বিক্ষোভ
তা'র অন্তরে হিংসা ও বিক্ষোভই
উস্‌কে তোলে ;
শাসন-ব্যবহার
তাকে আশু দমিত করলেও
তার অন্তরে হিংসা ও বিক্ষোভ
সজাগ হ'য়ে থাকে—
সুযোগের উদ্দেশ্যে ;
তাই, হিংসা বা বিক্ষোভে
তুমি হিংসান্বিত, বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠো না,
যত পার, সদ্‌ব্যবহারে
তা'র আক্রোশকে
প্রশমিত করতে চেষ্টা ক'রো,
তাই ব'লে, অন্যায়কেও
প্রশ্রয় দিতে যেও না,
—অনেক বিপর্য্যয়কেই
এড়িয়ে চলতে পারবে । ৮৭২৫ ।
১৭।২।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৫-৪০

যা'ই কিছু হো'ক না,
দেখ শোন, বোঝ ;
কিসে কী উপকার সৃষ্টি করে,
আর, অপকারই বা সৃষ্টি করতে পারে কী,
সমীচীন অভিনিবেশ নিয়ে
সেগুলিকে অনুধাবন কর ;
উপকারী যা'-কিছু,
ভাল যা'-কিছু
বোধ ও কৃতি-নিয়ন্ত্রণে
সেগুলিকে উচ্ছল ক'রে তোল,
আর, অপকারী যা'-কিছু
সেগুলিকে এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত কর
বা ব্যবস্থা কর—
খরদৃষ্টি নিয়ে,—
যা'তে তা'কে বিহিতভাবে
নিরোধ করতে পার—
তা' তোমার নিজের ব্যাপারেই হো'ক
বা অন্যের ব্যাপারেই হো'ক ;
নিষ্ঠানন্দিত এমনতর চলনা
তোমার ব্যক্তিত্বকে
কল্যাণস্রোতা ক'রে তুলবে,
কল্যাণ-নন্দনায়
মন্দিত হবে তুমি,
আর, নিস্তারের অধিকারী হবে অনেকে । ৮৭২৬ ।
১৭।২।১৯৫৮, রাত ৯-২০

আত্মম্ভরী অহঙ্কারই হ'ল
ছন্নমতি বা পাগলামির
প্রথম ধাপ,

আবার, অব্যবস্থ অবসাদও
ঐরকমই। ৮৭২৭।
১৯।২।১৯৫৮, সকাল ৯-৪৫

যতক্ষণ না তোমার পরিবার ও পরিবেশ
সমীচীন শিষ্ট সাত্বত চলনে চলছে—
পারস্পরিক অবদান নিয়ে,—
তুমিও তোমার বিকৃত চলনকে এড়িয়ে
নিখুঁতভাবে
সদাচার-অন্বিত হ'য়ে
সমীচীন চলায় চলতে পারবে না
বা চলা কঠিনই হবে ;
তারপর, তুমি যদি নিজে
তোমার ইষ্টায়িত অনুশাসন যা'-কিছুকে
বিহিতভাবে না মেনে
প্রবৃত্তিরোখা আকূতি নিয়ে চলতে থাক,
তোমার জীবন ব্যত্যয়ী-বিকারে
অনেকখানিই দুঃস্থ হ'য়ে উঠবে,
—শরীর ও অন্তঃকরণ দুইই ;
তাই বলি—
ঐ ব্যত্যয়ী চলনে গা ঢেলে না দিয়ে
সংযত নিয়মনায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে চল—
ইষ্টায়িত অভিদীপনায়,
সার্থক সঙ্গতিশীল
সাত্বত বিজ্ঞ বিজ্ঞানে দৃষ্টি রেখে
যথাসম্ভব সাধু সমীচীন আত্মনিয়ন্ত্রণে
ব্যত্যয়ী বিকারকে এড়িয়ে ;
অনেকখানিই রেহাই পাবে। ৮৭২৮।
১৯।২।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৬-৫

সংস্থিতির সংগঠনী সমাবেশই
তা'র প্রকৃতি,
যেমনভাবে ঐ সংগঠন-সম্বর্দ্ধনায়
বিনায়িত হ'য়ে উঠে
বিশেষ বৈশিষ্ট্যে প্রকট হ'য়ে
যেমনতর ভাব, ধরণ, ধারণ
চালচলন, রকমারিতে
সে বিকশিত হ'য়ে উঠে থাকে,—
তা' তা'র প্রকৃতিরই বিকাশ-বিভব ;
তাই, যাই কর, তাই কর,
প্রকৃতি বদলায় না,
কারণ, প্রকৃতি বদলাতে গেলে
কাঠামো আর থাকে না ;
কিন্তু প্রকৃতি যেখানে সৎ,
বোধ-বিন্যাসে ব্যতিক্রমের দরুন
সে আপাত কুৎসিতকর্ম্মা হ'লেও
শুভ-সংশ্রয়ের ফলে
সেই বোধ শুভ-বিনায়িত হ'য়ে
সুকৃতি-সন্দীপ্তই হ'য়ে ওঠে ;
আর, প্রকৃতি মানে
প্রকৃষ্ট করণের ভিতর-দিয়ে
সংঘটিত হয়েছে যা' ;
প্রকৃতি তার বিভব বিস্তার ক'রে
পরিবেশে তেমনতরভাবেই
অবস্থান ক'রে থাকে—
ভালমন্দের চাহিদা-মাফিক
বিভঙ্গ-ভঙ্গিমায় ;
তাই, যা'ই দেখ বা শোন,
তা'র ভাব-ভঙ্গী, ধরণ-ধারণ,
চালচলন, চাহিদা,
যা' কিছু সবটারই

সঙ্গতিশীল সমাবেশে
অন্বিত ক'রেই দেখো,
আর, তা'র প্রকৃতিও নির্দ্ধারিত ক'রো
ওর ভিতর-দিয়েই—
বুঝে, সুঝে,
যেখানে যেমন করণীয় তা'ই ক'রে,
আর, তা'কে পরিচালিতও ক'রো তদনুপাতিক ;
প্রকৃতি নির্দ্ধারণ ক'রে যদি
না চলতে পার,
আর, তদনুপাতিক ব্যবহার করতে না পার—
যেখানে যখন যেমনতর প্রয়োজন
তেমনি ক'রে,—
তাহ'লে কিন্তু ঠকবে,
শুভ-অশুভর
নানারকম বিকৃত সংঘাতে
নিজেকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলতে হবে ;
তাই বলি—
বুঝে চ'লো—
সন্ধিৎসাপূর্ণ তীক্ষ্ন দৃষ্টি নিয়ে
বিহিতভাবে প্রত্যক্ষ ক'রে । ৮৭২৯ ।
২০।২।১৯৫৮, সকাল ১০টা

শ্রদ্ধা বা প্রীতির অর্ঘ্যই হ'চ্ছে—
অনুসন্ধিৎসু পরিচর্য্যা,
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনা,
স্বস্তি ও সম্বৃদ্ধি,
প্রেয়ার্থে উপাসনা,
তাঁর পরিচর্য্যার্থে আত্মসুস্থি-কামনা,
দ্বিতীয়তঃ
প্রেয়-প্রতিষ্ঠ লোকচর্য্যী
সক্রিয় পরিবেদনা,

প্রেয় যেমন ক'রে চান,
যেমনতরভাবে ভালবাসেন,
তেমনি ক'রে লোককে
সুষ্ঠু আচরণে
সন্তৃপ্ত ক'রে তোলা,
আর, তা'র মূল্যই হ'চ্ছে প্রেয়-তৃপণা ;
আবার, প্রীতির প্রধান আগ্রহই হ'চ্ছে—
প্রেয়-অনুসারী অনুচলনে
নিজের ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে তুলে
তদনুগ নিয়মনায়
প্রেয়-নিরতির সহিত
প্রেয়ের যা'-কিছুকে
নিষ্পন্ন করা,
নির্ব্বাহ করা ;
এর অভাব যেখানে—
সেখানে শ্রদ্ধা বা প্রীতি নেই,
বরং থাকতে পারে বৃত্তিমদমত্ততা । ৮৭৩০ ।
২২।২।১৯৫৮, সকাল ১০-২৫

যদি বেশী কিছু নাও পার,—
তবে, যা'র যেটুকু ভাল গুণ ব'লে তুমি জান,
তা'র কাছে তা' তো বলবেই,
তা'ছাড়া পাঁচজনের মধ্যে বলতেও
কসুর করবে না,
আর, তোমার মুখ্য করণীয় যা'-কিছু বাদে
যেটুকু সময় পাও,
প্রয়োজনমত তা'র অনুচর্য্যা করতেও
বিরত থেকো না ;
মানুষের এই এতটুকুর ভিতর-দিয়েই
একটা প্রীতি-সম্বন্ধ গজিয়ে ওঠে,

পরস্পরের প্রতি পরস্পরে
আশাবাদী হ'য়ে ওঠে ;
নিন্দাবাদের ভিতর-দিয়ে,
রেষারেষি আক্রোশের ভিতর-দিয়ে,
অন্যায্যকে নিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ
না-করার ভিতর-দিয়ে
মানুষ ক্রমশঃ মানুষের শত্রু হ'য়ে ওঠে ;
যদি কা'রও নিন্দা করতে হয়,—
সোজাসুজি তাকে লক্ষ্য ক'রে বলতে যেও না,
'আমরা অনেকে এমনতরই ক'রে থাকি,
তা' করা ভাল নয়কো,
সে তুমিই হও আর আমিই হই,—
তার ফলে এই হয়'—
এমনতর হৃদ্য ভাষণের ভিতর-দিয়ে
যত কমনীয় অথচ কঠোরভাবে বলতে পার,—
তাতে কিন্তু দোষস্খালনের
আগ্রহ জেগে ওঠে ;
আর, কোথাও যদি বলতেই হয়,
সেখানেও অমনতরভাবে
তোমাদের দু'জনের মধ্যেই বলা ভাল—
হৃদ্য কমনীয় অনুকম্পায়,
দুষ্ট কর্ম্মের প্রতি কঠোরতা নিয়ে ;
বলতে হয়—
'এমনতর ব্যবহার পেলে
আমি হ'লেই বা কী করতাম,
তুমি হ'লেই বা কী করতে,
ভাল লাগত না কা'রও,
সে তোমারও না, আমারও না,
অন্যায্য বা অন্যায় ভাল লাগাই কিন্তু
একটা বিকৃতির লক্ষণ' ;
কিন্তু কাউকে দোষারোপ ক'রে

কঠোরভাবে যদি কিছু বল,—
সে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উঠবে তোমা হ'তে,
যা'র ফলে, অমৈত্রী ভাব
বা শত্রুভাব
গজিয়ে উঠতে থাকবে,
—তা' কিন্তু অনেকেরই ;
তাই, তেমনতর করা ভাল নয়কো,
তা' বিরোধ ও ব্যতিক্রমেরই স্রষ্টা,
ওতে পরস্পর পরস্পর হ'তে
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
ক্রমশঃ বিষাক্ত বিদ্রোহের দম্বল সৃষ্টি হ'তে থাকে
প্রত্যেকের অন্তরে ;
কর্ত্তব্যের কথাও যদি কঠোরভাবে বল,—
ভাল পরিবেষণও যদি রুষ্টভাবে কর,—
ঐ রুষ্ট সংঘাত প্রত্যেকের অন্তরকে
আবিষ্ট ক'রে
আক্রোশপ্রবণই করে তোলে—
প্রত্যেকের প্রতিই প্রত্যেককে
যা'রা অমনতর করে ;
অন্যের রুষ্ট ব্যবহার হজম ক'রেও
যদি কেউ হৃদ্য বান্ধব চলনে চলে,—
তাহ'লে কিন্তু একদিন-না-একদিন
তা'র ঐ বান্ধবতার প্রভাব ঢুকে
তা'কে ঐ পথেই
সক্রিয় ক'রে তুলতে চেষ্টা করে,
তাই, এতে ঠকা কিন্তু কমই ;
তাই বলি—
বান্ধবতা-সমীক্ষু অনুনয়নের ভিতর-দিয়ে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাক—
মৈত্রী অনুকম্পায় ;

অনেক জঞ্জাল এড়াবে,
সুখী হবে। ৮৭৩১।
২২।২।১৯৫৮, বিকাল ৫-১৫

যে-কোন জিনিস বা বস্তুই
দেখ না কেন,
তা' যদি লম্বা হয়,
সম্ভব হ'লে তা'র দুই প্রান্তই দেখো—
প্রান্তের বিশেষত্ব কী আছে বুঝে নিতে ;
প্রস্থে দেখবে অমনতর ক'রে,
তা'র মধ্যও দেখবে,
মধ্য হ'তে এক প্রান্ত ও আর এক প্রান্ত,
ও অন্য প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত
লহমায় দেখে নিও,
কোথায় কী কোন্ বিশেষত্ব নিয়ে
অবস্থান করছে
তা'ও দেখে নিও ;
গোলাকার হ'লে তা'র পরিধি হ'তে
আমান যা'-কিছু দেখে নেবে—
বিশেষভাবে বিনিয়ে বিনিয়ে ;
কোণ-বিশিষ্ট জিনিষ হ'লে
তা'র বিশেষত্বও ভাল ক'রে দেখে নিও ;
সঙ্গে সঙ্গে ভেবে নিও—
জিনিষটা কী
ও কোন্ কাজে ব্যবহার হ'তে পারে ;
আবার, শোনাও কিন্তু ঐরকমই,
শুনে-শুনে বুঝতে চেষ্টা কর—
কোথায় কিরকম শব্দের উৎপত্তি হয়,
কতদূরের শব্দ কোথায় কিরকম
শুনতে পাওয়া যায় ;
শোনার রকমের ভিতর-দিয়ে

শব্দের আগম-স্থান বা আগম-বস্তু
নির্ণয় করতে পার কি না বুঝে নিও ;
গন্ধ-স্পর্শও ঐরকম কিন্তু—
যেখানে যা' যেমন ক'রে সম্ভব,
সেখানে তা' তেমনতর ক'রেই ;
এই দেখা, শোনা, ঘ্রাণ ও স্পর্শের ভিতর-দিয়ে
বাস্তবভাবে বস্তুর অবস্থা
ধারণা করতে চেষ্টা ক'রো ;
যেখানে দেখা যায়,
শোনা যায় না,
শোনা যায়, গন্ধ পাওয়া যায় না,
গন্ধ পাওয়া যায়, স্পর্শ করা যায় না,
স্পর্শ করলেও ওজন ঠিক করা যায় না,
সেখানে যেটাকে যেমন ক'রে
বুঝতে পারা যায়,
তা' বুঝে নিও,
এমনি ক'রে যথাসম্ভব
বিশদ বোধে উপনীত হ'তে
চেষ্টার ত্রুটি ক'রো না,
এগুলি করবে—
যথাসম্ভব ত্বরিতগতি নিয়ে.
এমন অভ্যস্ত হওয়াতে
একটু দেখেই
কোন কিছু সম্বন্ধে
আন্দাজ করতে পার,
আর, সে আন্দাজটা বাস্তব হয় প্রায়শঃ—
সঙ্গতিশীল ব্যবস্থিতির ভিতর-দিয়ে ;
শুধু মনে-মনে ধারণা ক'রে
কোন জিনিসকে বুঝতে চেষ্টা করলে
ধারণার ঘুঘু হ'য়ে থাকবে,
হয়তো তা'র বাস্তবতার সঙ্গে

মিল নাও থাকতে পারে ;
তাই, বাস্তব সমীক্ষাকে
অগ্রাহ্য ক'রে
বস্তুজ্ঞানের দাবী করতে যেও না,
তাতে অন্যকেও ঐ ধান্ধায় ফেলে দিয়ে
তা'রও ঐ অবস্থা ঘটাবে :
অমন ক'রে
দেখে, শুনে,
ঘ্রাণ নিয়ে,
স্পর্শ ক'রে
ও ওজন পরিমিত ক'রে
কোন জিনিসের বাস্তব রূপ কী,
স্বাদ কী,
বা রস কী,
তা' আয়ত্ত করতে চেষ্টা ক'রো,
এবং তার কোথায় কী ব্যবহার হয়
প্রণিধান করতে যত্নশীল থেকো ;
প্রয়োজনের মুহূর্ত্ত হ'লেই
এগুলি যাতে স্মরণে আসে
তা'র ব্যবস্থা ক'রেই চ'লো,
এই প্রচেষ্টা তোমাকে
বস্তুবিৎ ক'রে তুলবে ;
তাই বলি—
ধারণার ঘুঘু সেজে
পণ্ডিত হ'য়ে ব'সে থেকো না,
দেখ, শোন, স্পর্শ কর,
যেখানে গন্ধ নেওয়া যায়,
গন্ধ নাও,
আর, কোথায় কোন্‌টা কিভাবে
লাগাতে পারা যায়,
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়

সেটাকেও অনুধাবন ক'রো,
তবে তো বুঝকে সলীল ক'রে তুলতে পারবে!
আর, ঐ বাস্তব ধারণাই
তোমার ধৃতিসম্বেগকে
পটু ক'রে তুলে
তোমাকে বিজ্ঞতায়
অধিষ্ঠিত ক'রে তুলবে;
ঐ চলনই যেন
তোমাকে পণ্ডিত ক'রে তোলে,
অযথা পাণ্ডিত্যের বড়াই ক'রে
মাটি হ'তে যেও না। ৮৭৩২।
২২।২।১৯৫৮, রাত ৭-১০

যে দেশ, সমাজ বা পরিবারে
যেমন ভাবে
পুরুষ পুরুষানুক্রমে
যেমনতর সাত্বত ঐতিহ্যের অনুষ্ঠান
অবতীর্ণ হ'য়ে চলেছে—
বেঁচে থাকা ও বেড়ে চলার
আকূতির আপূরণায়,—
তা'কে ভাঙ্গতে
কেউ কাকেও প্ররোচিত ক'রো না
বা ভাঙ্গতে দিও না,
বরং যদি পার—
সুষ্ঠু সন্ধিৎসুতা নিয়ে
তা'কে আরো সৌষ্ঠবসন্দীপ্ত ক'রে তুলো—
প্রাজ্ঞ বোধনার শুভ-বিনায়নে। ৮৭৩৩।
২৪।২।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৬টা

শ্রেয়নিষ্ঠাহারা যা'রা,
দোদুল্যমান নিষ্ঠা যা'দের,

স্বার্থপরতার মাধ্যমেই
যাদের আনীতির আনাগোনা হ'য়ে থাকে,
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুকম্পা ও অনুচর্য্যা
যাদের বিরল,
স্বার্থ ছাড়া
পরার্থের প্রতি
যাদের কোন অনুকম্পী কৃতিচর্য্যা নেই,—
তা'রা কাউকে মানে না,
ভালবাসে না,
তাই, তা'রা মানুষকে জানেও না,
কা'রো সাথে সমীচীন পরিচয়
কমই তাদের ;
কাউকে হাত ক'রে
অন্য কাউকে জব্দ করবার প্রবৃত্তি
প্রখর ও আক্রোশ-উৎকণ্ঠ হ'য়ে
তাদের অন্তরে বসবাস করে,
শ্রেয়নিষ্ঠাহারা ব'লে
প্রত্যয়ও তাদের অবিবেকী ও অলীক—
স্বকপোলকল্পিত ধারণা-প্রসূত ;
শ্রেয়ার্থ-অনুচলন তাদের কাছে
বাতুলের স্বপ্ন ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,
তাই, প্রীতি-অনুদীপনী আত্মবিনায়ন
তাদের জীবনে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার,
বিশ্বাসঘাতকতা, অকৃতজ্ঞতা
বা মিথ্যা দোষারোপ
প্রয়োজন হ'লেই
তা'রা করতে পারে,
কারণ, তা'রা স্বার্থপর গর্ব্বপ্রসূ উচ্ছৃঙ্খল
চলনা নিয়েই চলে থাকে ;
এমনতর যা'রা তাদের পক্ষে

চাকুরী-জীবনই ভাল—
দুনিয়াদারীর দিক থেকে.
তা' বড়ই হো'ক,
ছোটই হো'ক ;
ব্যক্তিত্ব তাদের অশাসিত, শ্রদ্ধাহারা,
তাই, তা'রা যদি পেটের দায়ে
অভ্যাসে বাধ্য হ'য়ে
স্বার্থপুষ্টির অভিযানে
চাকুরীকে অবলম্বন ক'রে
মালিকের সেবা
সাধু নিষ্পন্নতার সহিত
করতে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে,
তাদের চলনায় শৃঙ্খলাও
খানিকটা আসতে থাকে—
যদিও তা' আত্মস্বার্থের খাতিরে ;
তা'রা হয়তো একদিন
আশার অতিরিক্ত
সু-অবস্থা লাভ করতে পারে,
ছন্নছাড়া অনুচলনের হাত থেকে
অনেকখানি রেহাই পেয়ে
মানুষের মর্য্যাদায়ও
উপনীত হ'তে পারে । ৮৭৩৪ ।
২৫।২।১৯৫৮, বিকাল ৫-১৫

যিনি তোমার সৎ-আচার্য্য,
তিনিই তোমার ঠাকুর,
তোমার ঠাকুর যাদের ভালবাসেন,
তাদের প্রতি অনুকম্পী
অনুচর্য্যাশীল থেকো—
সতর্ক সন্ধিৎসু অসৎ-নিরোধী চলন নিয়ে ;

আর, তোমার ঠাকুরকে
যা'রা ভালবাসে
অর্থাৎ তাঁর যাতে ভাল হয়,
তা'ই নিয়েই বসবাস করে—
কৃতিতৎপর হ'য়ে,
অসৎ-নিরোধী অনুবেদনায়,—
তাদের প্রতি প্রীতি রেখো,
ভালবেসো,
তাতে সুখী হবে। ৮৭৩৫।
২৭।২।১৯৫৮, সকাল ৮টা

তোমার প্রচেষ্টা যখন
তোমার ইষ্টকে বাঁচায়,
তাঁকে উপচয়ী ক'রে তোলে,
প্রতিষ্ঠা-প্রদীপ্ত করে তোলে,
সেই বাঁচানো,
সেই উপচয়ী ক'রে তোলা,
সেই প্রতিষ্ঠা-প্রদীপ্ত ক'রে তোলার ভিতরই কিন্তু
দুনিয়াকে বাঁচানো, বাড়ানোর বীজ নিহিত;
উদ্যতকর্ম্মা হও,
অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ তা'তে,
দেখবে—
একদিন তা' দুনিয়ায় ছড়িয়ে গিয়ে
কত জীবনের জীবন হ'য়ে উঠবে—
তা'র ইয়ত্তা নাই;
তাই বলি—
'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত',
গীতার কথায় তাই
'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ',
'শরণং ব্রজ' মানে আমাকে বাঁচিয়ে চল,

'অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।' ৮৭৩৬।

২৭।২।১৯৫৮, সকাল ৮-৫০

জীবনীয়-আদর্শহীন বিদ্যা ও বদান্যতা
যখন নীতির সৃষ্টি ক'রে
অসাত্বত অনুচলন ও যৌন বিকৃতিকে
সমর্থন ক'রে চলে—
সাত্বত ঐতিহ্য ও জীবন-বর্দ্ধনাকে
অবজ্ঞা ক'রে,—
একটা অজ্ঞ অভিভূতির
আসুরিক আওতায় প'ড়ে
ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ
বিধ্বস্তির দিকে চলতে থাকে
তখন থেকেই,
ফলে, রাষ্ট্রজীবনও
ব্যত্যয়ী বিপর্য্যয়ে
বিকৃতির অতল চলনে চলতে থাকে ;
তখন উদ্ধাতা তিনিই—
যিনি এই ব্যত্যয়ী ব্যতিক্রমকে
সংঘাত-দীর্ণ ক'রে
সাত্বত সন্দীপনায়
জীবন ও প্রজননকে
সাত্বত প্রগতিতে পরিচালিত করেন—
ঐ বিকৃতির বিপর্য্যয়ী চলনকে
নিরোধ ক'রে। ৮৭৩৭।

২৭।২।১৯৫৮, সকাল ১০টা

তোমার সৎ-আচার্য্য,
ঠাকুর
বা শ্রেয়জন,
যাঁদের প্রতি তোমার শ্রদ্ধাশীলতা

দেখিয়ে থাক,
ঐ তিনি বা তাঁরা যাদের প্রতি
অনুকম্পাশীল
ও অনুচর্য্যাপরায়ণ,

তুমি তাদের প্রতি
অনুকম্পীও নও,
অনুচর্য্যাপরায়ণও নও—
সতর্ক সন্ধিৎসু অসৎ-নিরোধী চলন নিয়ে ;

আবার, যা'রা তাঁকে ভালবাসে—
পরিচর্য্যার কৃতি-উচ্ছলায়,
উপচয়ী তৎপরতা নিয়ে,
প্রতিষ্ঠামুখর কর্ম্ম ও বাক্-বিনায়নায়,
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে,—

তাদের প্রতি
তোমার প্রীতি বা ভালবাসা
কিছু নেইকো,
তা'র সাথে তোমার হৃদয়ের যোগ হয় না কো,

তা'র মানেই তুমি
সৎ-আচার্য্যই হো'ন,
ঠাকুরই হো'ন,
আর, শ্রেয়জনই হো'ন,

তাঁদের কাউকে ভালবাস না
বা শ্রদ্ধাও নেই তাঁতে,
আছে শুধুমাত্র স্বার্থশোষণী তোষামোদী
খোসচলনের কারিগরি ;

ওখান থেকেই তুমি তোমাকে
চিনে নিতে পার—
বস্তুতঃ তুমি কী,
তোমার অন্তর-ঐশ্বর্য্যই বা কী আছে। ৮৭৩৮।
২৭।২।১৯৫৮, বেলা ১১-৪০

রাজনীতি যদি কর,
আর, রাজনীতিই যদি শিখতে চাও,—
প্রথমেই সাত্বত প্রদীপনা নিয়ে
অচ্ছেদ্যভাবে আচার্য্যনিষ্ঠ হও,
আর, ঐ উদ্যমে
সাত্বত ব্রতচারী হ'য়ে
লোকরঞ্জন-নীতিকে অনুসরণ কর—
বৈধী অনুনয়নে,
পূরণ-পোষণী কৃতিচলন নিয়ে,
সঙ্গতিশীল অন্বিত অর্থনায়,—
যা'তে নিজের ব্যক্তিত্বটা
আত্মপ্রসাদ-উচ্ছল হ'য়ে চলতে থাকে। ৮৭৩৯।
২৭।২।১৯৫৮, রাত ৮-২৫

ধর্ম্মই হ'ল কৃষ্টি,
বিহিত অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে,
কৃষ্টির ভিতর-দিয়ে
আমরা ধর্ম্মকে জানি,
ধর্ম্মীয় কৃতিপরিচর্য্যী অনুশীলনা
অর্থাৎ সাত্বত ধারণ-পোষণা
বা ধৃতি-পরিচর্য্যায়
আমরা একটা মহান সমীকরণে পেঁছি,—
যা' সার্থক সঙ্গতিশীল ক'রে তোলে
প্রত্যেকের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে
সম্বর্দ্ধনী তাৎপর্য্যে ;
আর, ঐ সমীকরণেই নিহিত
দুনিয়ার সাত্বত দেবতা—
বিভিন্ন ব্যষ্টি-পরিপ্রেক্ষায়
একায়িত হ'য়ে ওঠা। ৮৭৪০।
১।৩।১৯৫৮, বেলা ১১টা

শুভেপ্সাসন্দীপ্ত সন্ধিৎসু
আপ্যায়নী অনুচলনই হ'চ্ছে
লৌকিকতার প্রকৃষ্ট ভূমি। ৮৭৪১।
১৩।১৯৫৮, বিকাল ৫-১৫

জটিল যা'-কিছুকে
সরল ক'রে নাও—
উপচয়ী ইষ্টার্থ-অনুনয়নে,
আর, ঐ সরলকে সমীকরণ কর—
কৃতিপরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বাস্তবতায় বিনায়িত ক'রে
সুসমীক্ষু তৎপরতায়,
বস্তু ও তদ্বিষয়ক যা' কিছুর
বাস্তব বিন্যাস-বিনায়নে
বিহিত বিকাশকে বিভাবিত ক'রে—
উপাদান ও উপকরণের সমন্বয়ে
অংশ-অন্বিত সমষ্টির
যোগ-বিভূতি-তাৎপর্য্যে ;
এমনি ক'রে
বস্তুধর্ম্মকে জান,
আর, তোমার সাত্বত সঙ্গতিতে
তাকে বিন্যাস ক'রে
তুমি ও তোমা হ'তে বিভিন্ন যা'
সে-সবগুলিকে বুঝে সুঝে নাও,
আচরণ ও ব্যবহার কর—
তদনুপাতিক,
বিদ্যমানতার বিদ্যায়
বিভূতি লাভ ক'রে,
ব্যক্তিত্বের প্রাজ্ঞ বিভবে
সব যা' কিছুর অমৃত-নিষ্যন্দনায়। ৮৭৪২।
৩৩।১৯৫৮, সকাল ৭-৫৫

সন্ধিৎসাশীল ইষ্টনিষ্ঠ
ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ঐ পরায়ণতা নিয়ে আনন্দ কর,
স্ফূর্ত্তি কর,
একটু হাস, নাচ, গাও—
যেখানে যেমনতর মানায়,
নিরাবিল সাধু উদ্যম নিয়ে
উদ্যত আবেগশীল উৎসর্জ্জনায় :
তোমার আলাপ, আলোচনা, লৌকিকতা—
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তেমনিভাবে ঐ আনন্দ-উৎসারণায়
স্থিতিলাভ ক'রে
যেন প্রত্যেকের অন্তঃকরণে
ঐ অমনতর নন্দনায়
উৎসর্জ্জিত হ'য়ে ওঠে ;
তোমার স্ফূর্ত্তির
ফুরফুরে বিকীরণার আওতায়
যেই আসুক না কেন,
তাকেই যেন ঐ স্ফূর্ত্তি-উদ্দীপনা
স্ফূর্ত্তি-হৃষ্ট ক'রে
দৃঢ় উদ্যমে অধিষ্ঠিত ক'রে তোলে ;
ঐ স্ফূর্ত্তি যেন
সমস্ত কাজের ভিতর
বিহিতভাবে সঞ্চারিত হ'য়ে
সমস্ত কর্ম্মজীবনের যা'-কিছু খুঁটিনাটিকে
জীয়ন্ত ক'রে
বাস্তব মূর্ত্তনায় মূর্ত্ত ক'রে
সুসন্দীপনী স্ফূর্ত্তিতে
নন্দিত ক'রে তোলে—
ত্বরিত বাস্তব নিষ্পন্নতায়
কৃতকৃতার্থ হ'য়ে ;

কোথায়ও যেন একটু খুঁত না থাকে,
যেখানে যেমন ক'রে ঠাট্টা করলে—
যা'কে নিয়ে ঠাট্টা করছ,
সে নন্দিত হ'য়ে ওঠে—
তা'ই ক'রো ;

হাসি, ঠাট্টা, রহস্য
যা'ই কর না কেন,
যা'র প্রতি তা' নিয়োগ করছ,
সেও যাতে ডগ্‌মগে হ'য়ে ওঠে,
এমনতরভাবে নিরাবিল উৎসর্জ্জনায়
সেগুলি নিষ্পন্ন কর ;

বাপ-মার কাছে যাও,
সেখানে তেমনি উৎসাহ সৃষ্টি কর,
ছেলেমেয়ে, পরিবার-পরিবেশ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব—
যা'র কাছেই যাও,
নিরাবিল ঐ অমনতর হর্ষনন্দনার সৃষ্টি কর,
স্ত্রীর কাছে গিয়েও
ঐ অমনতর বিমল উৎসর্জ্জনায়
স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বিভোর হ'য়ে
হর্ষসন্দীপনী হৃদয়ে
উদ্দীপ্ত থেকো ;

যখন যেখানে
যেমনতর যেটুকু প্রয়োজন,
তা' ক'রো ;

তোমার হাসা,
তোমার নাচা,
তোমার গাওয়া,
তোমার গল্পগুজব
বা তোমার যা'-কিছু
ঐ অমনতর উদ্যম-নন্দনার সৃষ্টি ক'রে
যেন সকলকেই উদ্যত ক'রে তোলে ;

এমনি ক'রে মধুময় হ'য়ে ওঠ,
অমৃতনিষ্যন্দী হ'য়ে ওঠ ;
কিন্তু স্মরণ যেন থাকে—
সব চলনা,
সব যা'-কিছু
অনাবিল ইষ্টার্থ-অনুদীপনায়
নন্দিত হ'য়ে ওঠে,
তোমার ঐ অভিদীপনায়
প্রত্যেকেই যেন
অমনতরভাবে অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
তুমি তাদের প্রত্যেকের কাছেই
যেন একটা জীয়ন্ত উৎসারণা হ'য়ে ওঠ,
আর, তোমার কাছে তা'রাও যেন
অমনতর হয়—
যখন যেমনতর প্রয়োজন
তেমনতরই অনুচলন নিয়ে ;
মনে রেখো—
সদাচার-প্রণোদিত
নিরাবিল স্ফূর্ত্তি-নন্দনা
সকলের পক্ষেই জীবনীয়,
তাই, কাঠখোট্টা গম্ভীর হ'তে যেও না,
সৌম্য, সুধী, ফুল্ল হ'য়ে চল। ৮৭৪৩।
৩।৩।১৯৫৮, বিকাল ৪-৪৯

যেমনভাবেই চল,
তা' যদি সব দিক দিয়ে
তোমার জীবনীয় হ'য়ে না ওঠে,
সাত্বত জীবনকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে না তোলে,—
তা' কিন্তু লোকসানের,
তা' ধ'রে লোকসানের হিল্লেয়ই

র'য়ে গেলে তুমি। ৮৭৪৪।
৩।৩।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৫-৪০

তুমি হাজার তপস্যা কর না কেন—
প্রকৃতিকে অস্বীকার ক'রে,
সাত্বত কৃতিচলনকে অবজ্ঞা ক'রে,
বাস্তব বিদ্যাকে অগ্রাহ্য ক'রে,—
তোমার বিদ্যমানতা
ব্যক্তিত্বে বিনায়িত হ'য়ে
বাস্তব সঙ্গতিতে
সার্থক হ'য়ে উঠবে না কিছুতেই ;
অজ্ঞপ্রজ্ঞা তোমার,
ভজন-বিভূতি তোমার
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে
বিকৃতিস্রোতা হ'য়ে চলতেই থাকবে ;
যে-প্রভাবই থাক্ না কেন,—
তা' বিভব সৃষ্টি করবে না,
বিড়ম্বনা ও ব্যতিক্রমেই হবে
তোমার সমাধি। ৮৭৪৫।
৪।৩।১৯৫৮, সকাল ৫-৪০

উপাংশ বা উপাদান
উৎস-প্রভাব-পরিস্রোতা হ'য়ে
অন্তঃস্থ যোগাবেগ-অনুযায়ী
বিন্যস্ত হ'য়ে ওঠে,
এমনি ক'রেই প্রভাব
তা'র বিভব সৃষ্টি করতে করতে
চলন্ত হ'য়ে চলে। ৮৭৪৬।
৫।৩।১৯৫৮, রাত ১০-৩৫

যে যত ব্যতিক্রম-বিরোধকে
নিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ ক'রে
শুভ-সন্দীপী কৃতিচলনকে
অমোঘ রাখতে পারে—
সাত্বত সমীক্ষায় ;—
সংকল্পও তা'র নিষ্ঠা-নন্দিত,
ব্যক্তিত্বও জীবনীয় তা'র তেমনি,
সিদ্ধকর্ম্মাও সে হ'য়ে ওঠে তেমনতর ;
আর, যে যত ভেঙ্গে পড়ে,
ব্যাঘাতের আঘাত
যা'র যত অসহনীয় হ'য়ে ওঠে,—
দুর্ব্বলও হ'য়ে ওঠে সে তেমনতরই ;
তাই, জীবনকে নিষ্ঠাসম্বৃদ্ধ ক'রে তোল—
উচ্ছল সন্দীপনায় ;
তোমার ব্যক্তিত্বের প্রভাব
বিজ্ঞদর্শী অনুচলন
যা'তে সমস্ত বিরোধ ও ব্যতিক্রমকে
বিনায়িত ক'রে
শ্রেয়পন্থা নিয়ে চলৎশীল থাকতে পারে,
তেমনই ক'রে চ'লো—
আদর্শে অটুট ও অচ্ছেদ্য থেকে ;
এমনি ক'রেই
কৃতকৃতার্থ হ'য়ে ওঠ । ৮৭৪৭ ।
৬।৩।১৯৫৮, সকাল ৭-৪০

যদি প্রয়োজনক্লিষ্ট হ'য়ে পেতে চাও,
তবে দিও—
যে প্রয়োজনক্লিষ্ট, তা'কে—
প্রীতি-অনুকম্পা নিয়ে,
কৃতি-অনুচর্য্যায়,

আর, অমনতর দিয়ে, ক'রে
তাকে উৎসাহনন্দিত ক'রে তুলো—
এমনতরভাবে
যা'তে ঐ অমনতর প্রীতি-অনুকম্পা নিয়ে
প্রয়োজনক্লিষ্টকে সেও দেয়—
যেমনতর তা'র জোটে ;
ঐ প্রীতি-অনুকম্পী দেওয়া-নেওয়ার ভিতর-দিয়ে
ক্রমে-ক্রমে দেখতে পাবে—
তোমার পরিবার ও পরিবেশও
অমনতর হ'য়ে উঠছে ;
অনেকের অন্তরেই
অমনতর অনুকম্পাশীল অবদানের স্পৃহা
গজিয়ে উঠতে থাকবে ;
তাই বলি—
ব'সে থেকো না নিথর হ'য়ে,
অনুকম্পাশীল হ'য়ে দাও—
প্রয়োজনক্লিষ্ট যা'রা
তাদিগকে,
আর, দিতেও উৎসাহান্বিত ক'রে তুলো
তাদিগকে—
তা'রা যাতে নিথর হ'য়ে ব'সে না থাকে,
দেওয়ার আত্মপ্রসাদলুব্ধ হ'য়ে পড়ে—
একটা মাঙ্গল্য-অভিনিবেশী উদ্যম নিয়ে । ৮৭৪৮ ।
৭।৩।১৯৫৮, সকাল ৭-৫০

সত্তাকে যে জানে,
বিদ্যমানতাকে যে জানে—
সব যা'-কিছুর সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,
সব দিক্-দিয়ে,—
সেই-ই বিদ্বান । ৮৭৪৯ ।
১০।৩।১৯৫৮, বিকাল ৪টা

সুবিধা পেলে তোমার শ্রেয় বা প্রেয় যা'রা
ও স্নেহপাত্র যা'রা
তাদের—
তোমার অবস্থায় যেমনতর কুলায়—
তেমনতর মনোজ্ঞ কিছু-না-কিছু
অর্ঘ্য বা উপহার দিওই,
এমনি ক'রে তোমার শ্রদ্ধা ও উদ্দীপনা
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে,
সঙ্গে-সঙ্গে ইচ্ছাও শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে—
কৃতি-চর্য্যী অনুবেদনা নিয়ে,
যা'র ফলে, মাঙ্গল্য-অনুচলন তোমার
একটু একটু ক'রে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবেই। ৮৭৫০।
১০।৩।১৯৫৮, বিকাল ৪-৫

যাঁ'র কাছ থেকে তুমি পাও,
তোমার প্রতি অনুকম্পাপরবশতায়
যিনি তোমাকে দেন,—
তাঁকে
চাওয়ার চালবাজিতে
অতিষ্ঠ ক'রে তুলো না,
বিরক্ত ক'রে তুলো না,
বরং তাঁর সুস্থির পরিচর্য্যাই ক'রে চ'লো ;
বিরক্তি কিন্তু
বিরোধ ও নিরোধই সৃষ্টি ক'রে থাকে,
তাতে তোমার
ঐ অনুকম্পা-উচ্ছল প্রাপ্তি—
আত্মস্বার্থপুষ্টির যা' উপকরণ—
ক্রমশঃ নিরুদ্ধই হ'য়ে উঠবে। ৮৭৫১।
১২।৩।১৯৫৮, সকাল ৭-৯

সাত্বত আচার-সন্দীপ্ত শ্রেয়নিষ্ঠা
যা'র সম্পদ হ'য়ে ওঠে নি,

তা'র বিবেকচক্ষুর দৃষ্টিকোণ ও দৃষ্টিভঙ্গী
সব সময়ই দোদুল্যমান
ও ব্যত্যয়ী হ'য়ে থাকে সাধারণতঃ,
সেইজন্য, ঐ ব্যক্তিত্বের বিচার-বিচরণাও
অমনতর হ'য়ে থাকে ;
তাই, সাধারণতঃ এরা
সাত্বত বিচার-বিহীন,
এঁড়ো-তার্কিক
ও ভ্রান্তিবুদ্ধিসম্পন্ন । ৮৭৫২ ।
১২।৩।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৬-২৭

কা'রও প্রতি ক্রোধ যদি কর
বা গালাগালি দাও
বা দুর্ব্ব্যবহার কর,
সাধারণতঃ প্রতিদানে পাবেও কিন্তু তা'ই—
কোথাও বা গুণায়িত রকমে,
কোথাও বা অপেক্ষাকৃত মৃদুরকমে
প্রতিধ্বনির মত ;
এমন-কি, যা'রা তোমাকে ভয় করে
তা'রাও অন্তরে রোষক্ষুব্ধ হ'য়ে থাকবে—
সুযোগ লক্ষ্য ক'রে,
আর, সুজন হ'লে
তা' সহ্যও ক'রে নিতে পারে,
কিন্তু তোমার ব্যবহার যে তা'কে
প্রীত করবে না—
একথা ঠিকই ;
তাই, তোমার প্রতি
যে যেমনতরই করুক না কেন,
সুজনোচিত আপ্যায়নায়
যথাসম্ভব বিনীতভাবে
তাদের সাথে ব্যবহার ক'রো ;

দেখবে—
লোকের অন্তরস্থ প্রতিধ্বনি
তোমাকে
অনুকম্পী উন্মাদনা নিয়ে
প্রত্যুত্তরে তেমনই করবে ;
এমন-কি, অসৎ-নিরোধের বেলায়ও
হৃদ্য কঠোর সম্বেগ নিয়ে
সাত্বত সমীক্ষু বিবেচনায়
তা ক'রো,
প্রতিদানে পাবেও
অমনতর সম্বর্দ্ধনা। ৮৭৫৩।
১৩।৩।১৯৫৮, রাত ১০-৪৫

যা'দের ভালবাসায় দরদ নেই,
তারা দিতে জানে না,
নিতেই জানে—
আলেয়ার মত
ভালবাসার রকম দেখিয়ে,
মৌখিক দরদের ভাঁওতাবাজি নিয়ে ;
সেবানুচর্য্যী কৃতিচলন
ও সুসন্ধিৎসু সমীক্ষায়
কোথায় কিসে কার ভাল হবে
এবং তা' কেমন ক'রে—
তা'র কোনই তোয়াক্কা রাখে না তা'রা ;
চায় পেতে,
দিতে নারাজ,
তাই, তাদের পাওয়াও
অমনতরই খাবি খেয়ে চলে,—
বুঝে চ'লো। ৮৭৫৪।
১৪।৩।১৯৫৮, সকাল ৮-৪৭

ইন্দ্রিয়গুলির সমীচীন
ব্যবহার-তৎপর হও,
অনুশীলন কর,
স্নায়ুগুলিও ক্রমশঃই
সাড়াপ্রবণ হ'য়ে উঠবে—
সমীচীনভাবে । ৮৭৫৫ ।
১৬।৩।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৫-৪০

বিগ্রহের বাস্তব গুণবিভাকে
অনুশীলন ক'রে,
তাঁতে শ্রদ্ধান্বিত প্রশংসার ভিতর দিয়ে,
অধিগতির ভিতর দিয়ে,
তদনুগ কৃতিচলনের ভিতর দিয়ে
তোমার চরিত্রকে যদি
বিভবান্বিত ক'রে তুলতে না পারলে,
বুঝে নিও—
তুমি ঐ বিগ্রহতপা নও
বা হও নি,
বিগ্রহপূজা তোমার
ব্যর্থই হয়েছে,
অর্থাৎ ঐ বিগ্রহের প্রতি
তোমার আগ্রহ-উদ্দীপ্ত
উদ্যমী অনুরাগ
অনুশীলনায় উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে
যাতে তোমার চরিত্রকে
ঐ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ক'রে তুলতে পারে,—
তা' কর নি । ৮৭৫৬ ।
১৬।৩।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৬-১৩

কোন্‌টা ঠিক ?
যা' তোমার সাম্য, সাত্বত

পরিবর্দ্ধন-পরিচর্য্যী—
অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে,—
তা'ই ঠিক ;
এক-কথায়, সত্তার ধৃতি-পরিপোষক যা',—
যা' সপরিবেশ তোমার
জীবন ও জনন-ধৃতিকে
উৎকর্ষে অভিদীপ্ত ক'রে
কৃতি-উদ্যম-অভিসারী ক'রে তোলে,
যেই হো'ক আর যা'ই হো'ক তা',
তা'ই কিন্তু তোমার কাছে শ্রেয়,
উপাস্যও তা'ই,
অনুশীলনীয়ও তা'ই,
অনুচর্য্যাযোগ্যও তাই । ৮৭৫৭ ।
১৮।৩।১৯৫৮, বেলা ১১-৪১

আবার বলি—
তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে
তীক্ষ্ন সজাগ ক'রে রেখো,
যে-কোন ইঙ্গিত, ইসারা বা সঙ্কেতই
পাও না কেন,
যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে
আন্দাজ বা অনুমান ক'রে
বুঝতে চেষ্টা কর,
ঐ আন্দাজমতন
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে
সচেষ্ট থেকো—
উপযুক্ত ত্বরিত্যে ;
—জঞ্জাল এড়াতে পারবে অনেক । ৮৭৫৮ ।
২০।৩।১৯৫৮, সকাল ৯-৩৩

শোন বলি—
শাসন-সংস্থার
প্রথম ও প্রধান করণীয়ই হ'চ্ছে—
জনগণের জীবন, বিবাহ ও জনন বিষয়ে
খরদৃষ্টি রাখা—
কৃতিতৎপর পরিচর্য্যায়,
ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে,
সম্বর্দ্ধনায় সংস্থ ক'রে তুলে,
কুলসংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্যের
সুসঙ্গত সুবন্ধনে সম্পর্কান্বিত ক'রে,
অচ্ছেদ্য অনুবেদনায়,
যা'র ফলে
জাত ব্যক্তিত্ব সুসংস্কৃত হ'য়ে ওঠে,
যা'তে প্রত্যেকটি লোক
জীবনে,
বৈধী নিয়ন্ত্রিত উপযুক্ত বিবাহে,
সুপ্রজননে
সাত্বত উৎকর্ষ-অভিনিবেশের সহিত
উপচয়ী ও উন্নতভাবে
জীবন-যাপন করতে পারে—
প্রকৃষ্ট নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে,
যা'তে
কোনপ্রকার ব্যত্যয়ী ব্যতিক্রমে
প্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচারিতায় ঝাঁপ দিয়ে
জীবন ও জননকে
ছিন্নভিন্ন ক'রে না তুলতে পারে,
—এমনতর অচ্ছেদ্য বিবাহ
যা' সমীচীন সুনিয়ন্ত্রণে
অবিচ্ছেদ্য পরিণয় ও পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
স্বতঃ-স্বেচ্ছ আত্মনিয়ন্ত্রণে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে

সুপ্রজননের অধিকারী হ'য়ে
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে
কৃতকৃত্য ও সুসম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারে—
সুবিনায়নার
সমীচীন দক্ষ সুচারু অনুশাসনে
সবাইকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে,—
যা'তে সকলেই উপযুক্ত সম্বৃদ্ধির পথে
পরিচালিত হ'য়ে উঠতে পারে—
সাবলীল সৌষ্ঠব-সন্দীপনায় ;
আর, ঐ জীবন, বিবাহ ও জননকে লক্ষ্য ক'রে
খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা
এমনতরভাবে করা উচিত,
যা'র ফলে
ঐ আবহাওয়া সবাইকে
স্বস্তি ও সম্বৃদ্ধির উদ্যমে
দীক্ষিত ও শিক্ষিত ক'রে
দেশকে উচ্ছল ক'রে তুলতে পারে—
একায়নী সুদীপ্ত আদর্শকে
আলিঙ্গন ও অনুচর্য্যা ক'রে ;
আর, ঐ সাত্বত পোষণ-পরিচর্য্যী
খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মাধ্যমে
অর্থনীতি, কৃষিনীতি, সমাজনীতি,
শ্রমনীতি, শিল্প ও বাণিজ্যনীতি,
আর অন্যান্য যেগুলি যা' প্রয়োজন,
লোকের সাত্বত সম্বৃদ্ধির
শুভ-সন্দীপনার জন্য
সেগুলিকে
বিহিতভাবে বিনায়িত ক'রে
শ্রমকুশল তৎপরতায়
লোকজীবন যা'তে
সৎ-সম্বৃদ্ধির অধিকারী হ'য়ে উঠতে পারে,

কৃষ্টি-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তেমনতরই ক'রে তুলতে
প্রয়াসশীল থেকো ;
ঐতিহ্য ও সাত্বত কুলসংস্কৃতির
সম্মিলিত সুস্রোতা অনুদীপনা
এবং কুল ও কৃষ্টি-অনুগ
সুবৈধ বিবাহ
ও তা'র ফলে
যেমনতর জনের উদ্‌গম হ'য়ে ওঠে,
তা'ই কিন্তু শ্রেয় ;
বিচ্ছেদশীল বিবাহ
বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বেরই উৎস ;
যদি জননকে অমনতর কৃতবিদ্য
উচ্ছল উৎকর্ষী ক'রে না তুলতে পার—
জীবনে,
বিবাহে,
প্রজননের ভিতর-দিয়ে,
উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিসঞ্জাতদিগকেও
উৎসারণশীল ক'রে
যথাসম্ভব সুশৃঙ্খলায় সম্বদ্ধ ক'রে তুলে'
অসৎ-নিরোধী উদ্যম-অভিসারণায়,—
তুমি লাখ ঐশ্বর্য্যের
আমদানী কর না কেন,
তোমার জাতি বা দেশ
কিছুতেই উদ্বর্দ্ধনে
উন্নতিশীল হ'য়ে চলবে না ;
কতকগুলি বিচ্ছিন্ন
ছন্ন খেলোয়াড়ের আখড়া ছাড়া
শাসন-সংস্থা
আর কী হ'তে পারবে ?
শাসন-সংস্থা সমীচীন কৃতিতৎপর

যেখানে নয়,—
তা' যে দেশেই হো'ক,
তা' মানুষের জীবনীয় নয়কো,
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনার নয়কো,
আর যা'ই কেন না হো'ক ;
রাজনীতি মানেই
লোকরঞ্জনী শ্রেষ্ঠ নীতি,
আর, ঐ রঞ্জনা মানেই—
জীবনবর্দ্ধনায় অনুরঞ্জিত ক'রে তুলে'
তাদের সাত্বত জীবনকে
সম্বর্দ্ধনশীল ক'রে তোলা—
সুজননের
সম্বৃদ্ধির
সন্দীপনী সংকর্ষণায় ;
তাই বলি—
অনুশাসননীতির
ব্যত্যয়ী বিকৃত চলন—
অসাধু কৃতিত্বের
গৌরব-প্রয়াসী চালবাজি
কিছুতেই তোমাদের ব্যক্তিত্বকে
কৃষ্টি-বিনায়িত ক'রে
সুজনোচিত চরিত্রের
অধিকারী ক'রে তুলতে পারবে না—
সৎসন্দীপী অনুশীলন-অনুচর্য্যাহারা
বিপর্য্যস্ত বিকৃতির
ব্যসন ক'রে তোলা ছাড়া ;
আমি বলি—
এগুলি শাসনসঙ্ঘে কেন,
তোমার পরিবার, সমাজ ও পরিবেশেও
উচ্ছল কৃতি-লালিমার
স্রোতোবেলিত তরঙ্গে

সব জীবনে
উত্তাল ক'রে দিয়ে
সবাইকে
অমনতর কৃতবিদ্য ক'রে তোল,
কৃতিশীল ক'রে তোল,
অনুচর্য্যাশীল ক'রে তোল,
পারস্পরিকতায়
পর-অনুকম্পাশীল ক'রে
পরস্পরকে পরস্পরের
সুসম্বৃদ্ধির হোতা ক'রে তোল ;
রাষ্ট্রের জীবনই ঐ—
জীবন, বিবাহ ও জনন,
আর, ঐ সুজননই স্বর্ণ-ভবিষ্যের অঙ্কুর ;
আর, ঐ রাজনীতিই হ'চ্ছে—
জীবনের ধৃতি-নীতি,
পালন-পোষণী রাগরঞ্জনা,
ধাতার ধৃতি-সম্বেগ—
যা' স্বতঃ হ'য়েই
সব জীবনে অধিষ্ঠিত ;
তাই তো—
ঐই ধর্ম্মনীতি । ৮৭৫৯ ।
২০।৩।১৯৫৮, রাত ৭-১৪

অচ্ছেদ্য নিষ্ঠা নিয়ে
জীবনীয় সমস্ত ব্যাপারের ভিতরে
সাত্বত সৎ-আদর্শের
অনুসরণ যতটা করতে পারবে—
শ্রদ্ধাপূত কৃতি-চলনে
ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও পরিবেশের
প্রতিপ্রত্যেককে নিয়ে

—যে নেওয়া বা গ্রহণ করা
প্রতিটি অন্তঃকরণকে
উচ্ছল-উদ্যমী ক'রে
কৃতার্থ কৃতি-পদ সঞ্চালনে
কৃতি-বিনায়নে
পরস্পরকে সম্বন্ধান্বিত ক'রে
অসৎ-নিরোধী তৎপরতাকে
স্বতঃ ক'রে তুলে থাকে—
ব্যষ্টি বা ব্যষ্টিগত সম্বৰ্দ্ধনাকে
কৃতবিদ্য ক'রে—
আত্মপ্রসাদের অমোঘ আকূতি নিয়ে,—
দুর্নীতির ক্রম-অপসারণও
হ'তে থাকবে ততটা—
ঐ কৃতবিদ্য সম্বৰ্দ্ধনার আলোকে ;
নতুবা, দুর্নীতি-মোচনের
অলস বিতণ্ডা যতই কর না কেন,
তা' কেবল দুর্নীতিকেই
স্থিতিশীল ক'রে তুলবে । ৮৭৬০ ।
২১।৩।১৯৫৮, রাত ৭-৪০

বাক্-বিড়ম্বনা অন্তরকে
ক্ষোভক্লিষ্ট, বিদগ্ধই ক'রে থাকে—
প্রাণন-শক্তিকে বিক্লিষ্ট ক'রে,
কিন্তু ক্লিষ্ট ও শ্রান্ত শরীর
প্রীতি-আপ্যায়নী পরিচর্য্যায়
উদ্বুদ্ধ ও আশান্বিতই হ'য়ে ওঠে ;
তাই, ঐ বিড়ম্বনা হ'তে
আত্মরক্ষা করা কি অন্যায় ?
তা' কি পাপের ? ৮৭৬১ ।
২২।৩।১৯৫৮, বিকাল ৪-২০

তোমার বা তোমার পরিবারের
অসাবধানতার জন্য
যদি কোনপ্রকার ক্ষতির
আমদানী হ'য়ে থাকে,

প্রথম ও প্রধান-ভাবে
সে দোষ যে তোমারই—
চিন্তা ক'রে

তা' স্বীকার ক'রে নিয়ে
ভবিষ্যৎ প্রতিবিধানের চেষ্টায়
যত্নবান থেকো ;

অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে
নিজে দোষমুক্ত হওয়ার চেষ্টা
তোমাকে অজ্ঞ ক'রেই তুলবে কিন্তু !

তাই, কাজে, কর্ম্মে, ভাবনায়, চিন্তায়
চৌকষ চলনের ভিতর-দিয়েই
চলতে চেষ্টা ক'রো—

ক্ষতির অবরোধ ক'রে,
আর, উন্নতিকে অবাধ ক'রে তুলে,
আপদ-বিপদকে
সমীচীনতার সহিত নিরোধ ক'রে ;

তোমার বিবেক ও মস্তিষ্ককে
এমনতরই সতর্ক সন্ধিৎসু
বোধদীপ্ত পরিণামদর্শী ক'রে রেখো ;

পূর্ব্বজন্মের দোহাই দিয়ে ব'সে থেকো না,
তোমার পূর্ব্বজন্মের খাঁকতিকে
এই জন্মেই আপূরিত করতে হবে—
ঠিক বুঝো ;

নিজেও ব্যবস্থিত হও তেমনি,
অন্যেরও ব্যবস্থা কর তেমনি ক'রে—
খুঁটিনাটি সব নিয়ে ;

বিড়ম্বনা এড়াবে অনেকখানি। ৮৭৬২।
২৩।৩।১৯৫৮, সকাল ৯-১৪

বিরক্ত বা ক্রোধবিহ্বল হ'য়ে
যে যা' বলে বা করে,—
তা' কিন্তু তা'র
অন্তঃ-প্রবৃত্ত ভাবেরই লক্ষণ,
মোদ্দা কথায়
সে তেমনিই মানুষ,
তা' সে যেমনতর খোলসই
প'রে থাকুক না কেন,
আর, সে সময় যেসব পরিবর্ত্তন হয়,
তা'ও কিন্তু অন্তরেরই পরিবর্ত্তন—
তা' কা'রো কম,
কা'রো বেশী ;
আবার,
অনেককে এমনও দেখতে পাওয়া যায়,—
যা'রা রাগলে বা বিরক্ত হ'লে
ভালও কয় না, মন্দও কয় না,
শুধু 'হাঁ' 'হুঁ' ক'রে কাটায়,
কিন্তু করে খারাপ,
অর্থাৎ সুবিধা পেলেই
প্রতিশোধ নেয় ;
তাদের
অনুকম্পী অনুচর্য্যা
দেখতেই পাওয়া যায় না,—
যদিও এমনতর লোক কম ;
আবার,
বন্ধুত্বের ভান ক'রে প্রতিশোধ নেয়—
এও অনেক দেখতে পাওয়া যায়,
সে বন্ধুত্ব—

কৃতিপরিচর্য্যাহীন দরদহারা ছলনা মাত্র। ৮৭৬৩।
২৩।৩।১৯৫৮, সকাল ৯-১৫

তুমি যা'কে দেবে—
দক্ষ সন্ধিৎসু অনুকম্পা নিয়ে,
আর, তা' যত রকমে যত বেশী হ'য়ে উঠবে,—
তোমার প্রীতিও গজিয়ে উঠবে
তেমনি সেখানে ;
আর, যেখানে
ঐ সন্ধিৎসাপূর্ণ অবদান যত কম
এবং নেওয়ার মাত্রা যত বেশী,
তা'র প্রীতিও হয় তত কম—
ঐ ব্যক্তিত্বে,
সে তাকে অন্তরের কানায়-কানায়
গ্রহণ করতে পারবে
তেমনি পাতলাভাবে,
অনুবেদনাও থাকবে সেখানে
তেমনতরই পাতলা—
লোকদেখানো রকমে,
আত্মপ্রতিষ্ঠার অনুভাবিতায়। ৮৭৬৪।
২৩।৩।১৯৫৮, সকাল ১০-১৫

যাদের ব্যক্তিত্বে
ছেদপ্রবৃত্তি বসবাস করে,—
ক্রমাগতিশীল শৌর্য্য-পরাক্রম
তাদের হয়ই কম ;
জীবনের ক্রমাগতিকে
ছেদশীল ক'রে তুলে
প্রবৃত্তির প্রতারণায়
বিষয় হ'তে বিষয়ান্তরে
সার্থক সঙ্গতিশীল

অনুক্রমিক তৎপরতায় চলা
তাদের কঠিনই হ'য়ে পড়ে,
সেইজন্য বিষয়ের সাথে বিষয়ের
সঙ্গতি-স্থাপনা
হ'য়ে ওঠে কম—
অর্থনার বিকাশ-বিভবকে
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে ;
এখন সুবিধামাফিক একরকমে
চলৎশীল হ'ল,
আবার, প্রবৃত্তির মতলবী ধান্ধায়
সে-রকমকে পাল্টে
অন্য রকমে নিজেকে বিব্রত ক'রে তুলল,
বা অন্য বিষয়ে বা ব্যাপারে
তদ্‌ব্রতচারী হ'য়েই চলল ;
এমনতর ভাঙ্গাগড়ার ভিতর-দিয়েই
সে চলতে থাকে—
জীবন-আদর্শকে
বিক্ষুব্ধ ক'রে,
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে ;
কখনও হয়তো সে সৎচলনশীল,
আবার, কখনও হয়তো
ঐ সৎচলনের উল্টো পন্থায়
উল্টো কথায়
উল্টো নিবেশনে
চলৎশীল হ'তে লাগল ;
এর মূলে
বংশের ভিতরে কোনরকমে
ব্যতিক্রম-সঙ্গতির সংস্রব
ও বিচ্যুতির দ্বন্দ্বই
দেখতে পাওয়া যায় প্রায়শঃ—
তা' পিতৃকুলেই হো'ক আর মাতৃকুলেই হো'ক ;

তাই, বৈশিষ্ট্যমাফিক সাত্বতী যা',
সাত্বত কৃষ্টি নিয়ে
তদনুগ অনুনয়নে চলতে থাক—
যা'তে অমনতর না হয় ;
—প্রকৃতি ব্যতিক্রমদুষ্ট কমই হবে,
সুখ ও দুঃখের অযুত আলিঙ্গন
তোমাকে বিশ্লিষ্ট করতে পারবে কমই ;
তোমার ব্যক্তিত্ব
অচ্ছেদ্যভাবে সম্মিলিত ক'রে তোল
শ্রেয় ব্যক্তিত্বে—
বৈশিষ্ট্য-অনুক্রমিক
অনুনয়নী তৎপরতায়,
ইষ্টায়নী অনুক্রমণায়,
বৈধী সংস্রবের পূত বন্ধনে,—
তোমাদের প্রকৃতি
সাত্বত-পরিস্রবা হ'য়ে
একায়নী তৎপরতায়
সার্থক হ'য়ে উঠুক । ৮৭৬৫ ।
২৩।৩।১৯৫৮, রাত ৭-২২

তোমার ভালবাসার পাত্র
ও ক্ষেত্রই হ'চ্ছেন—
ইষ্ট অর্থাৎ আদর্শ,
আর, তাঁ'র প্রতি
নিষ্ঠানন্দিত কৃতি-অনুচলন
তোমাকে পবিত্র ক'রে তোলে :
আর, ঐ পবিত্র প্রীতি
দুনিয়ার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব,
দেশ-বিদেশ, ব্যষ্টি ও সমষ্টি
সব যা'-কিছুকে
সংহত ক'রে তোলে,

তাঁতেই উপচয়ী ও সার্থক ক'রে তোলে—
তাঁরই স্বার্থে অর্থান্বিত ক'রে,
পারস্পরিক অনুবেদনী পরিচর্য্যার
বন্ধন সৃষ্টি করতে করতে,
আর, এর ব্যত্যয়ী অনুচলনই
ব্যাহত ও ব্যথিত ক'রে তোলে। ৮৭৬৬।
২৪।৩।১৯৫৮, সকাল ৮-৩০

যে বা যা'রা
বিশ্বাস, প্রীতি, অনুকম্পা
বা আত্মীয়তার ভাঁওতায়
নিজের স্বার্থ ও সুবিধাকে
আহরণ ও আপূরিত ক'রে চলতে থাকে
—এমন-কি, ক্রূর ও কঠোর ভাবে,
গোপনে
বা প্রীতি-অনুকম্পা
বা আত্মীয়তার দাবী ক'রে,
অথচ নিজের স্বার্থসিদ্ধির
প্রতীক যিনি,
তাঁর কোনপ্রকার উপচয়ী
কিছুই করে না,
বা উপচয়ী অনুচর্য্যা হ'তে
নানা কায়দায়
বিচ্ছিন্নই হ'য়ে থাকে—
নিন্দাবাদ বা সুখ্যাতির দোহাই দিয়ে ;
—ঐ স্বার্থসিদ্ধির ইন্ধন করা ছাড়া
কোনপ্রকার প্রীতি বা আসক্তির
ধারই ধেরে থাকে কম
বা মোটেই ধারে না,
স্মরণ রেখো—
কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতাই

তার পরমাত্মীয়,
তা'র স্বার্থ-আপূরক যিনি—
তিনি নন ;
এমনতর মানুষগুলি নেহাৎই সন্দেহের,
স্বার্থ-প্রলোভন তাদের যে
কী না করতে পারে,
তা' ধারণা করাই কঠিন ;
চোর, জুয়াচোর, ধাপ্পাবাজ—
এদের চাইতেও
তাদের প্রকৃতি আরো হীন ;
তাই বলি—
তাদের হ'তে সাবধান থেকো,
খরদৃষ্টি নিয়ে
কুশলকৌশলী তৎপরতার সাথে
তাদিগকে নিরোধ ক'রে চ'লো,
নয়তো, কোন্ মুহূর্ত্তে
যে কী করতে পারে তা'রা,—
তা'র কিছুই ঠিক নেইকো কিন্তু। ৮৭৬৭।
২৫।৩।১৯৫৮, সকাল ৮-১৫

প্ররোচনা যেখানে
ব্যক্তিবিভবকে মুসড়ে দেয়,
ঐতিহ্য ও কুলসংস্কৃতিকে
ব্যাহত ক'রে তোলে,—
অন্তঃস্থ মৌলিক প্রকৃতিই
সেখানে ব্যত্যয়ী। ৮৭৬৮।
২৫।৩।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৬-৪০

বৈশিষ্ট্যানুগ ব্যষ্টি-পরিচর্য্যায়
প্রত্যেকটি ব্যষ্টিকে
যদি সুসংস্কৃত ক'রে তুলতে না পার—

একায়িত সাত্বত স্বার্থে
সবাইকে সম্বুদ্ধ কৃতিপরায়ণ ক'রে,
পারস্পরিক অনুবেদনী অনুশীলনায়
প্রত্যেককে প্রত্যেকের
সম্পদ ক'রে তুলে—
সাত্বত কর্ষণায়,
সবাইকে
কৃতিমুখর উন্নতির
অনুশীলন-তৎপর ক'রে,—
পরিবারই বল,
সমাজই বল,
আর, রাষ্ট্রই বল,
তা'র সেবা-সম্বর্দ্ধনা
কিছুতেই হ'য়ে উঠবে না,
ব্যতিক্রমের বিলোল লালসা
প্রতিটি ব্যষ্টির অন্তরকে
উচ্ছৃঙ্খল ক'রে
পারস্পরিকতাকে ব্যাহত ক'রে
কৃষ্টিকে অপঘাত ক'রে
সাত্বত অনুচলনকে
জাহান্নমের দিকে
বিচালিত করতেই থাকবে ;
সবারই
সর্ব্বনাশের ইন্ধন হওয়া ছাড়া
উপায়ই থাকবে না,
বা বিড়ম্বনার প্রতিঘাতে
বিক্ষিপ্ত বিধ্বস্তির আর্ত্তনাদই
একমাত্র সম্বল হওয়া ছাড়া
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার
স্বস্তি-আহুতি ব'লে
কিছুই থাকবে না ;

তোমার পরিবার, পরিবেশ,
সমাজ ও রাষ্ট্র
অমনি ক'রেই ছন্ন তালে
স্তিমিত হ'য়ে উঠবে ;

তাই, ব্যষ্টিকে বাদ দিয়ে
যা'ই কিছু কর না কেন,
সমষ্টির সাত্বত সম্বর্দ্ধনার
কৃষ্টি-অভিযানে
কেউ সার্থকই হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
তাই, মনে রেখো—
ব্যষ্টিকে বিনায়িত না ক'রে
পরিবেশ, সমাজ বা রাষ্ট্রের
যা'ই কিছু কর না কেন,
বিক্ষোভের
বিক্ষেপ-বিধুর আক্ষেপ নিয়ে
চলতে হবে সবাইকে ;
কিন্তু সব বৈশিষ্ট্যেরই
মূলই হ'চ্ছে সত্তা,
যদিও ব্যক্তিগত বিশেষের
বিভেদ অনেকখানি,
তাই, সাত্বত নিয়মনায়
কৃষ্টি-পরিবেষণে
প্রত্যেকটি বিশেষকে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে
প্রত্যেকের প্রকৃতি-অনুযায়ী
তা'র বিশেষকে বিনায়িত করা ছাড়া
উপায়ই কম। ৮৭৬৯।
২৬।৩।১৯৫৮, রাত ৭-৪৮

চাহিদার ছলিকা নিয়ে
কথার ভাঁওতায়

ভক্তি-অর্ঘ্য সজ্জিত করতে যেও না,
ভজন-পরিচর্য্যী হও,
ঐ ভজনই তোমার অলক্ষ্যে
তোমার চাহিদার আপূরণ ক'রে চলবে—
ঐ ভজন-অনুদীপনী আগ্রহ-অনুচর্য্যাই
উৎকর্ষী যেমনতর,
তেমনি ক'রে ;
নয়তো, ঐ দুর্দ্দান্ত ভাঁওতাবাজ
পরিচর্য্যা তোমার
তোমাকে কতবারই
নিষ্ঠুর পরিহাসে
যে উপহাস করবে—
আলো-আঁধারের বেলন-ডলনায়,—
তার ইয়ত্তা নাই কিন্তু। ৮৭৭০।
২৯।৩।১৯৫৮, বেলা ১১-৩০

তুমি কাউকে
কিছু করতে বললে
বা কিছু করতে অনুরোধ করলে,
তখন হয়তো সে তা'
একটা অলস আগ্রহের সহিত
স্বীকার করল,
কিন্তু কাজে অল্পই করল
বা করল না,
হয়তো দু'চার দশবার
তোমার বলা সত্ত্বেও
বা অনুরোধ করা সত্ত্বেও
তা'কে অমনতরভাবে
গ্রহণ ক'রেও করল না ;
তার মানে হ'চ্ছে—
সে তা'তে অন্তরাসী হ'য়ে ওঠে নি,

একটা অলস লৌকিকতার
আমদানী ক'রে
ঐ অমনতরভাবেই
তা' কাজে ফলিয়ে তুলল না ;
তা'র মানেই—
সে তা' করবার মতন
আগ্রহ নিয়ে বসবাস করে না,
বা তা'তে সে আকৃষ্ট নয়কো ;
তাকে সে বিষয় নিয়ে
বলা বা অনুরোধ করা বৃথা—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত
তা'র প্রয়োজন তা'কে
ওতে নিবিষ্ট না করছে ;
তাই, সেখানে পার তো
অন্য পন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়,
তা'র উপায় না থাকলে
তা' না-হওয়াতেই আত্মবিলয় করবে ;
বুঝে চ'লো। ৮৭৭১।
৩১।৩।১৯৫৮, সকাল ৭-৩৬

যেখানে যে-উদ্দেশ্যেই যাও না কেন,
সেই উদ্দেশ্যটাকে
সাত্বত-সন্দীপী ক'রে রেখ ;
আর, সমীচীন সন্ধিৎসার সহিত
সতর্ক-সন্দীপ্ত হ'য়ে চ'লো,
অন্তরে ঊর্জ্জী উদ্যম নিয়ে
নিষ্পাদন-প্রতিজ্ঞ হ'য়ে থেকো,
সঙ্গে-সঙ্গে মৈত্রীপ্রতিষ্ঠ ব্যবস্থিতি
ও অনুচলনকে
তা'র স্থিরভূমি ক'রে নিও ;
অন্ততঃ এতটুকু যদি

তোমার সংকল্পের সাথে-সাথে
প্রবুদ্ধ উদ্যমে
অধিষ্ঠিত লাভ ক'রে তোমাতে,
দেখবে—
কৃতকার্য্যতার আবেগশীল কৃতিচলনও
তোমাতে উচ্ছলস্রোতা হ'য়ে চলবে,
কৃতকার্য্যতাও লাভ করবে তেমনতর। ৮৭৭২।
১।৪।১৯৫৮, রাত ১০টা

বিকৃত যৌনলিপ্সাই
চৌর্য্য, ধাপ্পাবাজি, কৃতঘ্নতা,
বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি বৃত্তির
উপযুক্ত আড়কাঠি। ৮৭৭৩।
১।৪।১৯৫৮, রাত ১০-১৫

তবে বলি শোন—
বিধি-নিয়ন্ত্রিত দম্পতির
অচ্ছেদ্য প্রীতিবন্ধনই
জীবনের দাঁড়া—
পারস্পরিক অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
স্বস্তিসন্দীপনী ব্যক্তিত্বে
নিজেদের অধিরূঢ় ক'রে ;—
আর, তাইই জীবন ও বর্দ্ধনার
সুসংস্কৃত শুভ-সম্বর্দ্ধনী ভিত্তি ;
এই সাত্বত শুভ-সম্বর্দ্ধনী
বৈধ বিধান-বাধ্য নয়,—
এমনতর যে-বাদই হো'ক না কেন
বা যে-তন্ত্রই হো'ক না কেন,
তা' কিন্তু মানুষের অস্তিবৃদ্ধির কিছু নয়কো,
সাত্বত অধিস্থিতির কিছু নয়কো,
সত্তার স্বস্তি-প্রসূ কিছু নয়কো ;

জনগণকে আশ্রয়হারা করা,
বন্ধনহারা করা,
জীবনের স্থিতিকে ব্যতিক্রমদুষ্ট করা
—এই কি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ?

তাই, বিবাহ-বন্ধনকে
সাধারণতঃ পূত-বিধি-সংস্কৃত,
দৃঢ় ও অচ্ছেদ্য ক'রে না রেখে
সর্ত্ত-নিয়ন্ত্রিত শিথিল ক'রে রাখলে
যাদের সুনিষ্ঠ দাম্পত্যপ্রীতি
একটা সহজ কুলসংস্কার হ'য়ে
বংশানুক্রমিক চ'লে আসছে—
তাদের আপাততঃ
বিশেষ কিছু হো'ক না হো'ক,
কিন্তু যা'রা উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তিসম্পন্ন
ছেদশীল ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলাফেরা করে,
প্রবৃত্তি-প্রলোভন যাদের নিয়ন্ত্রিত ক'রে
ভোগভর্ত্তা ক'রে
ভোগকেই সর্ব্বস্ব ক'রে রাখে,
সুনিষ্ঠাহারা দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন যা'রা—
তা'রা যে-কোন ফুরসুৎ-এ
ঐ সর্ত্তের সুবিধা নিয়ে
বিবাহ-বন্ধনকে ছিন্ন ক'রে
উপায়ান্তর গ্রহণ করতে থাকবে
তাতে আর বাধা কি ?

যা'রা অমনতর প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ—
ঐ প্রবৃত্তিই তাদের নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলুক—
তা' না হয় হ'লই,
কিন্তু তা'রা যখন পরিবেশকে
সংক্রামিত ক'রে
উস্‌কিয়ে তুলে
ঐ প্রবৃত্তিরই ইন্ধন ক'রে

সেই পথের যাত্রী ক'রে তোলে,—
তখন ঐ পরিবারের, সমাজের,
পরিবেশের বা রাষ্ট্রের
অল্পবিস্তর অনেকেই
ঐ দশার আবহাওয়ায় প'ড়ে
বিবেককে ভোঁতা ক'রে
ওরই সমর্থন নিয়ে চলতে সুরু করে ;
ফলে, উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলতা
সমস্ত রাষ্ট্রকে, সমাজকে,
পরিবার ও পরিবেশকে
শাসন করতে থাকে ;
যদি পরিবেশের ভিতরে
ঐ দীপনা
আত্মতৃপণার আলোক হ'য়ে ওঠে,
তবে রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার ও পরিবেশকে
সুনিয়ন্ত্রিত করবে কে ?
শাসনে সংযত ক'রে
সম্বর্দ্ধনায় সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে কে ?
কারণ, রাষ্ট্রের অনুমোদিত
সর্ত্ত-নিয়ন্ত্রিত শিথিল বিবাহবিধি
তাদের প্রতিরক্ষক হ'য়ে বসে আছে,—
আর, অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির ফলে
জাল, জুয়াচুরি, বদমাইসি,—
যা'-কিছু বল—
সবই বাধামুক্ত হ'য়ে
অবাধ আধিপত্য নিয়ে
তাণ্ডব নৃত্য ক'রে চলতে থাকে,
এইতো গেল একটা দিকের কথা ;
তা ছাড়া, বিবাহের আরতি-সম্মিত
স্বস্তি-অবদান,
স্বামী-প্রীতি, স্বামী-ভক্তি,

দাম্পত্যজীবনে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি,
স্নেহ, অনুরাগ—
যা' মানুষের মহাসম্পদ,
পরম আশ্রয়,
তা' তো থাকতেই পারে না,
আর, তা হ'তে সন্তান-সন্ততির যে অবতরণ
তাও যে অনেকখানি দুঃস্থ হ'য়ে ওঠে,
সম্বর্দ্ধন-বিরোধী হ'য়ে ওঠে,
অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক হ'য়ে ওঠে,
তাতে কোন সন্দেহই নেই ;
তাদের ক্ষমতায় যতটুকু কুলায়—
ঘর হ'তে রাষ্ট্র পর্য্যন্ত
তাদের হাতের ক্রীড়নক হ'য়ে চলা ছাড়া
উপায় কী আছে ?
আবার, এর ফলে মস্তিষ্ক-বিকৃতি,
ব্যতিক্রমী চিন্তা, চলন,
বিধ্বস্ত ছেদপ্রবণ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হ'য়ে
পরিবার, সমাজ, পরিবেশ ও রাষ্ট্রকে
যে কতখানি বিক্ষত ক'রে তোলে,
একটু বহুদর্শিতা যা'র আছে,
তাকে আর তা' বলে
বুঝিয়ে দিতে হবে না ;
অগণন গণিকা, লম্পট ও ঠগবাজের
পটভূমিকায়
কত জীবন যে অমনতরভাবে
আত্মদান ক'রে
পরিবেশকে সর্ব্বহারার পথে
বিভ্রান্ত ক'রে চলতে থাকবে,
তা'র ইয়ত্তা নেই !
কিন্তু বিবাহ-বন্ধন যেখানে
আদর্শ-নিষ্ঠ,

বিধি-নিয়ন্ত্রণে সুদৃঢ়, অচ্ছেদ্য ও অচ্যুত,—
সেখানে দাম্পত্যজীবন সাধারণতঃ
পারস্পরিক নিষ্ঠায়, প্রীতিতে
ও নিরাপদ স্বস্তিতে
সুদৃঢ় হ'য়ে ওঠে,
কোথাও কিছু ব্যত্যয়ী ব্যতিক্রম হ'লেও
পারিবারিক স্বস্তি ও নিরাপত্তা-প্রীতি—
যা' মানুষের বহু প্রলোভনকে ছাপিয়ে থাকে,—
তা' থেকে বঞ্চিত ও বিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায়
অন্তঃকরণ একটা ভীতত্রস্ত সন্দীপনায়
পারিবারিক অপঘাতের ভয়ে
অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
সুনিষ্ঠ ও সংহত হ'য়ে থাকে ;
এমনি ক'রেই ব্যত্যয়ী চলন
ক্রম-নিয়ন্ত্রণে
কেন্দ্রায়িত তাৎপর্য্যে
ক্রমসঙ্গতিশীল হ'য়ে ওঠে ;
ফলে, অমনি ক'রেই
পারস্পরিক নিষ্ঠা, প্রীতি, ক্ষমা,
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বিনায়িত ব্যক্তিত্ব
চারিত্রিক বিভবান্বিত হ'য়ে ওঠে ;
ক্রমে ঐ বিশৃঙ্খলা
অনেকখানি সুশৃঙ্খলায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে থাকে,
তাতে সুপ্রজননের আশাও
অনেকখানি মূর্ত্তি লাভ ক'রে থাকে,
আর, তা'তে ছিন্ন ব্যক্তিত্বের
আমদানীও হ'তে থাকে কমই ;
তাই বলি—
তোমার কেউ থাকবে না

আঘাত-আতঙ্কিত করার লোক ছাড়া
সেই ভাল—
না প্রীতিপ্লুত অচ্ছেদ্য বিবাহ-বন্ধনের ভিতর-দিয়ে
পারিবারিক স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনায়
পরিবেশের প্রতিপ্রত্যেককে
নিরাপত্তা-সন্দীপ্ত ক'রে
বিদ্যমানতাকে সত্যি ক'রে জেনে
অমৃতপথযাত্রী হ'য়ে
জীবন ও ঐশ্বর্য্যের হোতা হ'য়ে
আত্মপ্রসাদের উজ্জ্বল আভায়
সবাইকে প্রদীপ্ত ক'রে তুলে
সার্থকতায় অবগাহন করাই শ্রেয় ?
যা' ভাল বিবেচনা কর,
তা'ই করতে পার,
আমার মনে হয়—
যা' শ্রেয়পন্থী
তা'ই করাই শ্রেয় ;
এটাও ঠিক বুঝো—
শাসন-সংস্থাই মানুষের সাত্বত আশ্রয়,
আর, মানুষই শাসন-সংস্থার
শ্রেষ্ঠ সম্পদ ;
বৈধ বিবাহ-বন্ধনকে
শিথিল ক'রে দিয়ে
স্ত্রী-পুরুষকে বিচ্ছিন্ন
বিলোল চলৎশীল ক'রে
শুধু কর আহরণ দ্বারা
দেশের ঐশ্বর্য্য বাড়ানো
তা'র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়কো ;
বরং প্রতিপ্রত্যেককে কৃতবিদ্য ক'রে
স্বস্থ ও সৎ-সম্বর্দ্ধনায়
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলে

একটা পারস্পরিক অচ্যুত প্রীতিবন্ধনে
চর্য্যাশীল ক'রে
অযুত ব্যক্তিকে একায়িত ক'রে
অপ্রমেয় শক্তিসম্পন্ন ক'রে তোলাই
রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য,—
আর সম্পদও তা'ই । ৮৭৭৪ ।
১।৪।১৯৫৮, বিকাল ৫টা

যা' যেমন ক'রে
ধারণে, পালনে, পোষণে
পরিপুষ্ট হ'য়ে
স্বভাবে সংস্থিতি লাভ করেছে—
যে যে গুণে অন্বিত হ'য়ে,—
তাই তো তা'র ধর্ম্ম । ৮৭৭৫ ।
৩।৪।১৯৫৮, বিকাল ৫-৩০

কাউকে যদি আশ্রয় দাও,
ভরসা দাও,
তা'র দায়িত্ব গ্রহণ কর,
তা'কে দেখেশুনেই তা' ক'রো—
অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে,
শুভ-সম্পাদনী কৃতি নিয়ে;
যা'তে তোমাকে দিয়ে সে কৃতার্থ হয়—
সব দিক দিয়ে,—
তা'ই করাই কিন্তু তোমার
বিশ্বস্ততার অর্থ ;
যদি তা'কে ব্যর্থ কর,
ব্যর্থ হবে তুমিও । ৮৭৭৬ ।
৪।৪।১৯৫৮, বিকাল ৪টা

অন্যকে তা'র অবস্থানুযায়ী
না বিবেচনা ক'রেই
বা না জেনেশুনেই
নিন্দা করে তা'রাই,
যাদের অন্তঃস্থ হীনম্মন্যতা
কলঙ্কের ক্রীড়নক হ'য়ে
বসবাস ক'রে থাকে ;
তাই, অন্যের প্রশংসা ক'রে
তা'রা তৃপ্তি পায় না,
ভেবেচিন্তে দেখবার আগেই
কা'রও সুখ্যাতি শুনলেই
জানুক বা না-জানুক
জানার ভাঁওতায়
তা'র নিন্দা না ক'রেই পারে না ;
ঐ কুৎসিতের প্রলেপ দিয়ে
অন্যের খ্যাতির হাত হ'তে
নিজেকে সামাল ক'রে রাখে ;
ঐ রকম দেখলেই
বুঝে নিও অমনতর,
আর, হৃদ্য শৌর্য্যে
অসৎ-নিরোধী তর্পণার সহিত
সাত্বত অনুধায়না নিয়ে
যেমন ক'রে চলতে হয় চ'লো। ৮৭৭৭।
৪।৪।১৯৫৮, রাত ৮-২০

ন্যায়, যুক্তিতর্ক,
তা' স্বপক্ষেই হো'ক,
বিপক্ষেই হো'ক
বা নিরপেক্ষই হো'ক,
তার বাস্তব ব্যবস্থিত অনুচলন
যদি সত্তাকে সার্থক ক'রে না তোলে,

তা' কি আমাদের জীবনের পক্ষে
অর্থপূর্ণ হ'য়ে ওঠে ?
তা' যখন আমাদের সত্তাকে
বিধ্বস্ত ক'রে তোলে,—
তা' কি আমাদের কাছে
অর্থপূর্ণ হ'য়ে ওঠে ?
প্রবৃত্তি-প্ররোচনার
লোলুপ সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে
তা' যখন আমাদের সত্তাকে
বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে,—
তা' কি আমাদের কাছে
অর্থপূর্ণ হ'য়ে ওঠে,
না, তা' গ্রহণীয় ?
জীবনকে অস্বীকার ক'রে
মরণকে প্রতিষ্ঠা করে যখন,—
তা' কি অর্থপূর্ণ হ'য়ে ওঠে,
না তা' অনুসরণীয় ?
তাই বলি—
যা' আমাদের যতখানি সত্তাপোষণী,
সাত্বত ব্যবস্থিতির অনুকূল,
তা' আমাদের
গ্রহণীয় ও পালনীয় ততটুকু,
বরণীয়ও ততখানি ;
আর, আমাদের বাস্তব বোধ, বিজ্ঞান ও ব্যবস্থিতি
যখন আমাদের অস্তিত্বকে
প্রতিষ্ঠা করে,
পরিবর্দ্ধিত করে,
জ্ঞান ও জীবন-অনুচর্য্যা যখন
চৌকষভাবে ঐ অস্তিত্বের পালক
ও পরিপোষক হ'য়ে ওঠে,
আয়ু, বল ও বীর্য্যের

অধিকারী ক'রে তোলে—
সত্তাবিরুদ্ধ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে,—
তা'ই কিন্তু আমাদের পক্ষে
সাত্বত, জীবনীয়,
ও অনুসরণীয়ও তা'ই ;
যদিও মৃত্যু আমাদের জীবনকে
কঠোরভাবে অনুসরণ করছে,
তা'কে অপসারিত ক'রে
যতখানি চলতে পারব,
কৃতবিদ্যও হব আমরা ততখানি ;
আমরা থাকতে চাই,
মুছে যেতে চাই না,
ধর্ম্ম অর্থাৎ
ধারণ-পালন-পোষণী বাস্তব পরিচর্য্যা
তাই নিতান্তই শ্রেয় হ'য়ে রয়েছে
অস্তিত্বের পথে,
জীবনের পথে,
সম্বর্দ্ধনার পথে । ৮৭৭৮ ।
৫।৪।১৯৫৮, সকাল ৭-৩০

মানুষের যদি
তোষণ, পোষণ ও নিয়ন্ত্রণের
কোন কেন্দ্র না থাকে,
শ্রদ্ধা ও স্নেহ-অভিষিক্ত
হ'য়ে চলে যা'র প্রতি—
নিরবচ্ছিন্নতা নিয়ে,—
এমনতর কেউ যদি না থাকে তার,
শাসন তা'কে কতটুকু সংযত করতে পারে ?
ভয় তা'কে কৃতি-সন্দীপ্ত
ক'রে তুলতে পারে কতখানি ?
তাতে প্রায়ই তার জীবনাগ্রহ

কৌটিল্যদক্ষ হ'য়ে
ব্যতিক্রমী বা ব্যত্যয়ী চলনার পথে
কলঙ্কের ভিতরে
গা ঢাকা দিয়ে
কোনপ্রকারে আত্মরক্ষার পথই
খুঁজে বেড়ায়—
প্রবৃত্তি-চাহিদার ক্রূর নিষ্কাশনে
সবাইকে মোচড় দিয়ে
নিজের চাহিদার ইন্ধন
আদায় করতে করতে ;
তাই, শ্রদ্ধা ও স্নেহ-অভিষিক্ত হ'য়ে
সুকৃতিপরায়ণ হওয়াই হ'চ্ছে
সমীচীন পন্থা,
যা' অস্তিত্বকে উৎকর্ষের পথে
ক্রম-পরিচর্য্যায়
পরিস্রুত করতে করতে নিয়ে যায়—
কৃষ্টির উৎকর্ষ-নন্দনার
পারিজাত উপভোগ-লিপ্সাকে
উদ্যম-অভিসারী ক'রে। ৮৭৭৯।
৫।৪।১৯৫৮, সকাল ৯-৪০

ইষ্ট বা আচার্য্য-অভিনিবেশ নিয়ে
আগ্রহশীল অনুরাগের সহিত
তোমার অন্তঃকরণকে মন্থন ক'রে,
অর্থাৎ তোমার চিন্তা, চাহিদা ও চলনগুলিকে
আলোড়ন-বিলোড়ন ক'রে
সাত্বত সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
উপনীত হ'য়ে,

সব দিক দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে
ইষ্টনিষ্ঠ, উদ্যমী, আগ্রহান্বিত

কৃতিচলনশীল হ'য়ে ওঠ—
নিদেশবাহিতার ঐশ্বর্য্যকে
আহরণ ক'রে,
নিষ্পাদনী উদাত্ত আগ্রহকে
নৈবেদ্য ক'রে অচ্যুতভাবে ;
এইটুকু হ'তে যতখানি বিলম্ব,
ব্যক্তিত্বের কৃতিসন্দীপনার
চারিত্রিক বিভব নিয়ে,—
উৎসারণ-আরম্ভে
বিলম্বও ততখানি ;
আর, ঐ প্রবৃত্তি
যখন তোমার প্রকৃতিকে
উদ্‌যুক্ত উদ্যমে
উচ্ছল ক'রে তুলতে থাকবে,—
তোমার তাপস কৃতিসন্দীপনাও
সাধু মহিমায়
নিষ্পাদনমুখর হ'য়ে
বিভূতিপ্রভাব বিকিরণ করতে থাকবে
তখন থেকেই—
চ্যুতিহীন তৎপরতায়,
সিদ্ধি ততই সার্থকতা লাভ করতে থাকবে । ৮৭৮০ ।
৬।৪।১৯৫৮, রাত ৮-২০

তোমার প্রেষ্ঠকে বাস্তবভাবে
যদি কেউ ভালবাসে,—
তবে তার চরিত্রে
অন্ততঃ এ কয়টি লক্ষণ
থাকবেই কি থাকবে—
অচ্ছেদ্যভাবে,
সুসন্ধিৎসা নিয়ে ঃ—
অচ্যুত প্রেষ্ঠনিষ্ঠা,

ইষ্টার্থ-অভিনিবেশী
স্বতঃস্ফূর্ত্ত উদ্যম,
প্রেষ্ঠকে দেবার আগ্রহ,
স্বতঃ-সন্দীপ্ত সমীচীন প্রশংসা,
প্রেষ্ঠ-অভিপ্রায় অনুসারী
অনুচলন, আত্মনিয়মন
ও তঁন্নিদেশবাহিতাকে প্রথম ও প্রধান ক'রে চলা
এবং অসৎ-নিরোধী পরাক্রম ;
এই ক'টা দেখে ঠিক ক'রে নিও—
কার প্রেষ্ঠনিষ্ঠা কতখানি
এবং তা'র সঙ্গে চ'লোও তেমনি—
উৎকর্ষী নিয়ন্ত্রণে। ৮৭৮১।
৭।৪।১৯৫৮, রাত ৭-১৫

তুমি শ্রেয়নিষ্ঠ হও—
অচ্যুত উদ্যমস্রোতা হ'য়ে,
তোমার কল্যাণ-পরিচর্য্যী কৃতিচলন
যেন এমনতর হয়,
যা'তে তা' করতে
যেখানে যেমনতর খরচের প্রয়োজন—
তা' স্বাস্থ্যে,
বোধ-অভিনিবেশে
ও বাস্তব পরিচর্য্যায়—
সেগুলির এমনতরই
সমীচীন নিয়ন্ত্রণ হয়,
যার ফলে, সব দিক দিয়েই
তুমি যেমনতর খরচ করছ,
সেগুলি গুণিত হ'য়ে
বাস্তব লাভে
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে—
অর্থান্বিত বিভব ও বিভূতির

উচ্ছল চলনে চলতে চলতে ;
এইটিই হ'চ্ছে নিদর্শন—
তোমার বাক্য, ব্যবহার ও কৃতিপরিচর্য্যা
আপ্যায়নায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
কেমনতর লাভপ্রসূ ক'রে তুলছে ;
এক কথায়, তোমার প্রত্যেকটি খরচ যেন
বাস্তব লাভে গুণিত হ'য়ে ওঠে—
সব দিক দিয়ে । ৮৭৮২ ।
৭।৪।১৯৫৮, রাত ৮-৫৫

যা'রা গণ দেখেছে,
জন দেখে নি—
বিহিত পরাক্রমী দৃষ্টি নিয়ে,—
তা'রা রাজনীতিদর্পী হ'তে পারে,
কিন্তু ব্যক্তিনীতিজ্ঞ নয় ;
তাই, ব্যক্তি কি ক'রে উন্নত হয়—
উদ্যুক্ত উদ্যমে,
জননে, জীবনে,
তা' তা'রা বোঝেও না,
জানেও না ;
আর, যা'রা গণ ও জন-বৈশিষ্ট্যকে জানে—
তা'রা ঐ বৈশিষ্ট্য-অধিষ্ঠিত জনকে
কেমন ক'রে
কোন্ পথে পরিচালিত করলে
তা'রা জীবনে-জননে
উৎকর্ষ-অভিনিষ্যন্দী হ'য়ে ওঠে,
তা'ও জানে
এবং বাস্তবায়িতও ক'রে তুলতে পারে তা' ;
তথাকথিত নেতা যা'রা,—
তা'রা গণের আদরণীয় হ'তে চায়,

কিন্তু জনের তোয়াক্কা রাখে কমই,—
আর, তা'র অবসরও কম তাদের ;
গণ-নেতৃত্বের মোহই তাদিগকে
উৎকর্ষী চলন হ'তে
বিভ্রান্ত ক'রে তোলে,
তাদের বিশ্বপ্রেম
ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে ছাপিয়ে
উদ্‌ভ্রান্ত অনুরঞ্জনায় চ'লে থাকে—
প্রবৃত্তিলালিম লোলুপতার
আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে,
তা'রা জমির উৎকর্ষ দেখতে পারে,
কিন্তু জনন ও জীবনের উৎকর্ষ
কি ক'রে হয়,
তা' বুঝতে পারে কিনা জানি না । ৮৭৮৩ ।
৮।৪।১৯৫৮, বেলা ১০-৩০

শোন রাজনৈতিক তাপস !
তোমাকে গণপরিচর্য্যা করতে হ'লেই
জন ও জনন-পরিচর্য্যা করতেই হবে,
বৈশিষ্ট্যকে জানতে হ'লে
ব্যষ্টিকে জানতেই হবে,
আর, এই ব্যষ্টিকে জেনে
সাত্বত অভিনিবেশের সহিত
কি ক'রে গণচর্য্যা করলে
প্রতিটি ব্যষ্টি
উৎকর্ষে উৎকীর্ণ হ'য়ে ওঠে,
কুশল ধীর সহিত
পর্য্যবেক্ষণী পরিচর্য্যায়
তা' অধিগত করতেই হবে—
জটিল যা'-কিছুকে সরল ক'রে
সাধারণের উপযোগী ক'রে ;

শুধু গণপ্রেমিক হ'লেই চলবে না,
জনপ্রেমিক হ'তে হবে,
জনন সম্বন্ধে অবহিত হ'তে হবে,
আর, এই গণ, জন ও জননের সার্থকতায়
প্রতিটি ব্যষ্টি
যাতে উৎকর্ষে উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
কৃতী হ'য়ে ওঠে,
বিধানের সুবিধায়নায়
সেগুলিকে বিনায়িত ক'রে
তেমনতরভাবেই
লোকনিয়মন করতে হবে,
শিখতে হতে তা'—হাতেকলমে ;
তা' যদি না পার,
সর্ব্বনাশা অবদান তোমার
গণজীবনকে ব্যাহত ক'রে তুলবে—
তাদের প্রতি
তোমার শুভ ইচ্ছা থাক্ বা না থাক্ ;
যা'রা ব্যষ্টিপ্রেমকে উপেক্ষা ক'রে
বিশ্বপ্রেমের দোহাই দিয়ে চলে,
জীবন ও জননকে উপেক্ষা ক'রে চলে,—
তাদের চাইতে মূঢ় আর কে ?
গণ-প্রেমই বল,
বিশ্বপ্রেমই বল,
তা' জীবন ও জননকে বাদ দিয়ে নয়কো,
যেখানে বাদ,
তা' প্রীতির ভাঁওতামাত্র,
পদলালসার কৌশলমাত্র ;
তাই, গণ-পরিচর্য্যা করতে হ'লেই
গণধর্ম্ম ও ব্যক্তিধর্ম্ম
যা'-কিছুকে জেনে
আচরণ ক'রে

প্রকৃতিকে পরিমার্জ্জিত ক'রে
তা'দিগকে কৃষ্টির অবগাহনায়
স্নাতক ক'রে তুলতে হবে,
যা'তে বিদ্যমানতার যা'-কিছু মরকোচ
অর্থাৎ অস্তিবৃদ্ধির মরকোচ
জেনে
তদ্-আচরণে
আচার্য্য-অভিনিবেশে
তা'রা উন্নীত হ'য়ে উঠতে পারে,
আবার, নিজে বিশিষ্ট, বিকেন্দ্রিক না হ'য়ে
খর চক্ষুতে
যা'-কিছু জীবনীয় সমস্যাকে দেখে
বিহিত বিনায়নায়
নিয়ন্ত্রিত করতে পারে,
যে-নিয়ন্ত্রণে প্রতিটি ব্যষ্টির অন্তঃকরণ
সৌষ্ঠব সম্বন্ধে
বিহিত বন্দনায়
শিষ্ট অনুশাসনে শোভিত হ'য়ে
তৃপ্তির আনন্দ-ভবনে
বসবাস করতে পারে ;

এই তো হ'চ্ছে—
রাজনীতি-তপস্যার বীজমন্ত্র ;
যদি সিদ্ধ হ'তে পার,—
দুনিয়াকে সিদ্ধকাম ক'রে তুলতে পারবে,
আর, যদি অভ্যস্ত না হ'য়ে
নেতা হ'য়ে ওঠ,
নিয়ন্তা হ'য়ে ওঠ,
সর্ব্বনাশে সবাইকে সমাহিত করবে,
তাতে আর সন্দেহ কী ?

যে-রাজনীতি প্রতিটি ব্যষ্টিকে
তা'র পরিস্থিতি নিয়ে

উৎকর্ষ-সন্দীপী না ক'রে তুলল,
সে-রাজনীতি
প্রবৃত্তিকে রঞ্জিত করা ছাড়া
কি সত্তাকে রঞ্জিত করতে পারে ?
ফল কথা, মূল ঠিক না ক'রে
সমস্ত দেশকে যদি
সৌধমণ্ডিত ক'রেই তোল,
স্বর্ণমোড়কে আবৃত ক'রেও তোল,—
তা'তে ব্যষ্টিজীবনের কিছু হবে না,
ক্রন্দনরত ব্যষ্টিজীবন
আপসোস-বিড়ম্বনায়
জাহান্নমের দিকে এগুতেই থাকবে ;
স্বাধীনতাই পরপদলেহিতার
কারণ হ'য়ে উঠবে,
ঐশ্বর্য্যই
দরিদ্রতা ও বিড়ম্বনার
ইন্ধন হ'য়ে উঠবে,
গর্ব্বপ্রসূ অস্মিতাই
আত্মবিক্রয় করার
আড়কাঠি হ'য়ে দাঁড়াবে । ৮৭৮৪ ।
৮।৪।১৯৫৮, বেলা ১১-৩০

যে-যেমনভাবে
যেমনতর আন্তরিকতা নিয়ে
যা'র অনুসরণ ও অনুশীলন করে,
উন্নতি বা অবনতিও তার হয় তেমনি ;
করাই পাওয়ার জননী । ৮৭৮৫ ।
৮।৪।১৯৫৮, রাত ১১-৩৮

নববর্ষ-উপলক্ষে
পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী

আজ বৈশাখের নব-আগমন,
বিশাখায় তপনের প্রথম পদক্ষেপ,
তাই, বাতাসের চৈতালী নর্ত্তন
তা'কে 'স্বাগতম্' ব'লে
অভ্যর্থনা করছে,
সবিতার প্রখর রশ্মি
সকলকে উদ্দীপিত ক'রে তুলছে ;
ঊষার কোমল অঙ্কে
বৈশাখের শুভ নব-আগমন-সঙ্গীত
খর বিকীরণায় উচ্ছল হ'য়ে
সন্তপ্ত ক'রে তুলে
উত্তেজিত ক'রে তুলে
উদাত্তের উদয়-আহ্বানে
সবাইকে ব'লে দিচ্ছে—
'জ্ব'লে ওঠ,
নেচে ওঠ,
অসৎ যা'-কিছুকে
ছারখার ক'রে দিয়ে
সাত্বত সংস্থিতির শুভ আহ্বানে
সবাই মাতোয়ারা হ'য়ে ওঠ,
কৃতি-উদ্যমে কৃতকৃতার্থ হ'য়ে ওঠ,
উচ্ছল আলোকে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠ,
সঙ্গীতশীল অমৃত গবেষণায়
সত্তার সংস্থিতিকে
চেতনস্মৃতির
নিটোল গতিসম্পন্ন ক'রে তোল,

চল,
ওঠ,
ব'সে থেকো না' ;
সময় চলে
আপনার মনে—
ভাসিয়ে দিয়ে সবাইকে
কর্ম্ম-আবর্ত্তনার
উচ্ছল আহবে,
আকর্ষণ-বিকর্ষণার
দুন্দুভি-নিনাদে
প্রত্যেককে প্রতিষ্ঠা করতে ;
এখনও যদি প্রতিষ্ঠা-উদ্যমে
না নেচে ওঠ,—
দিন চ'লে যাবে,
নিনড় অবসাদ-উন্মত্ত
দিবাস্বপ্নের মত
নিথর হ'য়ে ব'সে থাকবে,
ফল হবে নিষ্ফলার স্থবির আহ্বান ;
নিবিড় হৃদয়ের
সাত্বত আহ্বানে
সত্তা তোমাদের জেগে উঠুক,
নেচে উঠুক,
দুলে উঠুক,
ছান্দোগ্য সঙ্গীতে
সুসার হ'য়ে উঠুক—
উদাত্ত আহ্বানে
সুসন্ধিৎসু কৃতিচলনে
উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ;
বিপুল হ'য়ে ওঠ তোমরা প্রত্যেকে,
কল্যাণকলস্রোতা
তোমাদের উচ্ছল প্রভাব

সব যা'-কিছুকে
কল্যাণে উজ্জ্বল ক'রে তুলুক—
শুভপ্রভার প্রভাতী সঙ্গীতে ;
তাই আবার বলি—
ওঠ,
জাগ,
সন্দীপনার তূর্য্যধ্বনিতে
নিজেকে তূর্য্য ক'রে তোল—
ধুরন্ধর চক্রিকার
কীলককেন্দ্রিত
নিজের অস্তিত্বকে
অস্তিবৃদ্ধির উদ্‌ভাবনী
অনুপ্রাণতা-পরিস্রবা ক'রে,—
তবে তো শক্তি !
তবে তো স্বস্তি !
তবে তো শান্তি !
তবে তো অমৃত গবেষণার
গৌরব-লোলুপ
অভিনিষ্যন্দী অনুগমন !
তৃপ্তির সৌম্য প্রাণনা
সাম-ছন্দে
তবে তো তোমাদিগকে
আলোড়িত ক'রে তুলবে,—
বিলোড়িত ক'রে
যা'-কিছু অসৎকে নিরোধ ক'রে
উদ্দাম অভিসারে
চলৎশীল ক'রে তুলবে
অমৃতের পথে ;
তাই বলি,
আবার তাই বলি,
এখনও তাই বলি—

জাগ,
কৃতবীর্য্য হ'য়ে ওঠ,
উদ্দাম হ'য়ে ওঠ,
উচ্ছল উদ্দীপনায়
সবাইকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,
প্রাণবান ক'রে তোল—
প্রাণবন্ত আচারের পূর্ণ পরিক্রমায়,
সব যা'-কিছুর সাত্বত সন্ধি
তোমাদিগকে সন্ধিৎসার
আকুল উদ্যমে
উদ্যুক্ত ক'রে তুলুক ;
আপ্রাণ যুক্ত হ'য়ে ওঠ,
সেই অগ্নিমুখ আচার্য্যনিষ্ঠায়
তাঁতে সম্যকভাবে থাক ;
আর, ঐ থাকা,
ঐ চলা,
ঐ অনুসরণ ও অনুশীলন
তোমাদের ব্যক্তিত্বকে
চরিত্র-বিভবে উদ্‌ভাসিত ক'রে তুলুক ;
তোমরা সবাই
অযুত-আয়ু হ'য়ে
নীরোগ সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক—
সুদীর্ঘ জীবনে পদক্ষেপ করতে করতে,
পারস্পরিকতার শুভ বন্ধনে
প্রত্যেকে প্রত্যেকের মাঝে
সুবন্ধন লাভ ক'রে ;
সমস্ত বিপাক যা'-কিছুকে
অতিক্রম ক'রে
বিপুল বর্দ্ধনার প্লাবন সৃষ্টি ক'রে
অমৃত চলনে চলতে থাক ;
এই তো জীবন,

এই তো বৈশাখের অভ্যর্থনা,
এই তো বিশাখায় তপন-চলন ;
সুনন্দিত সৌষ্ঠব-সৌন্দর্য্যে
সামের উদাত্ত সঙ্গীতে
জীবনকে বিভোর ক'রে তুলে
ভরদুনিয়াকে বিভোর ক'রে তোল—
আনন্দের উচ্ছল কল্লোলে ;
আবার বলি—
তোমরা অযুত-আয়ু হও,
সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক,
কৃতি-অনুচর্য্যা
ও প্রীতি-অনুশীলন-সর্ব্বস্ব হ'য়ে
সাত্বত জীবনের অধিকারী হও,
সব বিড়ম্বনাকে নিরোধ ক'রে
ব্যত্যয়ী যা'-কিছুকে পিছিয়ে দিয়ে
এগিয়ে চল,
আরো এগিয়ে চল,
সিন্ধুরোলে সম্বর্দ্ধনাকে আবাহন কর ;
গর্জ্জে উঠুক
তোমার পূর্ব্বপুরুষের আশিস্-কণ্ঠ
গুরুগম্ভীর তানে—
মায়ের স্নেহ-নিকুণ
আবাহনার
উদ্দাম স্নেহসুন্দর
আলিঙ্গন-অভিসারে ;
এইতো আমার প্রার্থনা
পরমপিতার কাছে—
মঙ্গলই তোমাদের
অশন,—বসন,—আসন-অনুচলন-স্থণ্ডিল
হ'য়ে উঠুক,
কলস্রোতা কল্যাণের উপাসনায়

তোমাদের সত্তা কলকল নিনাদে
কূল ছাপিয়ে
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমে
অশেষ হ'য়ে উঠুক ;
আবার বলি—
তোমরা প্রতিপ্রত্যেকে
নীরোগ সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে
বেঁচে থাক—
তোমাদের পরিবার, পরিবেশ, পরিস্থিতির
সব যা'-কিছুকে নিয়ে
উচ্ছল উদাত্ত হ'য়ে
সাত্বত অভিসারে চলতে থাক ;
তোমার কৃতিচলন
সাত্বত দয়ায় অভিষিক্ত হ'য়ে
প্রকৃষ্ট গমনশীল প্রার্থনায়
পরিপুষ্টি লাভ করুক.
শান্তি, স্বস্তি, স্বধার
আশিস্-উচ্ছল অনুদীপনায়
প্রদীপ্ত হ'য়ে চলতে থাক। ৮৭৮৬।
৯।৪।১৯৫৮, সকাল ৭-২৫

প্রতিলোম-যৌন-সম্বন্ধ-লোলুপ,
প্রতিলোম-সম্বন্ধ সমর্থন করে—
এমনতর যে-কেউ হো'ক না কেন,
আর, সে যত বড়ই জ্ঞানদর্পী হো'ক না কেন,
তা'কে সন্দেহ ক'রো,
বিশ্বাস ক'রো না ;
ব্যতিক্রমী সংস্থিতি,
ব্যত্যয়ী অভিভূতি
বা জন্মসংস্কার

তা'র কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে—
একটু ভেবে নির্ণয় ক'রো । ৮৭৮৭ ।
৯।৪।১৯৫৮, রাত ১০-৫৫

পরিস্থিতির ভালমন্দ পরিচলনকে
আলোড়ন-বিলোড়ন ক'রে
সার্থক সঙ্গতিশীল সাত্বত পন্থায়
সাত্বিক মর্য্যাদায়
সন্দীপ্ত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
সাহিত্যের সমীচীন তাৎপর্য্য,
আর, তাইই হ'চ্ছে
জনগণের জীবনীয় সন্দীপনা । ৮৭৮৮ ।
১০।৪।১৯৫৮, বিকাল ৫-১০

নিষ্ঠা-নিটোল আগ্রহ-উদ্দ্যুক্ত
উদ্যমী অনুরাগ যার নাই—
সমস্ত সত্তাকে সম্মথিত ক'রে,—
তা'র কৃতিচলন,
প্রাজ্ঞ বোধনা,
প্রাকৃতিক পরিচর্য্যাও
নিখুঁত হ'য়ে চলতে পারে না,
তাই, তার কৃতকৃতার্থতা
ব্যাহতই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ । ৮৭৮৯ ।
১০।৪।১৯৫৮, বিকাল ৫-৩৮

যখন যে-কোন অবস্থা বা কারণেই হো'ক না—
তোমার নিষ্ঠা
ছেদশীল হ'য়ে উঠল,—
তোমার প্রবৃত্তি-অভিভূতিও
তখন সেইখানে

তোমাকে ব্যাহত ক'রে
আত্মপ্রভাব বিস্তার ক'রে চলতে লাগল। ৮৭৯০।
১০।৪।১৯৫৮, বিকাল ৫-৫৫

ব্যক্তিত্বের নিষ্ঠা-উদ্দ্যুক্ত
ভাববিন্যাস
সক্রিয় অনুচলনশীল যা'র যেমনতর,—
প্রভাবও হ'য়ে থাকে তার তেমনি ;
বিশেষতঃ যা'র ভাব
নিষ্ঠা-উদ্দ্যুক্ত, উদ্যমশীল হ'য়ে
সাত্বত, সার্থক সঙ্গতিশীল
সক্রিয় অনুচলনে বিনায়িত,
তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবও
সাত্বত-সন্দীপী হ'য়ে
নিষ্ঠাদীপ্ত অনুচলন-স্রোতা হ'য়ে থাকে। ৮৭৯১।
১০।৪।১৯৫৮, রাত ৭-৩০

যা'রা পরিবেশের
প্রাজ্ঞপ্রতিম কটাক্ষে
বা সহানুভূতিসূচক ভাঁওতায়
নিজের সাত্বত কুলকৃষ্টিকে অবহেলা ক'রে
বা বিদ্রূপাত্মক অবজ্ঞায় তাচ্ছীল্য ক'রে
বিপরীত চলন-শীল হ'য়ে ওঠে,—
মনে রেখো—
তাদের ব্যক্তিগত কৃষ্টিদাঁড়া
নিতান্তই ভঙ্গুর,
পরপদলেহী উপহাসকেই
তা'রা গৌরবপ্রতিষ্ঠা ব'লে মনে করে,
ব্যত্যয়ী চলনে দ্বিধাশূন্য হ'য়ে
কুলকৃষ্টি-মাধুর্য্যকে

বা বিধৃতির আগ্রহ-উদ্যমকে
অবসাদগ্রস্তই ক'রে থাকে,
নষ্টামির ব্যাভিচারী গৌরবই
তাদের হৃদয়ের গুরু-আচরণ,
নিষ্ঠাহারা ছেদশীল ব্যক্তিত্বই
ঐ পরপদলেহিতার কুটিল বান্ধব। ৮৭৯২।
১১।৪।১৯৫৮, বেলা ১০-৫০

ভাল যা' তা'র কাছে
মধুময় হ'য়ে ওঠ,
বিষাক্ত যা' তাকে
মধুময় ক'রে তোল—
বিহিত নিরাকরণে,
কিন্তু বিষকে
আপাতমধুর ক'রে তুলো না,—
মানুষ ভুল ক'রে খেয়ে নষ্ট পাবে ;
আর, সত্তাধ্বংসী অসৎ যা', তাইই বিষ। ৮৭৯৩।
১৫।৪।১৯৫৮, সকাল ১০টা

শুভসঙ্কল্পী হও—
হৃদ্য রাগ-উদ্যমী দ্যোতনা নিয়ে ;
কৃতি-অনুশীলনে
ঐ সঙ্কল্পকে মূর্ত্ত ক'রে তোল,
পরিবেশ ও সহকর্ম্মীকে
ঐ হৃদ্য রাগ-উদ্যমী দ্যোতনায়
উদ্যুক্ত ক'রে তোল ;
তোমার আচার, ব্যবহার, কথাবার্ত্তা,
ভাবভঙ্গী যেন এমনতরই হয়
যাতে ঐ দ্যোতনায়
সবাই অনুপ্রাণিত হ'য়ে ওঠে—
অলঙ্ঘনীয় কৃতি-তৎপরতায়,

উদ্যম-অভিষিক্ত হ'য়ে,
তদনুদ্যোগে উদ্যুক্ত ক'রে তুলে
সবাইকে ;
আর, অমনি ক'রেই
তোমাকে কেন্দ্র ক'রে
সবাই ঐ উদ্যমে প্রভাবান্বিত হ'য়ে
ত্বরিত নিষ্পন্নতায়
ঐ সঙ্কল্পকে যেন মূর্ত্ত করে তোলে ;
তোমার কর্ম্ম,
তোমার কৃতি-সঙ্কল্প
অমনি ক'রেই
বাস্তবতায় সার্থক হ'য়ে উঠুক—
নিষ্পন্নতার মহামিলন-আলিঙ্গনে । ৮৭৯৪ ।
১৯।৪।১৯৫৮, বিকাল ৪-৩০

যত দিন তুমি আছ,
যা' যা' যেমন ক'রে
তোমার অস্তিত্বকে ধ'রে রাখে—
বাঁচা ও বাড়ার পথে,
বাস্তবে,
পালনে, পোষণে, পূরণে,—
তোমাকে তা'র পরিচর্য্যা করতেই হবে—
সাত্বত পরিবেষণায়,
থাকতে, বাঁচতে, বেড়ে চলতে ;
—আর, তাইই ধর্ম্ম-পরিচর্য্যা ;

নয়তো, ঐ থাকার ব্যতিক্রম,
ঐ অস্তিত্বের ব্যতিক্রম
তোমাকে কিন্তু
অনস্তিত্বের দিকেই নিয়ে যাবে :
এমনি কিন্তু সব যা'-কিছুরই,

প্রতিটি অস্তিত্বেরই,
প্রতিটি বস্তুরই । ৮৭৯৫ ।
১৯।৪।১৯৫৮, সকাল ৮-৫

তোমার প্রতিটি কথা,
চলন, পদক্ষেপ, ভাবভঙ্গী
যেন সুযুক্ত শৌর্য্য-সন্দীপ্ত,
উদ্যম-উদ্যুক্ত,
কৃতিবিভব-সম্পন্ন হ'য়ে চলে ;
তা' তোমাতে প্রভাবিত হ'য়ে
অন্যকেও যেন প্রভাবান্বিত ক'রে তোলে—
শুভ-সংকল্পী কৃতি-সমাধানে । ৮৭৯৬ ।
১৯।৪।১৯৫৮, বিকাল ৫টা

মনান্তর সৃষ্টি ক'রো না,
সাত্বত কৃষ্টি,
তা'র অনুশীলন ও অনুচর্য্যা নিয়ে চল,—
মন্বন্তর আসবে না । ৮৭৯৭ ।
২৩।৪।১৯৫৮, সকাল ৯-২২

নিষ্ঠা ও উদ্যমবিহীন কৃতিচলন
আড়ম্বর সৃষ্টি ক'রে থাকে,
কিন্তু নিষ্পাদন-বিমুখ হ'য়ে থাকে
প্রায়শঃ—
ব্যয়-বাহুল্যের আমদানী ক'রে ;
আড়ম্বর থাকলেও স্বল্পক্রিয়ই তা',
তাই কথায় বলে, 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' । ৮৭৯৮ ।
২৫।৪।১৯৫৮, বেলা ১০-৪৫

যে-বাদই হো'ক আর বিজ্ঞানই হো'ক,—
যা' ব্যষ্টি-অনুক্রমিক সমষ্টির

সাত্বত সম্বর্দ্ধনাকে
ব্যাহত ও ব্যভিচারদুষ্ট ক'রে
প্রবৃত্তি-প্ররোচনার ইন্ধন জুগিয়ে
তাদিগকে ধ্বংস-তীর্থ-যাত্রী ক'রে তোলে,—
তা' কিন্তু সর্ব্বনাশা ;
তা' শুধু সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকে না,
ক্রমশঃ তা'র বিষাক্ততা
দুষ্ট-সংক্রমণে
পরিধি বিস্তার করতে করতে
দুনিয়াটাকে
ঐ পথেরই পথিক ক'রে তোলে ;
তাই, তোমার বিচক্ষণ দৃষ্টি নিয়ে
বেশ ক'রে খতিয়ে দেখ—
ব্যষ্টি ও সমষ্টির শুভ-সংবর্দ্ধনী যা'
তা'ই গ্রহণ ক'রো,
চ'লোও তেমনি ;
প্রবৃত্তি-প্ররোচিত হ'য়ে
বর্ব্বর ব্যতিক্রমে
উদ্ধত মাতালের মত
সর্ব্বনাশের দিকে এগিয়ে যেও না,
বরং তা' নিরোধ ক'রো সর্ব্বতোভাবে,
তুমিও বাঁচবে ও বাঁচাবে সব্বাইকে । ৮৭৯৯ ।
২৫।৪।১৯৫৮, বিকাল ৪-২০

শব্দের ব্যবহার-বিপর্য্যয়ে
তা'র অর্থকে
বিকৃত ক'রে তুলতে যেও না,
পরিণাম হবে—
উত্তরকালে ঐ শব্দের অর্থ
বিকৃত চলনে চলতেই থাকবে,

বোধও হবে তদনুপাতিক । ৪৮০০ ।
২৬।৪।১৯৫৮, সকাল ৯টা

তুমি নিষ্ঠায় নিশ্চয় হও,
চলনে নিশ্চয় হও,
করণে নিশ্চয় হও,
বিবেচনায় ও বোধে নিশ্চয় হও—
সার্থক কুশলকৌশলী সঙ্গতিতে ;
এই চতুর্নিশ্চয় তোমাকে
চৌকষ-কর্ম্মা
ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বে অধিষ্ঠিত
ক'রে তুলবে তবে তো ! ৪৮০১ ।
২৭।৪।১৯৫৮, রাত ১০টা

তুমি লাখ উপদেশ দাও,—
কমই কা'রো কিছু হবে তা'তে,
কিন্তু তোমার চলা, বলা ও করার
সঙ্গতির ভিতর দিয়ে যা' করবে,
তা' অমনতর উপদেশের চাইতে
অনেক বেশী । ৪৮০২ ।
২৮।৪।১৯৫৮, বিকাল ৫টা

অনুরাগ-উদ্দীপনার সহিত
সেবা-সন্দীপনায়
অন্যের দুঃখ নিরাকরণ ক'রে
প্রস্বস্তির দিকে এগিয়ে যাওয়াই
ভজন,
আর, ইষ্টনিষ্ঠ অনুরাগ-উদ্দীপনা নিয়ে
সেবা-সন্দীপনায় আত্মনিয়োগ করাই
ভজন-তাৎপর্য্য—
যে-শিক্ষা

অন্যের দুঃখ নিরাকরণ করার বোধনাকে
বিশদভাবে
সঙ্গতিশীল অর্থে অন্বিত ক'রে
নিজের ও অন্যের
দুঃখ, কষ্ট ও অশান্তিকে
নিরাকৃত ক'রে তোলে,—
আর, এই হ'চ্ছে ভজন-রহস্য ;
আর, এই যাঁতে সংস্কারসিদ্ধ হ'য়ে
সঙ্গতিশীল চারিত্রিক অভিনিবেশে
প্রভাব সৃষ্টি ক'রে চলে,—
তিনিই হ'চ্ছেন মূর্ত্তিমান ভজমান,
অর্থাৎ ভগবান,
আর, তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী । ৪৮০৩ ।
২৮।৪।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৭টা

যাদের নিষ্ঠা-উদ্যুক্ত ক্ষেমবিভব
উৎসাহ-উদ্বুদ্ধ, উদ্যমী
কৃতিচলন-সন্দীপ্ত হ'য়ে
পরিবার ও পরিবেশে
প্রভাব বিস্তার করে না,
তাদের ব্যক্তিত্ব-বিভূতি
উদ্যম-উচ্ছলতায়
প্রভাবিত হ'য়ে থাকে কমই । ৪৮০৪ ।
২৯।৪।১৯৫৮, রাত ৭টা

যে-নবীন
প্রাচীনের বেদীমূলে
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে—
নিষ্ঠাপ্রবুদ্ধ শাসন-অনুনয়নে,
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়,—
সেই নবীনই কৃতবিদ্য,

তা'র প্রাজ্ঞ বিজ্ঞান
বিচ্ছিন্নতার ছন্ন তমসায়
ছন্নছাড়া হ'য়ে ওঠে না,
তা'র জীবন-আলো সুদূরপ্রসারী। ৪৮০৫।
২৯।৪।১৯৫৮, রাত ৮-২২

ব্যক্তি বা সমাজের সাত্বত বৈশিষ্ট্য
ব্যাহত করতে যেও না,
বরং ব্যবস্থিত ক'রে তোল,
নইলে, তুমিও ব্যবস্থ হ'তে পারবে না,
অন্যের ব্যবস্থিতিও ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে
তোমার পরিবার, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রকে
দুষ্ট ক'রে তুলবে। ৪৮০৬।
৩০।৪।১৯৫৮, রাত ১০-৩৫

একটা কিছু কর—
শুভ-সুন্দর উদ্যম-উৎসাহে,
সমীচীন চারিত্র্যে,
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নিষ্পন্নতায়;
আর, ঐ অভিনিদেশ নিয়ে
সব করণীয়ই
অমনিভাবে নিষ্পন্ন ক'রে চ'লো—
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
প্রেষ্ঠে আত্মনিয়োগ ক'রে;
দেখবে, তোমার বোধ, প্রীতি ও কৃতিত্ব
তোমাতে উচ্ছল হ'য়ে
অনেকের অন্তঃকরণেই
প্রভাব বিস্তার ক'রে চলতে থাকবে,
তুমি লোকের ঐশ্বর্য্য হ'য়ে উঠবে
এমনি ক'রে। ৪৮০৭।
১।৫।১৯৫৮, বেলা ১১-৩৫

অর্থের মাধ্যমে
কোথাও বন্ধুত্ব করতে নেই,
তাহ'লে ঐ অর্থ-প্রলোভনই
একদিন শত্রুতা সৃষ্টি ক'রে তুলবে ;
তার চাইতে প্রীতির মাধ্যমে
সাধ্যমত পরিচর্য্যা করাই ভাল—
স্বার্থপ্রত্যাশারহিত হ'য়ে ;
বরং তা' মানুষকে
কিছু-না-কিছু কৃতজ্ঞ ক'রে তোলে,
ঐ কৃতজ্ঞ অভিনিবেশই হয়তো একদিন
বন্ধুত্বকে দৃঢ় ক'রে তুলতে পারে—
প্যারস্পরিক অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে । ৮৮০৮ ।
২।৫।১৯৫৮, রাত ৮টা

অসার্থক অবাস্তব উদ্ভট যা'—
তা'র সঙ্গে বাস্তব সাত্বত সত্যের
আপোষরফা ক'রে
একটা খিচুড়ি পাকিয়ে ফেলো না,
বরং খুঁজেপেতে দেখো—
তার ভিতর সাত্বত কিছু পাও কিনা,
সত্য কিছু পাও কিনা,
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
বিনায়িত হ'য়ে আছে—
এমনতর বাস্তব কিছু পাও কিনা ;
নইলে, তোমাদের সাত্বত সমৃদ্ধি
ক্ষুণ্ণ হ'তেই থাকবে,
বিকৃত হ'তেই থাকবে ;
ঐ বিকৃত পরিচর্য্যা
সাত্বত, সত্য
ও শুদ্ধ বাস্তব যা'-কিছুকে
বৈকারিক বিনায়নায়

অধঃপাতের দিকেই নিতে থাকবে,
ফলে, সেগুলিকে হারাবে,
আর, প্রভুত্ব করতে থাকবে তোমাদের উপর
অবাস্তব যা'-কিছু,
সঙ্গতিহারা যা'-কিছু ;
তাই, সন্ধিৎসু অনুবেদনা নিয়ে
শ্রেয়কেন্দ্রিক যা',
শ্রেয়চলনের উদ্দীপক যা',
বাস্তব যা',
সত্য যা',
সেগুলিকে নির্দ্ধারণ করতে থাক ;
যেগুলি সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ,
সাত্বত,
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
সেগুলিকে সংগ্রহ ক'রে চল—
নিজেদের চলনাকে
ঐ চলনে প্রকৃত ক'রে,
ব্যক্তিগত চরিত্রকে
তা'তে অভিষিক্ত ক'রে তুলে ;
এই চলনই অমৃতপন্থী,
ঐ চরিত্র
অমর চর্য্যায়
তোমাদিগকে অমৃতযাত্রী ক'রে তুলবে ;
ফলে, ঠকার পাল্লা কমে গিয়ে
ঐশ্বর্য্যের বাস্তব বিভবপ্রতিভা
জীবন, জনন, জাতিকে
ক্রমশঃই ঐশ্বর্য্যবান ক'রে তুলে
সমৃদ্ধিশীল ক'রে তুলে
তোমাদিগকে দেবদ্যুতিতে
সমাসীন ক'রে রাখতে থাকবে—
ঐ অভিনিবেশী লক্ষ্মীমন্ত

কৃতিচলন-অধ্যুষিত ক'রে ;
আর, এই করতে গিয়ে
যে মহাপুরুষেরই দোহাই দাও না কেন,
মনে রেখো—
তিনি সাত্বত বাদ বা সাত্বত বিজ্ঞানের
পরিপোষক ও পরিবেষক যতখানি,—
অনুসরণীয়ও তিনি ততখানিই,
আবার, তোমার খেয়ালের সমর্থনে
মহাপুরুষকে ডেকে এনো না ;
বুঝে রেখো—
সাত্বত মানেই হ'চ্ছে—
অস্তিবৃদ্ধির আপূরক যা',
বাস্তবতার পরিপোষক যা',
স্বস্তি-সম্বৃদ্ধির পরিপোষক যা'—
তা' তোমার ও সবারই,
বৈশিষ্ট্য অনুক্রমে,
বিহিত নিয়ন্ত্রণে। ৪৮০৯।
৪।৫।১৯৫৮, রাত ৮-৩৫

যে দেয় বা দিয়ে থাকে,
তা'র বল বৃদ্ধি না ক'রে
তাকে যদি ভারাক্রান্ত ক'রে তোল,—
তাহ'লে কিন্তু তোমার পাওয়া
ক্রমশঃই শুকিয়ে উঠতে থাকবে,
বুঝে-সুঝে চ'লো। ৪৮১০।
৫।৫।১৯৫৮, বিকাল ৪-২০

যে যেমন সদ্বংশজাত,—
সমীচীন তাৎপর্য্য ও সঙ্গতিশীল অনুচলন নিয়ে
সে তেমন

সুসংস্কৃত আগ্রহ-উদ্যমী
সংস্কার নিয়ে জ'ন্মে থাকে ;
কিন্তু তাই ব'লে
সে যে অপকর্ম্ম করবে না,
কিংবা তাকে যে
সুসংস্কৃত ক'রে নিতে হবে না—
শিক্ষা-দীক্ষায়,
আচার-নিয়মে, পদ্ধতিতে,—
তা' নয় কিন্তু ;
তবে সে যতই অপকর্ম্ম করুক,
সৎ-সংস্রবে লহমায়
তা' পরিহার ক'রে চলতে পারে ;
আর, সব কিছুর ভিতর-দিয়ে
সে তা'র অভিজাত সংস্কারের
ইন্ধন সংগ্রহ ক'রে
উত্তরোত্তর একটা চৌকষ অধিগতি
লাভ ক'রেই চলতে থাকে—
অনুশীলন, কৃতি-উন্মাদনা
ও প্রাজ্ঞ অনুবেদনার
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
সেগুলিকে বিনায়িত করতে করতে ;
প্রাজ্ঞ চেতনার প্রজ্ঞা-দর্শন,
অনুচলন, অনুশীলন ও কৃতি-সম্বেগের ভিতর-দিয়ে
সে অমনতরই কৃতবিদ্য হ'য়ে ওঠে ;
এই হ'ল—
সহজাত সৎ-সংস্কার-সম্বুদ্ধ আগ্রহ-উদ্যম
ও তদনুগ শিক্ষার বিহিত তাৎপর্য্য ;
আর, সংস্কার যদি বিধ্বস্ত না হয়,
ব্যত্যয়ী ব্যাঘাতে বিশ্লিষ্ট না হয়,
তা' নষ্ট হয় কমই,
আর, উপযুক্ত আচার, আচরণ,

অনুশীলন ও কৃতিচলন থাকলে
তা' কমই শীর্ণ হ'তে থাকে,—
যতক্ষণ তা' ব্যত্যয়ী মিশ্রণে
সম্‌ক্লিষ্ট বা সম্পিষ্ট না হয় ;
তাই, সে যদি ক্ষুদ্রতরও হয়,
আচারদুষ্ট হ'তে হ'তে ক্লিষ্ট হ'য়ে ওঠে,—
উপযুক্ত পরিচর্য্যায়
আবার সে পুষ্ট হ'য়ে উঠতে পারে ;
কিন্তু জৈবী-সংস্থিতি
ব্যত্যয়ী ব্যভিচারদুষ্ট হ'লে
তা'র সম্বর্দ্ধনার আশা
নির্ম্মূল হয়ে থাকে। ৪৮১১।
৬।৫।১৯৫৮, সকাল ৯-২৫

যেখানে দেখবে—
কারও আন্দাজ বা ইঙ্গিত
বাস্তবতাকে অতিক্রম ক'রে
বা ক্ষুণ্ণ ক'রে
প্রকাশ ক'রে থাকে,
সেখানে বুঝে নিও—
তা'র বাস্তব দর্শন,
বোধায়িত বাক্-প্রকাশ,
চালচলন, আচার ও কথাবার্ত্তা
সবই ঐ ধাঁজকেই মেনে চলে ;
সে হাত নাড়লেই বুঝতে পারবে—
বাস্তবের সঙ্গে তার সঙ্গতি
কেমনতর কতটুকু আছে,
তা' বুঝলেই
তা'কে মেপে ফেলতে পারবে অমনতরভাবে,—
যদি সে তা'

অন্যপ্রকার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হ'য়ে না করে। ৪৮১২।

৬।৫।১৯৫৮, বেলা ১১-৩০

যদি অন্তরে উদ্যম
ও আগ্রহ-উদ্দীপনা থাকে,
অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
তাকে কাজে ফুটিয়ে তোল—
সমীচীন তৎপরতায়,
বিহিত ত্বরিত্যে ;
তবে তো আগ্রহ-উদ্যম
বোধ-বিকাশী হ'য়ে
তোমাকে কৃতকৃতার্থ ক'রে তুলবে !
তা' যদি না কর,
অন্তরেই তা' সুপ্ত হ'য়ে থাকবে,
ফল হবে—
তুমি যে তিমিরে,
সেই তিমিরে। ৪৮১৩।

৬।৫।১৯৫৮, রাত ১০-৩১

শুভ কিছু দেখলেই
বা শুনলেই
ফুল্ল হ'য়ে উঠো—
তা' তোমারই হো'ক
আর যা'রই হো'ক ;
আর, সঙ্গে-সঙ্গে
ব্যাপারের বিবরণ যা'-কিছুকে
সঙ্গতিশীল অর্থনায় মিলিয়ে দেখো—
যা' শুনলে বা দেখলে
তা' আশু শুভ
না স্থির শুভ,
না তা' পরিণামে অকল্যাণপ্রসূ হ'তে পারে ;

তা' বিবেচনা ক'রে,
অশুভ যদি কিছু থাকে,
তা' নিরোধ করতে চেষ্টা কর,
শুভ যদি কিছু থাকে,
তা'র ইন্ধন জুগিয়ে
প্রভান্বিত ক'রে তোল—
স্থির অনুচলন-সন্দীপ্ত ক'রে,
এমনি ক'রে
স্থির নন্দনাকে উপভোগ হয়। ৮৮১৪।
৬।৫।১৯৫৮, রাত ১০-৩৫

জীবন-স্থণ্ডিলকে যা'রা
প্রত্যাশার কুহক-পাল্লায় প'ড়ে
ফাঁকি দিয়ে চলে,
তা'রা কি কুহক-প্রত্যাশা-বিভোর হ'য়ে
নিজেরই বিধ্বস্তিকে
আলিঙ্গন ক'রে চলে না—
কামপ্রলুব্ধ কুক্কুরের মত ? ৮৮১৫।
৭।৫।১৯৫৮, বেলা ১০-৫৫

দুর্ব্বৃত্তই হো'ক
আর সুবৃত্তই হো'ক,
যা'র শ্রেয়শ্রদ্ধ নিষ্ঠা নাই,
শ্রেয়পরিচর্য্যী উদ্যম নাই,
জীবনে যা'র শ্রেয়-পরিচর্য্যা
আগ্রহ-উদ্দীপনায়
প্রথম ও প্রধান হ'য়ে ওঠে নি—
সক্রিয় কৃতি-অনুশীলনায়
আগ্রহদীপ্ত হ'য়ে,
—ভাল খাওয়া,
ভাল পরা,

ও লোক দেখানো ভদ্রতা নিয়ে
যে ব্যস্ত থাকে—
আত্মপ্রতিষ্ঠার গালবাজি নিয়ে,
অন্যকে হেয় ক'রে,
আত্মম্ভরী অনুচলনে,—
সে কিন্তু মোটের উপর
সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব নিয়ে বসবাস করে না ;
যত ভাবভঙ্গী করুক,
রকমসকমই করুক,
মহৎদের সঙ্গ যতই করুক,
স্বার্থসেবী
বা লোকদেখানো অনুচর্য্যা নিয়েই
তা' করে থাকে—
স্বার্থ ও উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে,—
যা'তে তা'র বাঞ্ছিত যা'
তাকে আয়ত্ত করতে পারে ;
তাই, তা'র সহজাত সংস্কার
ভাল নয়কো ;
সে অসতের ভিতর
সৎ খুঁজুক বা না খুঁজুক,
সৎ কিছুকে
অসৎ-ভরণী ক'রে
নিজের প্রবৃত্তির ইন্ধন জুগিয়ে থাকে ;
কিন্তু দুর্ব্বৃত্তই হো'ক
আর অসৎই হো'ক,
যে ঐ শ্রেয়-পরিচর্য্যী পরিবেদনাকে
অবহেলা করতে পারে না,
উদ্যম-উন্মাদনা নিয়ে
তদনুচলনী পরিচর্য্যায়
তাঁকে নন্দিত ক'রে তোলাই,
শুভে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলাই

মৌতাতী মৌজ যা'র,
হাজার কুৎসিতকর্ম্মাই হো'ক,
আর অসৎ-কর্ম্মাই হো'ক,
সে কিন্তু
সহজাত সংস্কারে ভালই ;
এমন দেখলে
তা'র আশা ছেড়ো না,
হয়তো একদিন
তুমি ও সে উভয়েই
তৃপ্তির আলিঙ্গন-উৎসারিত
হ'য়ে চলতে পার। ৮৮১৬।
৮।৫।১৯৫৮, সকাল ৯-৫২

কা'রও আশ্রিতজন যা'রা,
তাদের মধ্যে আবার স্ত্রীলোক—
বিশেষ ক'রে প্রাপ্তবয়স্ক যা'রা,
তাদিগকে
ঐ আশ্রয়দাতার মাধ্যমে না দিয়ে
যদি কোনরূপ পরবশতায়
কেউ সরাসরি কিছু দেয়
বা তাদের সাথে
অললভাবে মেলামেশা করে,
সেখানে উভয়কেই সন্দেহ ক'রো—
বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে,
ঐ দেওয়া-থোয়া, নেওয়া বা মেলামেশার সূত্রে
আপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে ;
আর, তা' যা'রা করে,
তাদের আন্তরিক উদ্দেশ্যও সন্দেহের,
এক-কথায়, তা'রা লোক ভাল কিনা চিন্তনীয়,
নিন্দিত চরিত্র
ডাইনী চাহনিতে

তাদিগকে অমনতর প্রলোভনে
প্রলুব্ধ ক'রে থাকে । ৮৪১৭ ।
৮।৫।১৯৫৮, রাত ৭-৩০

তোমার দুনিয়াটাকে
অর্থাৎ তোমার আশপাশকে
বেদনাপ্লুত ক'রে তুলো না,
বেদনাবিব্রত ক'রে তুলো না,—
তা'তে বেদনা পাবে কমই । ৮৪১৮ ।
৯।৫।১৯৫৮, সকাল ৭-৪০

তোমার সমস্ত করা,
সমস্ত বলা,
সমস্ত জীবন,
সমস্ত প্রচেষ্টা
সবগুলি যখন সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
পরমপুরুষে সার্থক হ'য়ে ওঠে,
অর্থবান হ'য়ে ওঠে,—
তা'র থেকে পুরুষার্থ আর কী আছে ?
তা'তে লাখ দুঃখের ভিতরও
জীবন আনন্দোচ্ছল হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ তো পরমানন্দ । ৮৪১৯ ।
৯।৫।১৯৫৮, সকাল ৮-২৫

তৃষ্ণা থেকে কর্ম্ম আসে,
কর্ম্মের ভিতর-দিয়েই
সত্তা নিজেকে উপভোগ করে,
আর, তাইই সাত্বত লীলা ;
কর্ম্মের নিবৃত্তি হয়
সমীচীন নিষ্পন্নতায়,

আর, কর্ম্মই হ'চ্ছে তৃষ্ণার তরঙ্গ—
প্রেরণা ;
যখন কর্ম্ম
সমীচীনভাবে নিষ্পাদন করি—
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়,
ইষ্টানুগ অনুনয়নে,
তখনই হয় মোক্ষ
অর্থাৎ ঐ তৃষ্ণার মোক্ষ,
মোক্ষ মানে সুনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিত্বের
প্রাজ্ঞ বোধনা। ৮-৮২০।
৯।৫।১৯৫৮, সকাল ৮-২৫

সাত্বত বর্দ্ধন-বিভব
যে-ব্যক্তিত্বের কানায়-কানায় ভরে আছে—
সক্রিয় তাৎপর্য্যে,
সঙ্গতিশীল অর্থনায়—
তিনিই ব্রহ্মা। ৮৮২১।
৯।৫।১৯৫৮, সকাল ৮-৪৫

শ্রেয়চর্য্যী প্রবোধনায় কর,
কৃতি-উন্মাদনায় উদ্যুক্ত হ'য়ে ওঠ—
স্বাস্থ্যকে সুপটু রেখে ;
শত নিরাশাও যেন
তোমার উদ্যমকে প্রতিহত করতে না পারে—
এমনতরই অবাধ কৃতিচলনশীল
হ'য়ে ওঠ,
আর, এই অবাধ উন্মাদনাকে
ইষ্টার্থ-পরিচর্য্যায়
অচ্যুত ক'রে তোল,
তোমার বাহির ও অন্তঃকরণ
এই সমবেদনার সাম্যচলনে

উচ্ছল হ'য়ে চলুক,
তুমি অজচ্ছল কৃতকর্ম্মা হ'য়ে ওঠ,
প্রতিটি মুহূর্ত্ত যেন
ইষ্টানুধ্যায়ী এই এমনতর কৃতি-অনুচলন
তোমাকে—
তোমার সত্তাকে
রণন-উচ্ছল ক'রে রাখে :
যাই কর আর তাই কর,
প্রথম ও প্রধান এই কর্ম্মপ্রাণতা ;
আর, সাত্বত স্থণ্ডিলে
ইষ্টার্থ-অনুনয়নী
মূর্ত্ত পুরুষোত্তমে
তোমার ঐ কর্ম্ম-অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে
ক্ষীরোদ-তরঙ্গে
তাঁকে নন্দিত ক'রে তোল ,
ঐ বটবর্ত্তন—
বাস্তব বর্ত্তন
তোমার অস্তিত্বের পাতায়-পাতায়
অনুলেপিত হ'য়ে চলুক ;
সহ্য, ধৈর্য্য, ও অধ্যবসায়ী অনুচলন
তোমার সাত্বত সুষুম্নায়
অতিশায়না লাভ করুক । ৮৮২২ ।
৯।৫।১৯৫৮, সকাল ১০-৫

বিশ্বের স্বতঃ-আবর্ত্তন
যতক্ষণ পর্য্যন্ত
না থেমে যাচ্ছে,
ততক্ষণ পর্য্যন্ত দুনিয়াটা
শ্রেণীবিহীন হওয়া
সম্ভব কিনা সন্দেহের । ৮৮২৩ ।
৯।৫।১৯৫৮, বিকাল ৪-২০

সাত্বত-প্রকৃতি-পরিচর্য্যী
বস্তুধর্ম্মের পরিপোষক যা'-কিছু,
সেইদিকেই তোমার অভিনিবেশ নিয়ে
চলতে থাক—
অচ্যুত-আগ্রহ-উদ্যম-উদ্‌যুক্ত হ'য়ে—
অকম্পিত ক্রমাগতি সহ,

আর, সংগ্রহ কর তা'ই—
সার্থক সঙ্গতিতে
বিনায়িত ক'রে—
সমীচীন ব্যবহারে,

অমনতর ক'রেই
উৎকর্ষের অনুচর্য্যা করতে থাক,
আর, তা'ই কিন্তু তোমার কাছে
বিধিবিনায়িত প্রকৃতির আশীর্ব্বাদ ;

ছন্ন মরীচিকাময় অজানা
অবিন্যস্ত জ্ঞানগৌরব
যা' তোমাকে পদমত্ত ক'রে
সর্ব্বনাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়,—
তা' কিন্তু ঐ প্রকৃতিরই অভিশাপ। ৮৮২৪।
১০।৫।১৯৫৮, বেলা ১০-৪৫

কুল ও কৃষ্টির সৌষ্ঠব যেমন,—
সহজাত সংস্কারও তেমনতর,

আবার, সংস্কার যেমনতর,—
সার্থক সঙ্গতিশীল বোধনাও তেমনতর,

অন্তর্নিহিত সংস্কারই
বোধি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আহরণ করে—
সঙ্গতিশীল অর্থনায় বিন্যাস ক'রে। ৮৮২৫।
১১।৫।১৯৫৮, সকাল ৯টা

পদমত্ত আত্মগৌরবই
পদের মর্য্যাদাকে ব্যাহত ক'রে
অমর্য্যাদায় বিপর্য্যস্ত ক'রে থাকে,
তাই, পদের চলন ও ওজন বজায় রেখে
সমীচীন নিষ্পাদন-তপা হ'য়ে
আদর্শনিষ্ঠ অনুপ্রাণনায়
যে পরিচালিত হ'য়ে থাকে,
তা'র ঐ কৃতিমর্য্যাদাই
স্বতঃ-আমন্ত্রণে
পদের অর্থবাহী ক'রে
তাতেই আসীন ক'রে তোলে তা'কে । ৮৮২৬ ।
১১।৫।১৯৫৮, সকাল ৯-৩০

তুমি তোমার পরিবেশ ও পরিস্থিতির
অনিয়মিত, অনিয়ন্ত্রিত
সমস্ত সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
সব যা'-কিছুর নিয়ন্ত্রণ-সংবেদনী চাতুর্য্যে
কার্য্যতঃ কৃতিচলনে
নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চল ;
আর, এই নিয়মনা
পারিবেশিক বিশৃঙ্খলাকে
ক্রমশঃ শৃঙ্খলায় বিনায়িত ক'রে
শ্রেয়ার্থ-অনুনয়নে
সার্থক হ'য়ে উঠুক,
আর, তাই হ'চ্ছে তোমার
শ্রেয়পূজার সার্থক অর্ঘ্যাঞ্জলি । ৮৮২৭ ।
১১।৫।১৯৫৮, রাত ৭-৩০

শ্রেয়কে নিয়ে যে থাকে,
তাঁর অনুচর্য্যা-প্রাণতা যা'র আছে,

তা'র অন্ততঃ
লোককে দোষদৃষ্টি নিয়ে দেখলে,
কথা বা ব্যবহারে তেমনতর করলে
চলবে না,
তাদের ভিতর গুণ যা' আছে
সেগুলির আদর ক'রে
দোষগুলির হৃদ্য নিরোধ করতে হবে,
বিহিত স্থানে
বিহিত ভাবে
কঠোরও হ'তে হবে,
তাতে নিজেকে লোকে কী কয়
বা কী দৃষ্টিতে দেখে—
ভাবলে চলবে না ;
দ্বিতীয়তঃ, সব সময়
সাত্বত জাগ্রতি,
সহজ সাত্বত আচার
নিয়ে তো চলতেই হবে,
আর, যা'-কিছু দেখা, শোনা
সবগুলির ভিতর-দিয়েই
ঐ সাত্বত অভিনিবেশ-সমর্থক
যা'-কিছু কুড়িয়ে নিয়ে
বিপরীত যা'-কিছু আছে
সেগুলি কী করলে
কখন কিভাবে
সাত্বত বৃদ্ধির কারণ হ'য়ে ওঠে,—
তা' দেখতে হবে,
আর, অচ্যুত ক্রমাগতি নিয়ে
ঐ আগ্রহ-উন্মাদনাকে
অচ্ছেদ্য ক'রে চলতে হবে,
সমস্ত দোষ ও গুণকে
অতিক্রম ক'রে

ঐ পরমগুণকে সুজাগ্রত আগ্রহে
অচ্যুত ক'রে রাখতে হবে ;
তৃতীয়তঃ, সব সময় হিসাব করতে হবে—
করণীয় কী আছে,
কী করা হয় নি,
আর, যথাসময়ে
কেনই বা করতে পারা যায় নি,
সেগুলিকে নিরাকরণ ক'রে
সেগুলির বিহিত কৃতি-সম্পাদনায়
নিজেকে খাড়া রাখতে হবে,
আর, মাঝে-মাঝে দেখতে হবে
সে নিজে কেমন,
তা'র দোষ-ত্রুটি, ভুল-ই বা কী,
আর, কীই বা তা'র জীবন-চলনার পথে
শুভপ্রসু,
বিবেচনা ক'রে বিহিত ব্যবস্থা করতে হবে—
মন্দকে নিরসন ক'রে,
ভাল যা'-কিছুকে উচ্ছল ক'রে—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ের
পরিপ্রেক্ষায় ;
এক-কথায়, কি ক'রে কী করতে হয়,
কী করার উত্তরে প্রকৃতি কী দেয়,
অর্থাৎ কি করলে কী পাওয়া যায়—
সেইটে ইয়াদে রেখে
শুভ যা'
সেইদিকে চলৎশীল থাকতে হবে ;
চতুর্থতঃ, তা'কে জীবনীয় চলনায় চ'লে
শ্রেয়-জীবনতপা হ'তে হবে—
ঐ তপশ্চর্য্যার ভিতর
সাধন-সন্দীপনা নিয়ে,
যে-সাধনার ভিতর দিয়ে

সে নিষ্পন্ন করতে পারে
করণীয় যা'-কিছুকে
সহজ ও সুন্দর-ভাবে,—
কথাবার্ত্তা, হাবভাব,
হাসি-ঠাট্টা, তামাসা,
আলাপ-প্রলাপ যা'-কিছুই করুক না কেন,
ঐ আগ্রহের আলোকে
সব কিছুতে
সতর্ক দৃষ্টি রেখে ;
যা'-কিছু ত্বরিত-সুন্দরে
যাতে নিষ্পন্ন করতে পারা যায়—
এমনি ক'রেই চলতে হবে,
অর্থ-অনটনের কথা ভেবে
মুহ্যমান না হ'য়ে
সমস্ত কথা, করা ও চলা
যা'-কিছুতেই
কৃতিসন্দীপী দক্ষ হ'য়ে উঠতে হবে,
যা'র ফলে
অর্থ, ঐশ্বর্য্য, অনুকম্পা
পরিবেশের প্রত্যেকের ভিতর থেকে ছুটে
প্রীতি-অর্ঘ্য হ'য়ে
তার কাছে এসে
আপনিই উপস্থিত হয় ;
এই হ'চ্ছে
চারটি টোটকা কথা—
যা' ভাষায় বললাম,
—এমন যদি কেউ পার,
শ্রেয়ের কাছে আস,
না পার,
বাজার গরম ক'রে
তোমারও লাভ নাই,

তাঁরও কিছু সুবিধা নাই। ৪৪২৮।
১১।৫।১৯৫৮, রাত ১০-৪৫

ভুলকে জিদ ক'রে
সমর্থন করতে যেও না,
তাহ'লেই কিন্তু ভ্রান্তিতেই
তোমার সমাধি অটল হ'য়ে উঠবে,
বরং বাস্তব যা',
সত্য যা',
সাত্বত পোষণ-বর্দ্ধনী যা',
তা'কে নির্ণয় কর,
নির্ণয় ক'রে
তা'র সমীচীন সাত্বত সংযোজনাকে
নিশ্চয় ক'রে তোল,
আর, তাতেই রাখ তোমার
অচ্যুত অটল সমর্থন,
তা'র সম্বর্দ্ধনী জিদ,
আরোতর বিন্যাসে
সাত্বত নির্দ্ধারণায়
যত পার তা' উচ্ছল ক'রে তোল,
আর, ঐ কিন্তু তোমার সাত্বত ঐশ্বর্য্য—
সম্বর্দ্ধনার সমীচীন ক্ষেত্র ও উপকরণ। ৪৪২৯।
১২।৫।১৯৫৮, সকাল ৮-৩০

তুমি যা' করবে—
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত অভিনিবেশ নিয়ে,
ক্রমাগতি-তৎপর হ'য়ে,
সমাধান-সন্দীপনায়,—
তাই কিন্তু
অভ্যাসে সলীল-স্রোতা হ'য়ে

তোমাতে স্বতঃ হ'য়ে উঠে
ক্রমে-ক্রমে
প্রকৃতির ভিতর-দিয়ে
তার তাৎপর্য্য
সংস্কৃত হ'য়ে
সময়ে তোমার সংস্কারে
সন্নিবেশিত হ'তে থাকবে,
আর, এই সন্নিবেশ
উপযুক্ত পরিণয়ে
সন্ততির ভিতর
প্রকট হ'তে থাকবে,
এমনি ক'রেই
মানুষ উৎকর্ষ বা অপকর্ষে
সংস্থ হ'তে থাকবে। ৪৮৩০।
১২।৫।১৯৫৮, রাত ৭-৩০

রক্ত-সংস্রব-বিহীন সদৃশ বংশে
পরিণীতা স্ত্রী
যদি স্বতঃ-সুনিষ্ঠ
স্বামী-অনুচর্য্যী
অভিপ্রায়-অনুসারী চলনসম্পন্না হয়,
সে স্বামী-সদৃশই হ'য়ে থাকে—
গুণ ও কর্ম্মে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ;
এমন-কি, সদ্বংশজাত
উপযুক্ত অনুলোম-স্ত্রীকেও
অমনতর অনুচলনে
বহুলাংশে তাদৃশই হ'তে দেখা যায়
অনেক স্থলে,
কিন্তু প্রতিলোম চির-ব্যত্যয়ী। ৪৮৩১।
১২।৫।১৯৫৮, রাত ৮টা

তুমি যদি
তোমার প্রেষ্ঠের বা আচার্য্যের
বলা, করা, চলা ও চাওয়াকে
আগ্রহ-উদ্যম নিয়ে
বিহিত ত্বরিতত্বে
সমীচীন সার্থক সঙ্গতিশীল বিন্যাসে
আয়ত্ত ক'রে
মূর্ত্ত করতে না পারলে তোমার ব্যক্তিত্বে,
তাঁর কৃতিকৌশলগুলিকে
তোমার বোধিতে
ও ব্যক্তিত্বের কানায়-কানায়
কুশল তৎপরতায়
ভরপুর ক'রে তুলতে না পারলে,
তাঁর অভিপ্রায়-অনুসারী চলন
যদি স্বতঃ হ'য়ে না উঠল তোমাতে,
তুমি লাখ তাঁর সঙ্গ কর না কেন,
তোমার নিজস্ব কিন্তু কিছু হ'ল না ;
আর, সব দিক দিয়ে হওয়াটাই কিন্তু
সিদ্ধি,
আর, সিদ্ধির অর্থই হ'চ্ছেন তিনি—
তাঁকে তোমার ব্যক্তিত্বের কানায়-কানায়
আপূরিত ক'রে নেওয়া,
তোমার ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে
তাঁকে বিশেষিত ক'রে হ'য়ে ওঠা,
তাই, তিনিই সিদ্ধার্থ ;
তাই বলি—
বল, কর,
কানায়-নানায় হ'য়ে ওঠ তেমনি,
আর, ঐ হওয়াটা
প্রাপ্তির সবিতৃ-ঐশ্বর্য্যে
তোমাকে আলোকিত ক'রে তুলুক ;

ঐ তো হওয়া,
ঐ তো পাওয়া । ৮৮৩২ ।
১৩।৫।১৯৫৮, সকাল ৬-৪৫

কে কী চায়,
কী হ'লে সে খুশী হয়,
আর, তুমি সেগুলিকে
তোমার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে
ব্যতিক্রমদুষ্ট না হ'য়ে
কেমন ক'রে কতটুকু দিতে পার
বা করতে পার,
আর, অমনতর ক'রে
এই দেওয়া-নেওয়ার ভিতর-দিয়ে
কী কথায়
কী আচারে
কী চলনে
তোমার শুভ-সম্বেদনাকে
তার অন্তঃকরণে ঢুকিয়ে দিতে পার,
দেখে দেখে
শুনে শুনে
ক'রে ক'রে
এইগুলি বোধেতে এনে
তার প্রয়োজন-মাফিক পরিবেষণ কর—
সে তৃপ্ত হয় যাতে তেমনি ক'রে,
বাক্ ও কর্ম্মের পরিচর্য্যায়,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে,
তা'তে তুমিও সুখী হবে,
অন্যেও সুখী হবে,
লোকে তোমার বিরোধীও হবে কম ;
তাই বলে অসৎ যা'-কিছু
হৃদ্য আপ্যায়নায়

অনুকম্পী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তার নিরাকরণ করতেও
কসুর ক'রো না,
যেখানে যতটুকু হৃদ্য হ'তে হয়,—
তা' হবে,
যেখানে শক্ত হ'তে হয়, তা'ও হবে,
কিন্তু ঐ শক্ত ব্যবহারের ভিতরেও যেন
তোমার অনুকম্পার প্রকাশ
এমনতর থাকে,
যা'তে সে বুঝতে পারে—
তুমি তা'র প্রতি অনুকম্পাশীল ;
বুঝে, ক'রে, চ'লে
যদি এমনতর রকমটাকে ধ'রে রাখতে পার—
পরিবেশের ধৃতি-সম্বেদনা-অনুকম্পী হ'য়ে,
অনেকেই তোমার ধৃতি-পরিচর্য্যায়
অনেকখানিই নিবিষ্ট হ'য়ে উঠবে,
তাদের তৃপণকর্ম্মা তোমাকে
অনেকেই চেষ্টা করবে পরিতৃপ্ত রাখতে । ৮৮৩৩ ।
১৩।৫।১৯৫৮, সকাল ৯টা

যাদের উদ্যম-পরিস্রবা
অভিনিবেশী সংকল্প নেই,
সময়োপযোগী কর্ম্ম-তৎপরতা নেই,
কথায়-কাজে মিতালি নেই,
যাদের বিচক্ষণতা চারিত্র্যের ধার ধারে না,
তাদের পাণ্ডিত্য যত বড়ই হো'ক না কেন,
সে পাণ্ডিত্যে
সাত্বত পৌরুষপূর্ণ শক্তিমত্তা নেই । ৮৮৩৪ ।
১৩।৫।১৯৫৮, বিকাল ৪-৩০

যাদের পৌরুষ
উদ্যম-অভিনিবেশী পূরণপ্রবণ নয়,
বিনয়াবনত নয়,
অভিমান-ধুক্ষিত,
তা'রা সাধারণতঃ
সৌজন্যহারা অবিবেকীই হ'য়ে থাকে । ৮৮৩৫ ।
১৩।৫।১৯৫৮, বিকাল ৪-৪৫

নিষ্ঠানন্দিত উদ্যম-অভিষিক্ত হ'য়ে চল,
অক্লান্তকর্ম্মা হও—
সমীচীন ত্বরিত্যে
সুনিষ্পাদন-তৎপর হ'য়ে,
স্বাস্থ্যকেও ঐ অনুচলনের
অভিযাত্রী ক'রে তোল—
স্বস্তিসুন্দর অনুনয়নে,
আর, ঐ স্বস্তি
শুভসুন্দর হিতকর
কৃতকর্ম্মা অনুচর্য্যায়
উদ্বুদ্ধ উদ্যম-আন্দোলিত
হ'য়ে চলুক তোমাতে—
কুশলকৌশলী বোধি
ও প্রস্তুতির উপকরণ-উল্লসিত হ'য়ে ;
মনে রেখো—
কর্ম্মসমাপন ও পুনরায় কর্ম্মারম্ভের
মাঝখানের সময়টুকুই তোমার বিশ্রাম,
আর, শরীরকেও প্রস্তুত রেখো তেমন । ৮৮৩৬ ।
১৩।৫।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৬-১৫

তোমার ব্যক্তিত্বের আওতায়
যে বা যা'রাই থাক্ না কেন,
প্রত্যেকের প্রতি নজর রেখো—

মায় তা'র চলা-বলা, কাজ-কর্ম্ম,
রকম-সকম, ভাবভঙ্গী ইত্যাদি
যা'-কিছুর প্রতি ;
হয়তো একজনের কাজকর্ম্ম বেশ ভালই,—
কিন্তু রকম-সকম, বাক্-ব্যবহার
নির্দ্দোষতার ছদ্মবেশে
বাস্তবে অশোভন ও দোষাবহ,—
এমনতর দেখলেই
তোমার দৃষ্টি আর একটু প্রখর ক'রে
নিজেও সাবধান থেকো,
অন্যকেও সাবধান ক'রো ;
অন্ততঃ যে অমনতর করে,
তা'কে সন্দেহ ক'রো,
সে হয়তো
ভবিষ্যৎ কোন বিপাক-বিড়ম্বনার
সৃষ্টি বা আমদানী করতে
সুরু করেছে ;
তাই, কটু বা অশিষ্ট অনুচলন দেখলেই
তৎক্ষণাৎ সেটা নিরোধ করতে
চেষ্টা ক'রো
বা নিরোধ ক'রো,
আবার, সেই নিরোধ যেন
প্রত্যেকের পক্ষেই
প্রস্বস্তির কারণ হ'য়ে ওঠে,
সবাই সতর্ক ও সাবধান হ'য়ে ওঠে;
যতক্ষণ হাতেকলমে কিছু না পাচ্ছ,
ততক্ষণ পর্য্যন্ত এমনতর দোষারোপ ক'রো না—
যে-দোষারোপ
তোমার পক্ষেই অশোভন হ'য়ে ওঠে ;
অশোভন অনুচলন
অনেককেই দুষ্ট ও অশোভন ক'রে তোলে,

মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে
তার দ্বারা অনুভাবিত
কিছু-না-কিছু হ'য়ে ওঠে ;
তাই বলি, সাবধান হ'তে
বা সাবধান করতে
কসুর ক'রো না,—
যদি তোমার বা অন্যের বিপাক
এড়াতে চাও সহজে—
সমীচীন অনুশাসনে,
সাম্য-তৎপরতায় । ৪৮৩৭ ।
১৫।৫।১৯৫৮, রাত ৭-১০

তোমার পূজায়
অর্থাৎ সম্বর্দ্ধনী পরিচর্য্যায়
কেউ যদি উল্লসিত হ'য়ে ওঠে,
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে,
হৃষ্ট অনুকম্পী হ'য়ে ওঠে,
তোমার পূজা তো তখনই সার্থক ;
আর, ঐ পূজা ক'রে
তোমার অন্তরে
ঐ হৃষ্ট করবার,
সম্বর্দ্ধিত করবার
কুশল পরিচর্য্যার
যে-বোধ
উৎকর্ষিত হ'য়ে উঠেছে,
সেই উৎকর্ষণ-অভিনিবেশ
তোমার সত্তাকেও
অমনতর ক'রে তুলতে থাকে,
তা'র ফলেই
তোমার আচরণ, বাক্য, ব্যবহার
সব যা'-কিছুর মধ্যে

ঐ পূজা-পদ্ধতি জাগ্রত হ'য়ে ওঠে,
আর, অমনি ক'রে তুমিও লাভবান হ'য়ে ওঠ,
আর, ঐ তো পূজার আশীর্ব্বাদ—
যা' দেওয়া-নেওয়ার অনুশাসন-বিনায়নে
তোমাতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—
কুশলকৌশলে । ৪৪৩৪ ।
১৬।৫।১৯৫৪, রাত ৭-৪০

যখন যে-কাজেই ব্রতী হও না কেন,
প্রেষ্ঠনিষ্ঠার স্থাণুবিন্দুকে
কেন্দ্র ক'রে
তোমার চেতন প্রভাব যেন
সব দিকেই ছড়িয়ে পড়ে,
আর, ঐ চেতনদীপনা
স্মৃতিকে সচেতন রেখে
সব কিছুকেই
বিহিত বিচর্চ্চায়
সন্ধিৎসু বোধনায়
পুঙখানুপুঙখ-রূপে
দেখেশুনে নেয়,
আবার, তোমার করণীয়, অকরণীয়
যেগুলি আছে—
দেখেশুনে
করণীয়গুলিকে
অন্বিত অর্থনায়
এমনতরভাবে নিষ্পন্ন করে—
ত্বারিত্যের চতুর কৌশলে,
যা'তে সেগুলি অকাট্য হ'য়ে ওঠে,
যা'ই কর না কেন,
এমনতর চেতন চক্ষু নিয়েই ক'রো—

শুভ নিষ্পাদনে সব যা'-কিছুকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে । ৪৮৩৯ ।
১৬।৫।১৯৫৮, রাত ১০টা

প্রণতি,
অনুচর্য্যা,
সক্রিয় সংকল্পী আত্মোৎসর্জ্জনা—
এই কয়টিই হ'চ্ছে
শ্রদ্ধার প্রথম পদক্ষেপ,
যা' সাত্বত-সংরক্ষায়
ক্রমশঃই উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে । ৪৮৪০ ।
১৭।৫।১৯৫৮, রাত ১০-৩৫

তোমার অন্তঃস্থিত নিষ্ঠা-উচ্ছল
বিভব-বিভাবনা যদি
স্থাণু-দ্যোতনায়
কম্বু কম্পনে
ভাব, বোধ ও চাহিদার
দ্যোতন-সঙ্গতিতে
ধ্বনন-ঝঙ্কারে
সুযুক্ত সৌম্য-সমীক্ষু প্রস্রবণে
তোমার প্রিয়পরমের
কৃতি-ঐশ্বর্য্যকে
যাজন-প্রতিষ্ঠায়
সুপ্রতিষ্ঠ ক'রে তুলতে না পারল,
তবে তোমার হৃদয়-ভাণ্ডার
তখনও প্রীতি-উচ্ছল হ'য়ে ওঠে নি,
যুক্তির যোগ-ঐশ্বর্য্যে
তা' বিভাসিত নয়কো,
বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির শ্বেতদীপনা
তাকে আরতি-সন্দীপ্ত ক'রে তোলে নি,

আগ্রহ-আকুল পারগতা
উদ্যম-উদ্যুক্ত হ'য়ে
পরিবেশকে পরিপ্লাবিত ক'রে তোলে নি-কো,
প্রীতি তখনও
কৃতিমুখর সংকল্প-প্রভাবিত হ'য়ে ওঠে নি,
তুমি তখনও হয়তো
স্বার্থগৌরব-সমীক্ষু । ৪৮৪১ ।
১৮।৫।১৯৫৮, বেলা ১১-৩০

পরিমিত বৈধী যৌনচর্য্যা
মানুষের পক্ষে জীবনীয়ই হ'য়ে থাকে,
এর ব্যতিক্রম বিভ্রাটেরই অগ্রদূত । ৪৮৪২ ।
১৯।৫।১৯৫৮, বিকাল ৪-৪০

ভেবে সম্ভাব্যতা দেখলে
শোনা-কথা বা ব্যাপারে
'হ্যাঁ' ক'রো,
অর্থাৎ ব'লো—'হয়তো হ'তে পারে',
আবার, সম্ভাব্যতা না দেখলে
ব'লো—'ঠিক ব'লে মনে লাগে না',
কিন্তু যতক্ষণ না
তা' বাস্তব প্রত্যয়ে আসছে—
তা' দেখেই হো'ক
বা ক'রেই হো'ক,
তা'কে নজির ক'রে রেখো না,
তা'তে ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বেশী,
বিড়ম্বিত হওয়ার সম্ভাবনাও বেশী । ৪৮৪৩ ।
২১।৫।১৯৫৮, সকাল ৫-৪৫

তুমি যা'র কাছেই যাও না কেন—
আর, তা' যে-কাজেই হো'ক না কেন,

তোমার আচার, ব্যবহার, কথাবার্ত্তা
যেন এমনতর আপ্যায়ন-উদ্বুদ্ধ,
বন্দনাদীপ্ত, সুযুক্ত, সুধী, সৌম্য হয়,
যা'র ফলে
সে তৃপ্ত ও অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে
তোমার প্রতি স্বতঃই,
আর, তোমার আবেদন-মাফিক
যা' তা'র পক্ষে করা সম্ভব,
তা' করতে আগ্রহ-উৎসারণশীল হ'য়ে ওঠে,
এবং কিছু না করতে পারলেই
অন্তরে দুঃখিত হয়,
আর, ভবিষ্যতে
এমন আগ্রহ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে চলে
যা'তে
তুমি তৃপ্ত হও—
এমনতর কিছু করতে পারলে,
সে ধন্য মনে করে নিজেকে । ৮৮৪৪ ।
২১।৫।১৯৫৮, রাত ৮-৪৫

ভাবদীপনা নিয়ে
অন্তঃকরণকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলো—
সব দিক দিয়ে,
সর্ব্বতোভাবে ;
স্মরণ রেখো—
ইষ্টার্থ-আপূরণাই তোমার স্বার্থ,
ঐ ইষ্টার্থ-আপূরণই তোমার ঐশ্বর্য্য ;
ওর ব্যতিক্রম যা'-কিছু হো'ক,
তা' তোমার কিছু নয়,
তোমার স্বার্থও নয় ;
আর, ভাবদীপ্ত অনুপ্রাণনা নিয়ে
ইষ্ট-আপূরণী কর্ম্মেই ব্যাপৃত থেকো—

অসৎ-নিরোধী রুদ্রতপা অনুচলনে ;
এমনি ক'রেই তোমার স্বার্থচাহিদাকে
বদলে ফেল—
ইষ্টার্থ-অভিনিবেশ নিয়ে,
কৃতি-সম্বেগ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে,
অদৃষ্টও শুভ সম্বেগী হ'য়ে
তোমাতে আবির্ভূত হো'ক ;
ব্যাপ্তির বৈশিষ্ট্যশীল ক্রম-অন্বয়ে
বিশেষ হ'তে বিশেষে
তোমার ব্যক্তিত্ব
পরিব্যাপ্ত হ'য়ে উঠুক—
প্রাজ্ঞ বোধনায় । ৮৮৪৫ ।
২১।৫।১৯৫৮, সকাল ৯টা

জনন-দুষ্টি যেখানে—
বোধকেন্দ্রও অব্যবস্থিত সেখানে
প্রায়শঃ । ৮৮৪৬ ।
২২।৫।১৯৫৮, বিকাল ৪টা

অবিবেকী অনুচর্য্যা
অস্বস্তিরই
পোষাকী পাচক । ৮৮৪৭ ।
২২।৫।১৯৫৮, বিকাল ৪-২০

যে-প্ররোচনা
পরস্পর উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীরই
সাত্বত ক্ষতির আমদানী ক'রে থাকে,—
সে কি ধর্ম্মঘট
না অধর্ম্মঘট ? ৮৮৪৮ ।
২২।৫।১৯৫৮, বিকাল ৪-৪০

যেখানে কাম-কামনা,
স্বার্থ-সন্ধিৎসাও সেখানে তেমনি,
আর, আত্মগরিমাই তা'র বাহক ও পোষক,
তাই, শ্রদ্ধা বা অনাবিল প্রীতির অভাবও
সেখানে তেমনি । ৪৮৪৯ ।
২২।৫।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৬-১০

ইষ্টনিষ্ঠাহীন অনাচারদুষ্ট
ধর্ম্মপ্রচারকই হো'ক,
ঋত্বিকই হো'ক,
আর, যেই হো'ক না কেন,
কখনই অনুসরণীয় নয়কো ;
অনুসরণে
সাত্বত পতন
অনিবার্য্যই হ'য়ে ওঠে । ৪৮৫০ ।
২২।৫।১৯৫৮, সন্ধ্যা ৬-১৫

তুমি হিন্দুই হও,
মুসলমান-খ্রীষ্টানই হও,
বৌদ্ধই হও,
আর যেই হও,
অন্তঃকরণের স্বতঃ-উৎসারণা নিয়ে বলছি—
কেহই প্রতিলোম বিবাহ ক'রো না ;
কোন প্রেরিত পুরুষেরই
এর স্বাপক্ষ-সমর্থন নেই ;
রক্ত-সংস্রব যে কুলের সঙ্গে নেই—
এমনতর সদৃশ বা উচ্চ কুলে
মেয়েদের বিবাহ দিও,
এর অন্যথা ক'রো না ;
এমন কি, অনুলোম-বিবাহেও
কৌলিক পবিত্রতা

বজায় যাতে থাকে
দেখে শুনে বুঝে
তা'ই ক'রো,
ব্যতিক্রমী সাঙ্কর্য্যকে
সযত্নে পরিহার ক'রো,
মনে রেখো—
ধনদৌলত কিন্তু
কুলকৃষ্টির মানদণ্ড নয়কো ;
বিবাহ-বিচ্ছেদ সমর্থন ক'রো না—
কথায়ও নয়,
কাজেও নয়,—
যেখানে বিবাহটাই বৈধী অনুজ্ঞায়
অসিদ্ধ হয়,
এমন ক্ষেত্র ছাড়া ;
এগুলির অনুপালনে
সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও বৈধানিক বোধবিন্যাস
যথাসম্ভব স্বস্তি-প্রসূ হ'য়েই চলবে,
জাতি
ব্যতিক্রমে বিভ্রান্ত হবে কমই ;
মনে রেখো—
কুল-প্রবাহিত সহজাত সুসংস্কারই
মানুষের জীবন-বিভব,
এবং সুজননই জাতির অমৃত-সম্পদ,
সুজাত যা'রা,
সাত্বত যা'-কিছুর প্রতি
তাদের থাকে সহজ অনুরাগ,
তা'র ব্যতিক্রম হ'লে
অন্তঃকরণের বোধ-কেন্দ্রে
তা'রা হুল ফোটার মত বোধ করে,
এই বোধ যা'র যত বেশী,—
সহজাত সংস্কারও

তা'র তত সজাগ ও সক্রিয় । ৪৮৫১ ।
২৩।৫।১৯৫৮, সকাল ১০-১০

মানুষের প্রতি মানুষের অধিকার
স্বতঃ-সন্দীপ্ত তখনই হ'য়ে ওঠে,
যখনই মানুষ মানুষের প্রতি
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রীতি-অনুকম্পা নিয়ে
ধারণ-পালন-পোষণ-অনুচর্য্যাশীল
হ'য়ে চলতে থাকে—
সাংস্কৃতিক পরিচর্য্যায়,
ব্যক্তি ও সমষ্টিগত-ভাবে,
যখন যেমন প্রয়োজন ;
তাই বলি—
কা'রও বৈশিষ্ট্য বা বিশিষ্টতাকে
অবদলিত ক'রে
বা অপমানিত ক'রে,
ব্যক্তিত্বকে নিমজ্জিত ক'রে
তা'র পোষণ-পরিচর্য্যা মানেই হ'চ্ছে—
একটা ব্যতিক্রমী বিপর্য্যয়ী প্রয়াস,
যা'তে তা'র বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব দুইই
অবলাঞ্ছিত হ'য়ে ওঠে ;
অমনতর লাখ অনুচর্য্যাও
শিষ্টাচার-বিগর্হিত ও মর্ম্মন্তুদ হ'য়ে ওঠে,
এবং ওর ভিতর-দিয়ে
মানুষের উপর কখনও
অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না ;
তাই, যদি অধিকার চাও,
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত-ভাবে
যেখানে যা'র জন্য যেমন করা উচিত
তেমনি ক'রে
তা'র সত্তা ও বৈশিষ্ট্যকে

সাংস্কৃতিক শুভ-বিনায়নে
সংরক্ষিত ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে
অনুকম্পী অনুচর্য্যায় বিশ্বাসিত হ'য়ে
ধারণ-পালন-পোষণ-তৎপর হ'য়ে
তা' করবে—
তোমার পারগতা-অনুপাতিক
পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে,—
দেখবে—
মানুষের স্বতঃস্বেচ্ছ স্বাধীন অধীনতা
তোমাকে তাদের
অধীশ্বর ক'রে তুলবে। ৪৮৫২।
২৩।৫।১৯৫৮, রাত ৭-৫৫

যা' দিয়ে
সব যা'-কিছুকে ভেঙ্গেচুরে
ক্রমান্বয়ে সার্থক সঙ্গতিশীল ক'রে তুলবে—
বাস্তবে, বোধে, কর্ম্মে,—
তা'কে ভাঙ্গতে যেও না,
ক্রম-অনুপাতিক
তাকে বিন্যাস কর,
সঙ্গতিশীল অর্থনায় বুঝে নাও—
কোনপ্রকার বিকৃতি না ঘটিয়ে,—
তবে তো বুঝবে, জানবে!
আর, সেই বুঝ ও জানা দিয়ে
যা'-কিছুকে
সার্থক সঙ্গতিশীল বিন্যাসে
বোধ করবে, জানবে;
তার প্রয়োজনীয়তা
সপরিবেশ তোমার জীবনে
পরিস্থিতি হ'তে পরিস্থিতির জীবনে
প্রতিপ্রত্যেককে নিয়ে

সুবিন্যাস-তাৎপর্য্যে

কী, কেমনতর—

তা' অনুধাবন ক'রে বের করতে পারবে ;

আর, এই চলনে

প্রাজ্ঞপুরুষ হ'য়ে উঠবে তুমি,

নয়তো, ছন্নবিদ্যায় বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠা ছাড়া

উপায়ই থাকবে না । ৮৮৫৩ ।

২৪।৫।১৯৫৮, সকাল ১০-১০

শোন—

বিবাহ ব্যাপারে আরো বলি—

সদৃশ কৃষ্টিপ্রবাহ-অন্বিত

বর্ণানুগ কুলে তো বিবাহ করবেই,

তা'র সঙ্গে-সঙ্গে

বেশ ক'রে নজর ক'রে দেখো—

বংশানুগ সদ্‌গুণগুলি

সেই কুলে বা সংসারে

সক্রিয়ভাবে উচ্ছ্রিয়মাণ

অর্থাৎ বাড়তি বিকাশের দিকে,

না অপাস্রিয়মাণ

অর্থাৎ কমতির দিকে,

বা উচ্ছৃঙ্খল বিন্যাসহারা

ছেদশীল ব্যক্তিত্বের কাঠামো নিয়ে চলৎশীল ;

এই দেখে

অনেকটা ঠাওর করতে পারবে

বংশের মর্য্যাদা কেমনতর—

তা' উৎকর্ষে চলৎশীল

না অপকর্ষপ্রবণ ;

মেয়ের দিকেই হো'ক

আর, ছেলের দিকেই হো'ক,

এটা বেশ ক'রে খতিয়ে দেখো—

সঙ্গতিশীল অবলোকনে ;
ছেলের বেলায় অর্থাৎ পুরুষের বেলায়
সদ্‌গুণগুলি যদি
উচ্ছ্রিত বা সুসঙ্গতভাবে উৎকর্ষশীল হয়,
সক্রিয় তাৎপর্য্যে চলৎশীল হয়,
আর, তা' যত হয়—
তা'ই ভাল,
কিন্তু ওর উল্টো হ'লে
তেমনতর সুবিধার নয় ;
মেয়ের দিকেও অমনি ক'রে দেখো—
তার প্রকৃতি, বোধ-ঐশ্বর্য্য
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
উৎকর্ষে বিকাশমান
না অপকর্ষী বোধপরিচর্য্যানিরত,
অপকর্ষী হ'লে
তা'ও কিন্তু সুবিধার নয় ;
ছেলে-মেয়ের এই অপকর্ষের রকম দেখলেই
বংশে ব্যত্যয়ী চলন আছে ব'লে
সন্দেহ করতে পার ;
উভয় পরিবারই উৎকর্ষ-অভিমুখী
এমনতর সদৃশ বিবাহে
শুভই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ
সব দিক দিয়ে ;
আর, উভয় পরিবারের সদ্‌গুণগুলি
যেখানে অপস্রিয়মাণ
তেমনতর মিলন
অশুভই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে ;
বেশ একটু ধীইয়ে বুঝেশুনে
ছেলে-মেয়ে পছন্দ ক'রো,
আর, তা'ই কিন্তু শ্রেয়,
বুঝে চ'লো ;

মনে রেখো –
সদৃশ ঘরে বিবাহেও
ছেলের বংশ সব সময়ই
মেয়ের বংশ থেকে কিছুটা উন্নত হওয়া
বাঞ্ছনীয় । ৮৮৫৪ ।
২৭।৫।১৯৫৮, বেলা ১০-৪৫

যদি ভালই চাও,
যদি শুভই চাও,
গোলামী মনোভাব ছাড়,
অমনতর হাব-ভাব, ঢং-ঢাং
সব উড়িয়ে দাও,
কৃষ্টি-অনুগ অভিগতির দিকে
চলতে থাক—
সঙ্গতিশীল সার্থক অনুচলনায়,
আর, তোমাদেরই প্রাচীনে
সেগুলিকে সার্থক ক'রে
বর্তমানকে অনুরঞ্জিত ক'রে তোল—
চারিত্রিক অনুধ্যায়ী অনুবর্ত্তনী অনুচলনে ;
প্রাচীন আবার
তোমাদের প্রতিটি হৃদয়ে
সাগ্নিক হোম-তীর্থ হ'য়ে উঠুক,
আর, বর্ত্তমান
শুভস্রোতা সন্দীপনী জীবনমন্ত্রে
উৎসর্জ্জিত হ'য়ে
ভবিষ্যৎকে অমৃতদীপ্ত ক'রে তুলুক ;
ঠিক মনে রেখো—
তোমার পরিবার, সমাজ ও দেশের
বৈশিষ্ট্যই ওখানে । ৮৮৫৫ ।
২৭।৫।১৯৫৮, বেলা ১১-২৫

সাত্বত সহজাত সংস্কার
উচ্ছিত্রয়মাণ বা উৎকৃষ্ট যাদের,
তা'রা বিশেষ অবস্থায় প'ড়ে
ব্যত্যয়ী কিছু করলেও
অন্তরে হুল ফোটার মত বোধ করে,
যন্ত্রণা অনুভব করে,
এবং তা' পরিহার না করা পর্য্যন্ত
স্বস্তি বোধ করে না,
আবার, তাদের সঙ্গী-সাথী বন্ধু-বান্ধবও
অমনতরই হ'য়ে থাকে,
এবং তা'রা সৎচলনে সক্রিয়ভাবে
সাহায্যই ক'রে থাকে প্রায়শঃ ;
কিন্তু ঐ সংস্কার যাদের
অপাস্রিয়মাণ অর্থাৎ অপকর্ষী
তা'রা ব্যত্যয়ী চলনে না চ'লেই পারে না,
এবং অমনতর চলনে চলতে না পারলেই
বরং অস্বস্তি বোধ করে,
তাই, ব্যত্যয় ক'রেই ফেলে কোন-না-কোন রকমে,
তাদের সঙ্গীসাথীও আবার
অনুরূপ হ'য়ে থাকে। ৪৮৫৬।
২৭।৫।১৯৫৮, রাত ৭-৩০

ঈশ্বর মানেই হ'চ্ছে অধিপতি,
এই অধিপতিতেই আছে
ধারণ-পালনী সম্বেগ,
এই ধারণ-পালনের বিকাশ হ'চ্ছে
তা'র ঐশ্বর্য্য,
আর, এই ঐশ্বর্য্য যখন
পরিস্ফুট হ'য়ে
ব্যক্তিত্বে প্রকট হ'য়ে ওঠে—

বিভব-প্রতিভায়,
সেই ব্যক্তিই হ'চ্ছেন মূর্ত্ত ঈশ্বর ;
আর, তিনিই জানেন
ঈশিত্বের তাত্ত্বিক সঙ্গতিশীল অর্থনা,—
যা' ভরদুনিয়ার প্রতিটি ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে
সাত্বত সূত্রে
অনুস্যূত থেকে
যা'-কিছুর অস্তিত্বকে
বজায় রেখে চলেছে ;
তাই, ঐ ব্যক্তিত্বই হ'চ্ছেন আচার্য্য—
যাঁর ভিতর ঐ ধারণ-পালনী সম্বেগ
বিহিত বিধায়নায়
ফুটন্ত হ'য়ে উঠেছে—
আচরণ-অনুধ্যায়িনী তপস্যার ভিতর-দিয়ে ;
ঈশ্বরকে যদি নাও বুঝতে পার,—
ক্ষতি নাই,
ভগবানকে যদি নাও ধরতে পার,—
ক্ষতি নাই,
কিন্তু যে ব্যক্তিত্বে
তাঁর আবির্ভাব হয়েছে,
বিকাশ ফুটন্ত হ'য়ে উঠেছে,
তিনিই পরমপুরুষ,
পরম আচার্য্য,
তিনিই মানুষের সাত্বত দেবতা,
তাঁ' হ'তে বিচ্যুতি মানেই
ঈশ্বর হ'তে বিচ্যুতি ;
এই চ্যুতিশীল ব্যক্তিত্ব নিয়ে
বহুনৈষ্ঠিকের মত
লাখ জল্পনা-কল্পনায়
মানুষ যে-উন্মাদনায়
যেমন ইচ্ছা যা'ই করুক না কেন,

ঐ অবিন্যস্ত ব্যক্তিত্বে ও তার বোধিতে
ঐ ঈশ্বর
যিনি মূর্ত্ত বিকাশ-নন্দনায়
দুনিয়ায় ব্যাপ্ত হ'য়ে আছেন—
তাঁর আবির্ভাব
কিছুতেই হবে না ;
তাই, ঐ পুরুষোত্তম বা আচার্য্যকে
যে না মানে,
সে ঐ এক অদ্বিতীয়কেও মানে না,
কিন্তু যে ঐ এক অদ্বিতীয়কে নিয়ে
মাথা না ঘামিয়ে
ঐ পুরুষোত্তম বা আচার্য্যকে মানে
ও তাঁকে অনুসরণ ক'রে চলে,
সে বরং বাস্তবতায় ঈশ্বরকে মানে,
কারণ, ঐ আচার্য্যকে অনুসরণের ভিতর-দিয়ে
তা'র ঈশ্বর-বোধ উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—
বিহিত পরিক্রমায় ;
ঐ আচার্য্য,
যিনি আচরণের ভিতর-দিয়ে
ঐশী-বিভবে বিভাবিত,
অর্থাৎ ঐ সদ্‌গুরু যিনি—
তাঁকে ত্যাগ করলে
যে ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'তেই হবে
সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই,
ঐ ব্যতিক্রম
লাখো ক্রমকেও অতিক্রম ক'রে
দুর্দ্দৈবকে আহ্বান করবেই করবে,
ব্যক্তিত্বই ছেদদুষ্ট হ'য়ে উঠবে,
তাই, তা' মহাপাতক,
শাস্ত্রেও আছে—
'শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা

গুরোঁ রুষ্টে ন কশ্চন ॥'

আবার, গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় !

ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ।',

তাই, তিনি যখন আসেন,—

ত্রিভুবনে তাঁর চাইতে

আর কেউ শ্রেয় নেইকো,

অচ্যুত উদ্যমে

তাঁর পদাঙ্ক-অনুসরণই

জীবনতপের শ্রেয় পন্থা । ৪৮৫৭ ।

২৭।৫।১৯৫৮, রাত ১০-৩০

প্রতিটি ব্যষ্টিগত বিধানের

বিহিত পরিক্রমা

অর্থাৎ নির্ম্মাণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দরুন

যেমন যেমন বিকাশ হ'য়ে থাকে,

তেমনতর হিসাবেই তাদের

আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আধি-আত্মিক

বিভিন্নতাও হ'য়ে থাকে—

ঔপাদানিক সমাবেশ

ও বৈধানিক ব্যবস্থিতির তারতম্য-অনুযায়ী ;

বিভিন্ন ব্যক্তির

চালচলন, আচার-নিয়মের

বিভিন্নতাও হ'য়ে থাকে

তদনুগ নিয়মনায়,

প্রত্যেকের একায়িত রকমের ভিতরেও

প্রকারের বিভিন্নতা থাকে অনেকখানি ;

এইগুলিকে যতরকমে, যতখানি

সার্থক সঙ্গতিশীল পরিচ্ছন্নতায়

অনুধাবন করা যায়,—

প্রত্যেকের জীবনীয় শৌর্য্যস্রোতকেও

নির্দ্ধারণ করা যায় তেমনি,
আর, বৈধানিক ক্রিয়াকুশলতাও
নির্ণয় করা যেতে পারে
অমনতর ক'রে । ৪৮৫৮ ।
২৮।৫।১৯৫৮, সকাল ৬-৪৫

যা'রা ধর্ম্মকথা কয়—
করে না,
তা'রা ধর্ম্মকথক,
আর, যা'রা ধর্ম্মকথা কয়
ও আচরণ করে
তা'রাই ধার্ম্মিক,
তা'রাই বাস্তব যাজক,
কারণ, তাদের কথন ও চলন
দুইই যাজন করে ;
শুধু উপদেশ দেওয়ার চাইতে
আচরণ করা আরো ভাল,
কিন্তু ক'য়ে ক'রে উদাহরণ হওয়া
ঢের ভাল । ৪৮৫৯ ।
৩১।৫।১৯৫৮, সকাল ১০-২০

ইষ্টনিষ্ঠ অভিনিবেশ নিয়ে
লোকহিত-অনুচর্য্যায়
ব্রতী হ'য়ে চলাই হ'চ্ছে
সত্যসাধনা,
আর, সত্য মানেই হ'চ্ছে
সতের ভাব,
বাস্তবতার বর্দ্ধন-অনুচর্য্যা—
ধারণে, পালনে, পোষণে,
অসৎ-নিরোধী তপোবোধনায় ;
তাই, সত্য বলা মানেই হ'চ্ছে—

সাত্বত কথা বলা
ও সাত্বত অনুচর্য্যায়
সত্তাকে সন্দীপ্ত ক'রে তোলা ;
যথার্থ কথা যে সব সময়
সত্য কথা হয়,
তা' নয়কো,
কিংবা যথাযথ করা যদি অসৎ হয়,—
সে করাও যে সত্যতপা হয়,
তা'ও নয়কো,
কল্যাণ ভাবা
কল্যাণ বলা
কল্যাণ করার
সার্থক সঙ্গতি যেখানে—
সত্য সেখানেই । ৪৪৬০ ।
২।৬।১৯৫৪, রাত ৮-৪৫

শাসন কর—
যখন যাকে যেমনতরভাবে প্রয়োজন,
কিন্তু স্মরণ যেন থাকে—
সঙ্গে-সঙ্গে তোষণের
এমন প্রলেপ দিতে হবে,
যাতে ঐ শাসন তার কাছে
আত্মপ্রসাদের হ'য়ে ওঠে—
সমস্ত বিকারকে এড়িয়ে ;
আর, ঐ শাসন
কৃতি-সম্বেগে
অন্তঃকরণে গ্রথিত হ'য়ে
যেন তা'র ব্যক্তিত্বে
কৃতি-বিভব সৃষ্টি করে ;
এতে শাসক শাসিত

উভয়েই তৃপ্তি পাবে
অনেকখানি । ৪৮৬১ ।
২।৬।১৯৫৮, রাত ১০-৩৫

প্রিয়পরমকে
পালন-পরিচর্য্যায়
পোষণ-পরিপুষ্ট ক'রে তোল,
দয়া
দীপ্ত পরিক্রমায়
তোমাতে
বর্ষণ-পরিস্রোতা হ'য়ে উঠবে । ৪৮৬২ ।
৩।৬।১৯৫৮, সকাল ৫-১৫

সম্মান, খাতির, অনুরোধ বা প্রাপ্তি-প্রত্যাশায়
যদি শ্রেয়নিষ্ঠ হ'য়ে থাক,
তবে গোড়াতেই ভুল করেছ ;
আর, ঐ সব প্রত্যাশাকে
জলাঞ্জলি দিয়ে
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত অনুরাগ নিয়ে
তাঁরই সেবা ও সম্বর্দ্ধনার আবেগ-সহকারে
যদি শ্রেয়-সান্নিধ্য লাভ ক'রে থাক—
ঐ আকাঙ্ক্ষার উদ্যম-উন্মাদনায়,
নিষ্ঠাবিভোর অন্তঃকরণে,—
তাহ'লে তুমি ঠিকই করেছ ;
ঐ অনুচর্য্যা
সতর্ক সন্ধিৎসার সহিত
তোমাকে অনুশীলন-তৎপর ক'রে
মাঙ্গলিক অভিনিবেশে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
সম্বুদ্ধ ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলবে ;

শ্রেয়
তোমার জীবনকে আশ্রয় ক'রে
তোমাকে শ্রেয়ী ক'রে তুলবেন,
কৃতার্থ হ'য়ে উঠবে তুমি । ৪৮৬৩ ।
৩।৬।১৯৫৮, সকাল ১০-১৫

তুমি যে-অবস্থায়ই থাক না কেন—
তা' সুখেই হোক বা দুঃখেই হোক,
সে-সব হিসেব-নিকেশে
তোমার কিছু হবে না কিন্তু;
সব দিক দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে যা'তে
ইষ্টনিষ্ঠায় অবাধ হ'য়ে উঠতে পার,
উদ্যম-অনুচর্য্যায়
খরস্রোতা হ'য়ে উঠতে পার,
বীর্য্যবান মেধা ও বোধনার সহিত
সব যা'-কিছুকে
সন্ধিৎসাপূর্ণ অনুচলনে
পরিচ্ছন্ন সমাবেশে
সন্নিবিষ্ট ক'রে তুলতে পার,
সুব্যবস্থ ক'রে তুলতে পার,
তুমি তোমার সমস্ত জগৎটি সহ
তাঁর ভজনদীপনায়
সেবানুচর্য্যায়
অঢেল হ'য়ে উঠে
তৎপর তারিত্যে
সুযুক্ত সমীচীন অনুচলনে
তাঁরই প্রতিষ্ঠা করতে পার,
অকাট্য সহজ-সন্দীপনায়
তা'রই সঙ্কল্প নিয়ে
তোমাকে স্ফীত হ'য়ে উঠতে হবে,

উচ্ছল শৌর্য্যবান হ'য়ে উঠতে হবে,
অবাধ উদ্যমী হ'য়ে উঠতে হবে,
অনুকম্পায় উচ্ছল হ'য়ে উঠতে হবে,
প্রতিভায় প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠতে হবে,
পুণ্যস্নাত হ'য়ে উঠতে হবে,
তোমার সেবা-সৌকর্য্যে
তাঁকে স্বাস্থ্য-সন্দীপনায় প্রতিষ্ঠা ক'রে
ভরদুনিয়াকে প্রবুদ্ধ পরিস্রবায়
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত হিসাবে
বরেণ্য ক'রে তুলতে হবে ;
অন্তরের এই আকুল আহ্বানে
তুমি ঝাঁপিয়ে পড় তাঁতে,
আঁকড়ে ধর তাঁকে—
অচ্যুত অনুরাগ নিয়ে,
কৃতি-অনুশীলনার
হোম-তৎপর উন্মাদনায়,
শুভ-নিষ্পাদনায় অঞ্জলিবদ্ধ হ'য়ে ;
পরম দৈবত
সুদীর্ঘ দক্ষতায়
তোমাকে আপনার ক'রে নেবেন । ৪৮৬৪ ।
৩।৬।১৯৫৮, বেলা ১০-৫০

কা'রও সৎ ইচ্ছা বা মত-মতন চ'লেই
তা'র মনের মতন হ'য়ে উঠতে পারা যায়,
মনের মতন যখনই
হ'য়ে ওঠা সম্ভব হয়,
তখন তা'কেও মতের মতন ক'রে নেওয়া
সম্ভবপর হয়—
তার যা'-কিছু সবকে
সহ্য ক'রে
বিনায়িত ক'রে

উৎকর্ষে উন্নীত ক'রে—
প্রতুল পরিচর্য্যার
পরাক্রমী প্রীতি-নিয়মনায় । ৪৮৬৫ ।
৩।৬।১৯৫৮, বিকাল ৪-৪০

সাধু হও,
বেকুব হ'তে যেও না,
বরং দক্ষ কুশলকৌশলী হও,
তবেই তো সাধু !
শুভ-নিষ্পাদনী অনুচলনেই
সাধুত্বের মাহাত্ম্য । ৪৮৬৬ ।
৬।৬।১৯৫৮, সকাল ৭-২০

প্রথম জিনিস হ'ল
শ্রদ্ধাপূত নিষ্ঠা,
তা'র সঙ্গে চাই
ঊর্জ্জী উৎসারণশীল ভাবগরিমা,
উপযুক্ত শারীরিক ভঙ্গিমা,
চকিত সন্ধিৎসা,
হৃদ্য, উদ্যম-অভিনিবেশী, গৌরব-ঐশ্বর্য্যশালী
বাগ্-বিন্যাস,
মনোমুগ্ধকর ব্যবহার-কুশলতা,
অবস্থানুগ ব্যবস্থিতি ও নিয়ন্ত্রণী বিবেক,
সহজ, সুযুক্ত পরিবেষণী অনুচর্য্যা ;
এই সব চারিত্রিক বিভব
যা'র যত স্বতঃ, সুস্থ ও সবল,—
তা'র প্রভাবও তত মর্ম্মস্পর্শী,
এবং এটা সকলের পক্ষেই । ৪৮৬৭ ।
৯।৬।১৯৫৮, সকাল ৭-৩০

যা'রা স্বতঃস্বেচ্ছ
পারস্পরিক প্রীতিপরিচর্য্যী বন্ধনে
অনুপ্রাণিত হ'য়ে
পরস্পরের ধারণ-পালন-পোষণে
অন্তরাসী হ'য়ে
অশুভকে নিরোধ ক'রে
শুভানুচলনে চ'লে থাকে,—
তা'রাই কিন্তু জনসাধারণ বা সাধারণ,
শুধুমাত্র বিভিন্ন জনসমূহ সাধারণ নয়কো,
—এই আমি বুঝি,
যা'রা পরস্পর পরস্পরে
স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠে নি,
কল্যাণ-পরিচর্য্যী হ'য়ে ওঠে নি,
বরং উল্টো চলনেই চ'লে থাকে,
সে জনসমষ্টিকে
সাধারণ বলা যেতে পারে কিনা বিবেচ্য ;
বৈরী-সম্বন্ধান্বিত দুই পক্ষের লোককে
জন-সাধারণ বলা ঠিক কিনা জানিনা ;
সাধারণ কথার অর্থ ও তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
সহ-ধৃতিসম্বেগসম্পন্ন
অর্থাৎ পারস্পরিকভাবে ধারণ-পোষণী
আগ্রহ-সমন্বিত যা'রা । ৪৪৬৪ ।
৯।৬।১৯৫৪, সকাল ৯-৪০

কথা বিশ্বাস ক'রো কাজে,
কাজ বিশ্বাস ক'রো বিহিত নিষ্পাদনে,
নিষ্পাদন দেখে নিও বিকাশে
অর্থাৎ বিহিত মূর্ত্তনায় । ৪৪৬৯ ।
১০।৬।১৯৫৪, রাত ১০-২৫

আচার্য্যনিষ্ঠ অনুপ্রাণনে
যে কায়দা বা কৌশলে
তোমার মানস-অভিনিবেশ
কৃতি-তাৎপর্য্যে
বিকাশ লাভ ক'রে থাকে—
বিভাবিত সন্দীপনায়,
বাস্তবে,
মন্ত্রও সিদ্ধ হয়
বাস্তব বিকাশ পরিগ্রহে
তেমনি ক'রে ;
ওকেই বলে মন্ত্রসিদ্ধি,
মন্ত্র মানেই হ'চ্ছে তাই—
মনোনীত চাহিদা
যার দ্বারা ত্রাণ লাভ করে—
বাস্তব আপূরণায় ;
আর, যা' দিয়ে ঐ চাহিদার হাত থেকে
রেহাই পাওয়া যায়,
তা'কে বলে প্রত্যাহার । ৮৮৭০ ।
১১।৬।১৯৫৮, বেলা ১০-৪৫

ঈশ্বরবিশ্বাসী,
উর্জ্জী অনুরাগসম্পন্ন,
বুদ্ধিমান, দক্ষ, কৃতী,
প্রীতিনিষ্ঠ,
লোকমান্য—
এমনতর দীপ্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন
অন্ততঃ দ্বাদশ জন স্থানীয় লোক
যতক্ষণ না তোমাতে
পরিনিবিষ্ট হ'য়ে থাকে—
অচ্যুত অনুরাগ নিয়ে,—
ততক্ষণ সেখানে তুমি

তোমার সংঘ নিয়ে
বসবাস করতে যেও না ;
সাত্বত উদ্বর্ত্তনার বিরোধী
শাতন-অভিভূত যা'রা
তাদের থেকে নিজেকে অব্যাহত রেখে
সংঘকে শ্রীমান ক'রে তোলা
তোমার পক্ষে
কঠিনই হ'য়ে উঠবে কিন্তু—
কৃষ্টিতপা ক'রে সবাইকে,
মনে রেখো—
ঐ যজ্ঞের হোতাই কিন্তু
ঐ দ্বাদশ আদিত্য । ৮৮৭১ ।
১১।৬।১৯৫৮, বিকাল ৪-৫০

মানুষের বিপাক ও বিধ্বস্তি
যাদের স্বার্থ-সংগ্রহের সুবিধার পথ
বা ইন্ধন,
তা'রা দুনিয়ার কলঙ্ক,
ব্যক্তিত্বের অভিশাপ ;
যে-কোন রকমেই হো'ক
তাদের প্রশ্রয় দেওয়া—
সমাজ ও পরিবেশের প্রতি
দুরন্ত আঘাত হানা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো ;
তা'রা শান্তি-সেবক নয়,
বরং মানুষের স্বস্তি-ভক্ষক—
সাত্বত-সংস্থার পরম শত্রু । ৮৮৭২ ।
১৪।৬।১৯৫৮, বেলা ১০-৩০

মানুষ যখন দুর্দ্দশাগ্রস্তের
সুস্থি-অনুচর্য্যা না ক'রে

তাকে অযথা দোষী সাব্যস্ত ক'রে
বিপন্ন করতে চায়,
বুঝে নিও—
সেখানে দুষ্টবুদ্ধিই বসবাস ক'রে থাকে
প্রায়শঃ। ৪৮৭৩।
২০।৬।১৯৫৮, সকাল ৯-২০

যখনই দেখবে—
শাসকমণ্ডলী ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা
সৎ-এর পীড়নে
দুষ্কৃতকারীদের সাহায্য করতে ব্যগ্র
এবং তাদের উদ্ধত ক'রে তুলবার
সরঞ্জাম সরবরাহে ব্যাপৃত—
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-ভাবে,—
বুঝে নিও—
সেই দেশ
সেই জনপদ
সেই সাম্রাজ্য
অধঃপাতের দিকে
ক্ষিপ্র চলৎশীল ;
কারণ, ঐ সৎ-ব্যক্তি—
যেমন ক'রেই হো'ক না কেন—
যদি একবার
দুষ্ট শক্তির দ্বারা
বিধ্বস্ত হ'য়ে ওঠেন,
ঐ কালো উদাহরণ
ঐ জয়োল্লাসী অসৎদের অন্তশ্চক্ষুতে
এমনতর পর্দ্দা টেনে দেবে,
যার ফলে
ভবিষ্যতে ঐ সৎব্যক্তির দ্বারা
তাদের কোন চারিত্রিক উৎকর্ষ হওয়া

কঠিনই হ'য়ে উঠবে ;
তাই, অমনতর দেখলেই
সৎলোকের প্রতি
শ্রদ্ধা ও আত্মপ্রসাদী সেবাবুদ্ধি
বাড়িয়ে তুলতে
সমীচীন সর্ব্বপ্রকারে
চেষ্টা করাই শ্রেয় ;
নয়তো, তিমির-সমাধি
সন্নিকটেই অপেক্ষা করছে । ৮৮৭৪ ।
২০।৬।১৯৫৮, সকাল ৯-৩৩

দুনিয়ায় দেখতে পাওয়া যায়,
যা'রা দুর্দ্দশাগ্রস্ত
কিংবা তাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন যা'রা—
তা'রাই স্বস্তিলাভের আগ্রহ নিয়ে
সুস্থ ও শক্তিশালী যা'রা
তাদের কাছে আবেদন ক'রে থাকে,
সাহায্য চায়—
দুঃখমোচনের অভিপ্রায়ে ;
কিন্তু যেখানে তা'রা—
ঐ দুর্দ্দশাগ্রস্তদের সাহায্য করা দূরে থাকুক—
বরং অত্যাচারী সরঞ্জামে
তাদিগকে আক্রমণ ক'রে
শীর্ণ ক'রে তুলতে চায়,
আর, সেই অভিসন্ধি নিয়ে
সবাইকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,
অভিযোগে উদ্বেলিত ক'রে তোলে—
অসৎ-প্রণোদনায়,—
বুঝে নিও—
সেই পরিবেশে
অন্তঃস্থ কর্কটিকা আশ্রয়লাভ করেছে,

তা'রা অসুস্থ অন্তঃকরণের অন্তর্জ্বালায়
সাবাড় হওয়ার প্রয়াসপর হ'য়ে
আত্মনিধন-যজ্ঞের উদ্যোগ করছে—
অশান্তি ও অসুস্থিকেই কায়েম করতে,
অসুস্থি-যজ্ঞের অবতারণা ক'রে,
ঐ প্রবৃত্তিলুব্ধ পরদলনী অসৎ-পথে ;
সতর্ক হও,
সোজা হ'য়ে দাঁড়াও,
সৎ, সুস্থ ও প্রিয়দর্শন হ'য়ে ওঠ সবার কাছে—
প্রীতিচর্য্যী পরিবেদনা নিয়ে ;
সৎ যা'রা,
সুস্থ যা'রা
তাদিগকে সাহায্য কর,
সুদীপ্ত, সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠুক তা'রা—
যা'তে দুর্দ্দশাগ্রস্তদেরও টেনে তুলতে পারে
সুদশায় সন্দীপ্ত ক'রে,
মহান সাত্বত কৃতিমন্ত্রে ;
আর, উপযুক্ত পরিচর্য্যায়
ঐ অসৎক্রিয় যা'রা
তাদিগকে পরিশুদ্ধ ক'রে তোল,
নইলে, ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র—
সবারই কিন্তু
ঐ সংক্রমণ-আগুনে
ছারখার হ'য়ে ওঠার সম্ভাব্যতাই বেশী । ৮৮৭৫ ।
২০।৬।১৯৫৮, সকাল ৯-৪০

তুমি লোকসেবকই হও,
আর রাজপুরুষই হও,
আদর্শানুগ বৈশিষ্ট্যসঙ্গত
সৎকর্ম্মে নিয়োজিত থেকে
আর্ত্ত যা'রা,—

তাদের সাহায্য কর,
সুস্থ ক'রে তোল,
শঙ্কিত যা'রা,—
তাদের শঙ্কা নিবারণ ক'রে
নিঃশঙ্ক ক'রে তোল,
স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ যা'রা,—
তাদের স্বার্থকে
সৎ-এ সম্বুদ্ধ ক'রে তোল—
অসাত্বত অনিষ্টকর যা'
তা' প্রত্যাহত ক'রে ;
আর, এই হ'চ্ছে স্বস্তি-সেবার
মেরুদণ্ড। ৪৮৭৬।
২২।৬।১৯৫৮, বেলা ১১-১৫

শ্রেয়নিষ্ঠ উদ্যমশালী
কৃতী-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যা'রা,
লোকচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যা'রা আত্মপ্রসাদ উপভোগ করে,
তাদের যদি কোথাও
কিঞ্চিন্মাত্র বোধভ্রান্তি ঘ'টে থাকে,
তা'ও কিন্তু উপেক্ষণীয় ;
সাত্বত শুভই সাধনা যাদের,—
কৃতি-অনুশীলন-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়েই
কিংবা প্রাজ্ঞ সাহচর্য্যে
তাদের বোধভ্রান্তি উড়ে যেতে
একটুও দেরী লাগে না ;
কিন্তু আসুরিক দুষ্কৃতি-সম্পন্ন যা'রা—
তাদের বরং তেমনতর হওয়া
কমই সম্ভব হ'য়ে থাকে ;
তাই গীতায় আছে—

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ,
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ" । ৪৮৭৭ ।
২২।৬।১৯৫৮, রাত ৮-৪৫

পুরুষোত্তমকে, ইষ্টকে,
সৎ-আচার্য্যকে
যত সুন্দর সৌষ্ঠবে
অদম্য নিষ্ঠানন্দিত আবেগ নিয়ে
মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে—
বাক্য, ব্যবহার ও অপ্রত্যাশী অনুচর্য্যার
অঢেল উচ্ছলায়,
ঊর্জ্জী কৃতিচলনে,
অচ্ছেদ্য উদ্দীপনী আবেগ-অনুকম্পায়,
চরিত্র ও আচরণের সৌষ্ঠব-ঠামে,—
তোমার ব্যক্তিত্বও অমনতরভাবে
বিভবান্বিত হ'য়ে উঠবে—
সংস্থিতির সুসংহত
শিবসুন্দর শুভ আশিসে ;
এই হ'চ্ছে স্বাভাবিক । ৪৮৭৮ ।
২৫।৬।১৯৫৮, বিকাল ৪-৩০

নিকৃষ্ট বা স্বল্পকৃষ্ট যা'রা,
তাদের শ্রদ্ধাহারা প্রভাবে
উৎকৃষ্ট যা'রা যতই
প্রভাবান্বিত হ'য়ে উঠবে,
ততই উৎকর্ষ
অপকর্ষে ক্রমে-ক্রমে
আত্মবিলয়ই করতে থাকবে ;
তা'র ফলে, নিকৃষ্ট বা স্বল্পকৃষ্ট যা'রা—
উৎকর্ষী আদর্শ-অভাবে
শ্রদ্ধাপূত অনুচর্য্যা-অভাবে

অপলাপেই ক্রম-অবশায়িত হ'য়ে
নিজেদের অবসান আবাহন ক'রে চলবে—
অজ্ঞতার অপগতি আঁক্‌ড়ে ধ'রে,
উৎকৃষ্ট ও উৎকর্ষণাকে অবদলিত ক'রে। ৪৮৭৯।
২৬।৬।১৯৫৮, বিকাল ৪-৩০

উচ্ছিষ্ট-ভোজী হ'তে যেও না,
বরং প্রাজ্ঞ-প্রসাদভোজী হও,
প্রাজ্ঞসেবী হও,
প্রাজ্ঞপালী হও,
প্রাজ্ঞ-অনুচর্য্যী হও,
তাঁদের দরদী হ'য়ে ওঠ,
তাঁদের কৃষ্টিকে বুঝে
সেগুলিকে আয়ত্ত করতে
অনুশীলন কর—
নিজের ঐতিহ্যকে দাঁড়া ক'রে। ৪৮৮০।
২৬।৬।১৯৫৮, বিকাল ৪-৪৫

তুমি কেন, কিসের প্রত্যাশায়
উচ্ছল ধী, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে
উদ্যুক্ত হ'য়ে
কী করতে পার,
কেমনতর সৌকর্য্য নিয়ে,
আর, তা' করতে
তোমার প্রবৃত্তিগুলিকে
কেমন ক'রে কতখানি
নিয়মন ও নিয়ন্ত্রণ ক'রে
ঐ করণের অনুকূল অনুচলনে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে চলতে পার—
অদম্য বা ছেদশীল অনুরাগ নিয়ে,
কোন্ জিনিস বা অপেক্ষাকৃত সহজে করতে পার,

কোন্ জিনিস বা পার না,—
তুমি কেমন মানুষ
তার গোড়া ঐখানে,
ঐ 'কিসের জন্য',
অর্থাৎ যা'র জন্য পার বা পার না,
তা' যেমন,
তুমিও তেমন । ৮৮৮১ ।
২৭।৬।১৯৫৮, সকাল ৬-২২.

প্রথম পংক্তির সূচীপত্র